সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
Year 10 | Issue 42
15 - 21 December 2023
বর্ষ ১০ | সংখ্যা ৪২
৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৩০ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫হি.

যুক্তরাজ্য ভ্রমণকারীদের জন্য সুখবর

ভিজিট ভিসায় কাজের সুযোগ

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : বৃটেনে ভিজিট ভিসায় আসা ব্যক্তিদের জন্য নতুন নীতিমালা ঘোষণা করেছে যুক্তরাজ্য সরকার। এ নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা ভিজিট বা ভ্রমণ ভিসায় বৃটেনে আসবেন, তারা ভ্রমণের পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ পাবেন। ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার এই নীতিমালা ঘোষণা করা হয়।

আগে বৃটেনে যারা ভ্রমণ করতে আসতেন, তাদের ক্ষেত্রে এখানে কাজ করার অনুমতি ছিল না। আগে শর্ত ছিলো- যারা ভ্রমণ করতে যাবেন তারা শুধুই ভ্রমণ করতে পারবেন এবং ভিসার মেয়াদ শেষে নিজ দেশে ফেরত যাবেন। কেউ যদি লুকিয়ে কাজ করেন আর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েন তাহলে তার এ বিষয়টিকে একটি অপরাধ হিসেবে ধরা হতো। কিন্তু নতুন এই নীতিমালা কার্যকর হবার পর থেকে এখন আর তা হবে না।

তবে হোম অফিস বলেছে, এই নীতিমালা কার্যকর হবার পর থেকে ভিজিট ভিসায় যারা বৃটেন ভ্রমণ করতে আসবেন তাদের উদ্দেশ্য যেন ভ্রমণের নাম করে কাজ করা না হয় এবং ওভারস্টেয়ার হয়ে থেকে যাওয়া না হয়।

একজন আইনজীবী বলেন, সব ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা দুটোই কাজ করে। নতুন এই আইনের কারণে এখন প্রত্যেক দেশ থেকে

বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো থেকে ভিজিট ভিসায় যুক্তরাজ্যে আসার হিড়িক নতুন করে আরো একধাপ বেড়ে যাবে, যা অতীতের তুলনায় বেশি হবে। কাজের ক্ষেত্রে বর্তমান কর্মীদের মূল্যায়ন কমে যাবে। কর্মীর মান সস্তা হয়ে যাবে। কারণ যখন ভিজিটরের সংখ্যা বেশি বেড়ে যাবে আর তারা কাজ করবেন তখন বেতনের ক্ষেত্রে কিছু অসাধু নিয়োগকারী তাদের কাছ থেকে সুযোগ নেবে অর্থাৎ কম বেতনে কাজ করাতে চাইবে। তাতে স্থানীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এরকম পরিস্থিতির উদয় হলে যেকোনো সময় আবার আইনটিকে ক্লোজ করে দিতে পারে। সাধারণ গতিতে যাওয়া ভিজিটরদের জন্য এটি সুখবর।

কাজের বেলায় সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ থাকবে। সবক্ষেত্রে কাজ করা যাবেনা।

যেমন একজন ইসলামি বক্তা লন্ডনে এসে ওয়াজ করে আগে আইনগতভাবে কোনো সম্মানী/অর্থ গ্রহণ করতে পারতেন না। এখন ভিজিট ভিসায় এলেও তিনি বক্তৃতা কিংবা ওয়াজ করে অর্থ নিতে পারবেন। ঠিক তেমনী একজন শিল্পী এসে পারফর্মেন্স করে আইনগতভাবে অর্থ নিতে পারবেন। একজন আইনজীবী যুক্তরাজ্যে ভিজিট ভিসায় এসে আইনী পরামর্শ দিয়ে অর্থ নিতে পারবেন।

৫৩তম মহান বিজয় দিবস

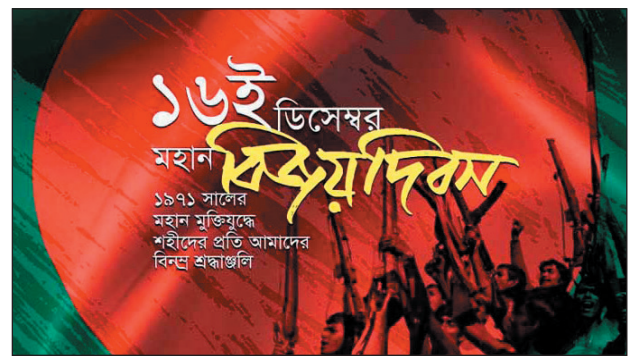

দেশ ডেস্ক, ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৩: শনিবার, ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের ৫৩তম বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি ভুখন্ডের জন্ম হয়েছিলো। ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ মাসের মুক্তি সংগ্রামে ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাঙালি জাতি বাংলাদেশ নামক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার পায়। সেই থেকে প্রতিবছর দিবসটি রাষ্ট্রিয় ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

১২ মার্চ রমজান শুরু হতে পারে?

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩: সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিস ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, দেশটিতে ২০২৪ সালে রমজান মাসের শুরু হবে ১২ মার্চ (মঙ্গলবার)। ওই সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসন্ত ঋতু শুরু হয়। যে কারণে সেসময় দেশটিতে আবহাওয়া তুলনামূলক শীতল থাকবে। ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

Send money to Bangladesh in minutes
Cash pick-up | Bank deposit | Mobile Wallet
Services Available in: Stores & Authorised Agents Online / App
Scan to become a Ria Agent:
ria Money Transfer
Any Bank Payout · সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড PUBALI BANK LIMITED · AB Bank · Trust Bank A Bank for Financial Inclusion · bKash
020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransferuk

Ria Financial Services Limited is a company registered in England and Wales. Registered no.: 04263192 Registered office: Part 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, United Kingdom, W1U 7EU

লন্ডনে প্রদর্শিত হলো ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্র

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : যুক্তরাজ্যের (ইউকে) বাংলাদেশ ও ভারতের হাইকমিশন যৌথভাবে লন্ডনের একটি বিশিষ্ট থিয়েটারে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ চলচ্চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

গৌরবময় ‘বিজয়ের মাস’ ও বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব উদযাপনের জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে তরুণ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ-এশীয়দের একটি পূর্ণাঙ্গ হাউজ অংশ নিয়েছে।

ব্রিটিশ হাউজ অব লর্ডসের সদস্য, কূটনীতিক, ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ, পেশাদার ও মূলধারার সাংবাদিকরাও সোমবার সন্ধ্যায় বিশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও বায়োপিকের প্রধান উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম কে দোরাইস্বামী।

অনুষ্ঠানে ডক্টর গওহর রিজভী বলেন, ‘চলচ্চিত্রটি একটি ঐতিহাসিক দলিল যা বঙ্গবন্ধুর জীবনকাহিনী ও দীর্ঘ সংগ্রামের সারমর্মকে ফুটিয়ে তুলেছে।’

তিনি উল্লেখ করেন, আড়াই ঘণ্টার চলচ্চিত্রে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত পরিচালক শ্যাম বেনেগাল বঙ্গবন্ধুর জীবন, সংগ্রাম ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের দীর্ঘ ইতিহাসকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম তার স্বাগত বক্তব্যে ২০১৭ সালের এপ্রিলে নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে একটি অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও উত্তরাধিকারের ওপর বায়োপিক তৈরির পরিকল্পনা যৌথভাবে ঘোষণা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ‘এই বায়োপিক দক্ষিণ এশিয়ার একজন নেতার অসাধারণ জীবন তুলে ধরেছে যিনি বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। ২০০৪ সালে বিশ্বব্যাপী একটি চালিয়েছিল বিবিসি। যেখানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনও তাকে ‘বিশ্ববন্ধু’ আখ্যা দিয়েছেন।’

ভারতীয় হাইকমিশনার দোরাইস্বামী তার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সংযোগ ও চলচ্চিত্রে অবদানের কথা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক সংগ্রামের গল্প ছাড়া বাংলাদেশের গল্প বলা যায় না।’ সিনেমাটির গুরুত্ব ও কীভাবে এটি বাংলাদেশের অতীত সম্পর্কে জানার ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ইতিহাস জানার দ্বার উন্মোচন করে সে বিষয়ের ওপরেও তিনি জোর দিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিব বর্ষ’ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ ও ভারত যৌথভাবে ছবিটি তৈরি করেছে। ভারতের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগাল ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

রুয়ান্ডা পরিকল্পনার পক্ষে ব্রিটিশ এমপিদের ভোট

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : বিতর্কিত রুয়ান্ডা পরিকল্পনার পক্ষে ভোট দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের এমপিরা। অভিবাসন-প্রত্যাশীদের রুয়ান্ডাতে পাঠিয়ে দেওয়ার এই পরিকল্পনা হাউস অব কমন্সে ৩১৩-২৬৯ ভোটে জয়ী হয়। মূলত নিজের দলের বিদ্রোহ সামলে অত্যন্ত বিতর্কিত রুয়ান্ডা প্ল্যান পাস করাতে সক্ষম হন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক।

এরপর সামাজিক মাধ্যম এক্সে সুনাক লিখেছেন, ‘ব্রিটিশ নাগরিকরাই ঠিক করবেন, দেশে কারা আসবেন, কারা নয়। কোনও অপরাধী চক্র বা বিদেশি কোর্ট এটা ঠিক করবে না।’

পার্লামেন্টে সুনাকের দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও তার দলের বেশ কয়েকজন এমপি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছিলেন। বিরোধীরা তো আগে থেকেই জানিয়েছিলেন, তারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থক নয়। ফলে ভোটাভুটিতে হেরে গেলে সুনাককে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতে হতো।

এই অবস্থায় কোনও ঝুঁকি না নিয়ে পরিবেশমন্ত্রী গ্রাহাম স্টুয়ার্টকে কপ-২৮ শীর্ষ বৈঠক ছেড়ে লন্ডন ফিরে এসে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে বলা হয়।

ভোটাভুটির আগে সুনাক সামাজিক মাধ্যমে পর্লামেন্টের সদস্যদের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দিতে বলেন। তার দাবি, ‘এটা বেআইনি অভিবাসন রুখতে সবচেয়ে কঠোর পদক্ষেপ।

এই বিল পাস করাটা জরুরি।’

নৌকা থামানো মানে ব্রিটেনে আসার জন্য যে নৌকাগুলো ইউরোপ থেকে আসে এবং রক্ষণশীল দল বারবার যার বিরোধিতা করে এসেছে। এই বছর এইভাবে ২৯ হাজার মানুষ ব্রিটেনে এসেছেন। ২০২২ সালে এসেছিলেন ৪৬ হাজার মানুষ।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সুনাক কয়েক ডজন কট্টরপন্থি এমপিকে নিজের বাসভবন ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে প্রাতঃরাশ বৈঠকে ডেকেছিলেন। বেআইনি অভিবাসন সংক্রান্ত মন্ত্রী মাইকেল টমলিসন জানিয়েছেন, এই বিলটি অত্যন্ত কড়া।

অবশ্য রক্ষণশীল দলের কট্টরপন্থিরা বলছেন, এই বিলে এটা বলা নেই, যে সব অভিবাসন-প্রত্যাশী ব্রিটেনে চলে আসবেন, তাদের ফেরত পাঠানো হবে। তখন তারা ব্রিটিশ আদালতে তাদের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদন জানাতে পারবেন। মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় আদালতেও যেতে পারবেন।

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বলেছে, এই পরিকল্পনা কার্যকরই করা যাবে না। এছাড়া এই পরিকল্পনা অনৈতিক। অভিবাসনপ্রত্যাশীদের সাড়ে ছয় হাজার কিলোমিটার দূরের রুয়ান্ডাতে পাঠানো মেনে নেওয়া যায় না। গত মাসে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, রুয়ান্ডাকে কখনোই নিরাপদ দেশ বলা যায় না।

পাত্রী আবশ্যক

বয়স ২৮ । উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। ব্যারিস্টার পাত্রের জন্য বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। পাত্র ধার্মিক। একটি স্বনামখ্যাত ল’ফার্মে কর্মরত। সুশিক্ষিত ধার্মিক বৃটিশ পাত্রি আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।

Contact: 07940 782 876

IFIC MT UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ৬৫০+ আইএফআইসি ব্যাংক শাখা/ উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

যুক্তরাজ্যকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলছেন আফগান যোদ্ধারা

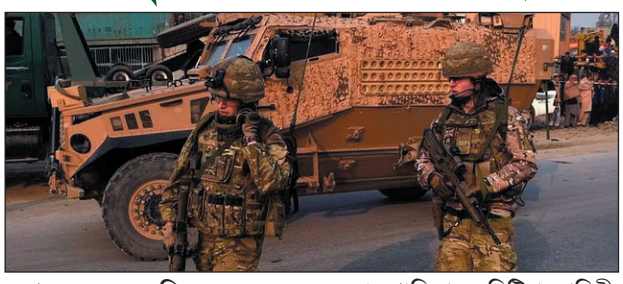

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর: একসময় আফগানিস্তানে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন আফগান বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা, তবে ২০২১ সালে আফগানিস্তানে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

'সেন্টার ফর সোশ্যাল জাস্টিস'র গবেষণা

ভিক্টোরিয়ান যুগের বৈষম্য ফিরে আসছে বৃটেনে

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর: গত ১৫ বছরে বৃটেনের সবথেকে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের কোনো উন্নতি হয়নি। এমনটাই বলছে 'সেন্টার ফর সোশ্যাল জাস্টিস' বা ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

'ওভারক্রাউডিং' কমাতে মেয়রের নতুন উদ্যোগ

'কার ফ্রি জোনে' গাড়ি পার্কিংয়ের নতুন সুবিধা

- সাড়ে তিন বছরে মেয়রের কমিউনিটি গ্রান্ট খাতে বরাদ্দ ১৫.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড
- কার ফ্রি জোনে পার্কিং পারমিটের জন্য ৩ বা ততোধিক বেডরুমের শর্ত শিথিল

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর: এলাকার বাসস্থানের 'ওভারক্রাউডিং' মোকাবেলায় টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র বারার কার ফ্রি জোনের নতুন বাসিন্দাদের জন্য গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা দিতে এক উদ্যোগ ঘোষণা করেছেন। ব্যতিক্রমী এই পার্কিং পলিসি গত সপ্তাহের কেবিনেট সভায় পার্কিং নীতিমালায় আনা এই বৈপ্লবিক সংস্কার অনুমোদন লাভ করে।

গত ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার টাউন হলে আয়োজিত এক মিডিয়া বিফ্রিংয়ে পার্কিং পলিসিতে আনা সংস্কারের বিস্তারিত তুলে ধরেন নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান।

একই বিফ্রিংয়ে তিনি কাউন্সিলের নতুন দু'টি অনুদান কর্মসূচী - স্মল গ্রান্টস কর্মসূচী এবং ইমার্জেন্সি গ্রান্টস কর্মসূচী চালুর কথা জানান। মেয়র বলেন, "কাউন্সিল স্মল গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম (ক্ষুদ্র অনুদান ---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আহ্বান অস্ট্রেলিয়ার

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে অস্ট্রেলিয়া। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক (ইনক্লুসিভ) হওয়ার ওপর অব্যাহতভাবে আহ্বান জানাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। একই সঙ্গে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক সহিংসতা ও বিপুল সংখ্যায় বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে অস্ট্রেলিয়া। বিএনপি'র অস্ট্রেলিয়া শাখার আহ্বায়ক মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন আরিফের এক ই-মেইল বার্তার জবাবে এসব কথা বলেছে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিনেটর পেনি ওং-এর পক্ষে ইমেইলের জবাব দেন বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ সেকশনের পরিচালক জেমা হেইন্স। বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে মেইল পাঠান আরিফ। এর জবাবে জেমা হেইন্স লিখেছেন, আমাদের আগের অবস্থান সম্পর্কে আপনি হয়তো অবহিত থাকবেন। গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমরা অব্যাহতভাবে আহ্বান জানাই। আরও বিস্তৃতভাবে বলা যায়- ঢাকা, ক্যানবেরা এবং জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের কাছে মানবাধিকারের ইস্যুগুলো নিয়মিতভাবে তুলে ধরছে অস্ট্রেলিয়া সরকার। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন, ঢাকায় আমাদের হাইকমিশনার ৩০শে অক্টোবর এবং ১০ই ডিসেম্বর অন্য কূটনৈতিক মিশনগুলোর সঙ্গে যৌথ বিবৃতি দিয়েছে।

তাতে অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং সবার সমতাকে সুরক্ষিত রাখতে এবং তা এগিয়ে নিতে কাজ করেন, তাদের সঙ্গে আমাদের সংহতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।

মন্ত্রী-এমপির হলফনামা যেন 'আলাদিনের চেরাগ কাহিনী': রিজভী

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এমপি-মন্ত্রী ও নেতাদের হলফ নামায় সম্পদের হিসাব 'আলাদিনের চেরাগের কাহিনীর মতো' বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

বুধবার বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে হলফনামার হিসাব তুলে ধরে তিনি এ মন্তব্য করেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'আসন্ন একদলীয় পাতানো নির্বাচন উপলক্ষে তাদের মন্ত্রী-এমপি-ডামি-উচ্ছিষ্টভোগী স্বতন্ত্রদের হলফনামা পড়লে মনে হয় যেন আরব্য উপন্যাসের বিখ্যাত 'আলাদিনের চেরাগের' কাহিনী পড়ছিলাম। কারোটা দেখলে মনে হয় 'সাদ্দামের বেহেশতে' তারা বসবাস করছেন। তাদের বাড়ি-গাড়ি, বিদেশে অভিজাত এলাকায় এপার্টমেন্ট-ডুপ্লেক্স সব কিছু মিলেই মনে হয় যেন তারা 'সাদ্দামের বেহেশতে' বসবাস করছেন।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, নিশিরাতের ভোট ডাকাত সরকারের ৫ বছর থেকে ১৫ বছরের মন্ত্রী-এমপি ও তাদের নেতারা আঙুল ফুলে কলাগাছ নয় বট গাছ হয়েছেন। তাদের স্ত্রী-সন্তান-শাশুড়িরাও টাকার কুমিরে পরিণত হয়েছেন।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলফনামা

তুলে ধরে তিনি বলেন, একেকজনের সম্পদ ২০০ গুন, ৩০০ গুন, ৪০০ গুন ৫০০ গুন, কেউ আবার পাঁচ বছরে ৭০০ গুন সম্পদেরও মালিক হয়েছেন। দশ বছর আগে যে মন্ত্রীর হলফনামায় হাজারের ঘরে ছিল বার্ষিক আয়; তিনিও এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।

বিএনপির এ নেতা বলেন, সিলেট-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শফিকুর রহমান চৌধুরী হলফনামায় তার ১০০ ভরি স্বর্ণের দাম দেখিয়েছেন মাত্র এক লাখ টাকা। সে হিসেবে তার কাছে গচ্ছিত প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম পড়েছে এক হাজার টাকা, কুমিল্লা-৭ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এমপি ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত ২২ ভরি স্বর্ণের দাম দেখিয়েছেন ২১ হাজার টাকা। তার মানে, প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম দেখিয়েছেন ৯৫৫ টাকা, এটা কি পাগলে বিশ্বাস করবে?

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের প্রসঙ্গ টেনে রুহুল কবির রিজভী বলেন, প্রতিটি মন্ত্রী-এমপির বিমূর্ত অবয়ব তিনি (গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী)। প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ার জন্য দেওয়া ৯৪ লাখ ঘুষের টাকা ফেরত চাওয়ায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনের হাতে তার মিন্টু রোডের ১১ নম্বর সরকারি বাসভবনে নির্মম মারধরের শিকার হয়েছেন পুলিশ সদস্যসহ তিন ভুক্তভোগী। প্রতিমন্ত্রীর নিয়োগ বাণিজ্য ও গুণ্ডামির এই খবর সকল পত্র-পত্রিকা টেলিভিশন অনলাইনে ভাইরাল হওয়ার পর টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করে ১০ ডিসেম্বর সাতজনের কাছ থেকে নেওয়া সাড়ে ৯ লাখ টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হন প্রতিমন্ত্রী। এ সব অর্থ সম্পদের বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন একেবারেই নিরব, অন্ধ বলে মন্তব্য করেন রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, দুদককে দলকানা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। তাদের কাজ হলো খুঁজে খুঁজে বিএনপি এবং ভিন্নমতের ব্যক্তিদের ঘায়েল করা। রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছে এই তথাকথিত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানটিকে।

জাতিসংঘ চায়, প্রত্যেক বাংলাদেশি নির্ভয়ে ভোট দেবেন

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : জাতিসংঘ বাংলাদেশে এমন একটি নির্বাচন দেখতে চায়, যেখানে প্রত্যেক বাংলাদেশি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন। ভোট দেওয়ার পর যেন কাউকে কোনো ধরনের পালটা প্রতিক্রিয়ায় পড়তে হবে না। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন সংস্থাটির মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক।

এ সময় এক সাংবাদিক স্টিফেন ডুজারিককে প্রশ্ন করেন, রবার্ট এফ কেনেডি হিউম্যান রাইটসসহ ছয়টি শীর্ষস্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশের মৌলিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে অবস্থান নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অথচ 'তথাকথিত'

নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরো দেশকে একটি কারাগারে পরিণত করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশিদের ভোটের অধিকার ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ কী উদ্যোগ নেবে?

জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখব। সেই সঙ্গে বাংলাদেশে এমন একটি নির্বাচন আয়োজনে সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানিয়ে যাব, যাতে প্রত্যেক বাংলাদেশি নির্ভয়ে এবং কোনো ধরনের পালটা প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা ছাড়াই ভোট দিতে পারেন।'

এ সময় স্টিফেন ডুজারিকের কাছে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরি পেতে আন্দোলন করছেন। আর সরকার তা দমনে শক্তি দেখাচ্ছে। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল পৃথক বিবৃতি দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে... এ পর্যায়ে প্রশ্নকর্তাকে থামিয়ে দিয়ে স্টিফেন ডুজারিক বলেন, 'আমাকে প্রশ্ন না করে, এ বিষয়ে আপনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আইএলও) সহকর্মীদের কাছে জানতে চাইতে পারেন।'

BARRISTER
AHMED A MALIK

- Specialist in family (financial remedies), children, property & civil cases
- Expert trial advocate, offering services to the community in the uk for over 34 years
- Accept instructions directly from public and solicitors

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

Direct contact: 0771 347 1905

City Office:
5 Chancery Lane, London WC2A 1LG

East London Office:
First floor, 214 Whitechapel Road,
London E1 1BJ

E: amalik@lawyer.com
www.westminsterchambers.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

আন্দোলনে একাট্টা হচ্ছে নির্বাচন বর্জনকারী সব দল

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : সরকার পতনের একদফা দাবিতে আন্দোলনে একাট্টা হচ্ছে প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দল। সামনে যুগপৎ কিংবা একই প্ল্যাটফরম থেকে আন্দোলনে নামছে দল ও জোটগুলো। আগামী ১৭ই ডিসেম্বরের পর থেকে দলগুলো একই ধাঁচের কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামতে চায়।

এই আন্দোলন যুগপৎভাবে নাকি একই মঞ্চ থেকে করা হবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বেশির ভাগ নেতারা আন্দোলন একই মঞ্চে থেকে করার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ যুগপৎভাবে করার কথা বলছেন। এ নিয়ে দফায় দফায় আলোচনাও করেছেন বিএনপি-জামায়াত ও যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দল এবং জোটগুলোর শীর্ষ নেতারা। সামনে আরও আলোচনা হবে।

যুগপৎ আন্দোলনে থাকা বেশ কয়েকটি দল ও জোটের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এসব দলগুলো চাইছে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে যেসব দল নির্বাচনে নেই তাদের সবাইকে একত্রিত করে একইসঙ্গে এক প্ল্যাটফরম থেকে রাজপথে নামতে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে থাকা প্রায় প্রতিটি দলই চাইছে আগামী দিনের কর্মসূচিগুলো একই মঞ্চে থেকে হোক। বর্তমানে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দলগুলোর বাইরে জামায়াত আলাদা কর্মসূচি পালন করছে। দলগুলো চাইছে জামায়াতও যাতে তাদের সঙ্গেই কর্মসূচিতে একাত্ম হতে পারে। গণতন্ত্র মঞ্চের দু'একটি দল এ বিষয়ে কিছুটা আপত্তি তুললেও পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা এখন নমনীয় হয়েছে। বলা হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোটখাট বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হলে বড় লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না।

নামপ্রকাশ না করার শর্তে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা একটি দলের একজন শীর্ষ নেতা বলেন, এই আন্দোলনে জামায়াতকে একসঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে বেশির ভাগ দলই একমত হয়েছে। তেমন কেউ বিরোধিতা করেননি। এখন এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে যুগপৎ আন্দোলনের প্রধান দল বিএনপি।

বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেন, সব দলগুলোই আন্দোলন করছে। এই বিষয়টি এখন মুখ্য। আর সামনে আন্দোলন যুগপৎভাবে হবে, না কি একই মঞ্চে থেকে হবে- সেটা পরের ব্যাপার।

জামায়াতের প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, আমরা এখন যার যার অবস্থান থেকে আন্দোলন করছি। আর এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলছে।

এই আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েও চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। ইতিমধ্যে যুগপৎ আন্দোলনে থাকা দল ও জোটগুলো কর্মসূচির বিষয়ে তাদের মতামত বিএনপিকে জানিয়েছে। তারা সবাই জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচির কথা বলেছে। কারণ তারা এখন একসঙ্গে রাজপথে নামতে চাচ্ছে। এজন্য জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচির দেয়ার দাবি জানিয়েছে তারা। এরমধ্যে সভা, সমাবেশ, বিক্ষোভ, গণমিছিল এবং ঘেরাও কর্মসূচি রয়েছে। এসব কর্মসূচির পাশাপাশি অবরোধ এবং হরতালও চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছে দল ও জোটগুলো।

নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, এটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আর জামায়াত যুগপৎ আন্দোলনে থাকতে পারে। একই দাবির ভিত্তিতে সবাই একসঙ্গে আন্দোলন করুক। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

বাংলাদেশ এলডিপি'র মহাসচিব ও ১২ দলীয় জোটের প্রধান সমন্বয়ক শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, আন্দোলনরত যত দল একই মঞ্চে এসে মিছিল করবে আন্দোলন ততই শক্তিশালী হবে। তাই এখানে বাম ও ডানপন্থি বিবেচ্য বিষয় নয়।

বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, জামায়াতের সঙ্গে আমরা একইসঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছি। এর আগেও একই প্ল্যাটফরমে ছিলাম। আর এখন আন্দোলন একই পয়েন্ট, একই ছাতা ও একই প্ল্যাটফরমে হওয়া উচিত।

এদিকে একদফা আন্দোলনের সঙ্গে যুগপৎভাবে নেই বাসদ, বাম গণতান্ত্রিক জোট ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। তবে তারা নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে নিজস্ব কর্মসূচিতে রাজপথে আন্দোলন করছে। এরমধ্যে গত ২৮শে নভেম্বর বিদ্যমান সংকটময় পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিনিধিদের সঙ্গে জাতীয় সংলাপ করেছে ইসলামী আন্দোলন। এই সংলাপে বিএনপি'রও প্রতিনিধি ছিলেন।

পাশাপাশি তারা বিএনপি'র কর্মসূচিগুলোতে সমর্থনও জানিয়েছে। আর বাম গণতান্ত্রিক জোট যুগপৎ আন্দোলনে নেই। তবে এই আন্দোলনে তারা না থাকলেও বিএনপি'র সঙ্গে রাস্তায় কর্মসূচি নিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন জোটের নেতারা।

বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, আমরা আমাদের মতো করে আন্দোলন করছি। কোনোদিন বিএনপিও কর্মসূচি দিবে এবং আমরা সেদিন কর্মসূচি দিতে পারি। সেই কর্মসূচি মিলে যেতে পারে। সেদিন রাস্তায় দেখাও হয়ে যেতে পারে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে আমরা আমাদের মতো করে আন্দোলন করছি। ভবিষ্যতে পরিবেশ ও পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটা আগে বলা যায় না। কিন্তু আমরা রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন চাই।

ওদিকে যুগপৎ আন্দোলনে না থাকলেও বিএনপি'র কর্মসূচির সঙ্গে মিল রেখে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে এবি পার্টি। আর ভবিষ্যতে বিএনপি'র সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না দলটি। তবে এবিষয়ে বিএনপি এখনো এবি পার্টির সঙ্গে কথা বলেনি।

এবি পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, এখনো প্রস্তাব আসেনি। তবে বিএনপি উদ্যোগ নিলে আমরা বিবেচনা করে দেখবো। আর তাদের মৌলিক দাবিগুলোর সঙ্গে আমাদের দাবিগুলোও এক।

'নৌকায় ভোট না দিলে কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই'

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : 'নির্বাচনে আপনারা কেউ ঝগড়া করবেন না। নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই' বলে মন্তব্য করেছেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মিয়া। তার এ বক্তব্যের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

গত রোববার উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের হাট ফতেপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি ওয়াজ মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউনিয়নবাসীর উদ্দেশ্যে আব্দুর রউফ মিয়া বলেন, আগামী ৭ তারিখের নির্বাচনে আপনারা কেউ ঝগড়া করবেন না। বিএনপি নির্বাচনে আসেনি। শুধু আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসছে। আশা করব বিএনপির ভাইয়েরা যদি নৌকা মার্কায় ভোট দিতে ইচ্ছা না করেন তাহলে আর কেন্দ্রে যাওয়ার দরকার নেই। কারণ আওয়ামী লীগের দুইটা প্রার্থী। আমরাই ভোট দিয়ে যাকে মনোনীত করি সে আমাদের এমপি হবে।

এছাড়া আব্দুর রউফ মিয়ার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর এনায়েত হোসেন মন্টুর নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনে বাধা প্রদানের একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এ বিষয়ে তাকে শোকজও করা হয়েছে।

এ বিষয়ে ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ মিয়া গণমাধ্যমকে বলেন, ভিডিওতে আমার বক্তব্য কেটে কেটে প্রচার করা হয়েছে। আমি নৌকা মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে কাজ করায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর লোকজন এ কাজ করেছে।

ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ লিটন সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনে যেকোনো ভোটার ভোট দিতে কেন্দ্রে আসতে পারেন। বিএনপিকে ভোট দিতে কেন্দ্রে না আসার ব্যাপারে মন্তব্য করা সভাপতির ঠিক হয়নি।

এ বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাকিলা বিনতে মতিন সাংবাদিকদের বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত হওয়া ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যানের একটি ভিডিও সম্পর্কে আমি অবগত। বিষয়টি পর্যালোচনা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শোকজের বিষয়ে টাঙ্গাইল-৭ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক সিনিয়র সহকারী জজ মল্লিকা বসাক বলেন, আমাদের সরাসরি কথা বলা নিষেধ। আপনি আমাদের দপ্তরে এসে আমার স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

প্রসঙ্গত, টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে মোট ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বর্তমান সংসদ সদস্য খান আহমেদ শুভ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন। আর নৌকার মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মীর এনায়েত হোসেন মন্টু স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

উল্লেখ্য, আব্দুর রউফ মিয়া ২০১৭ সালে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে চেয়ারম্যান পদে অংশ নিয়ে নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ওই বছরের ২০ আগস্ট একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রয়াত এমপি মোঃ একাব্বর হোসেনের হাতে ফুলের নৌকা তুলে দিয়ে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। পরে ২০২১ সালে ফতেপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনে ভোটের মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পান। এর আগে তিনি দীর্ঘদিন ফতেপুর ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পালনের সময় সরকারবিরোধী বিএনপির জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশে বাধা নেই: ইসি আলমগীর

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : আগামী ১৮ ডিসেম্বর থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে কর্মসূচি পালনে বিরত রাখতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর।

বুধবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

মো. আলমগীর বলেন, নির্বাচনী আচরণ বিধি বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে বলা হয়েছে নির্বাচনে যদি কেউ বাধা দেয় বা প্রতিহত করে তাহলে আইন অনুযায়ী

এটা অপরাধ। আমরা সেই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছি যে এই রকম যদি কোনো রাজনৈতিক দল কর্মসূচি দিয়ে থাকে সেটা করা যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করার যদি অনুমতি না দেয় তাহলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমাদের কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই। আমাদের কথা হলো সভা সমাবেশ করতে হলে সরকারের অনুমতি নিতে হয়। সেক্ষেত্রে তারা সরকারের অনুমতি নেবে। সরকার যেখানে অনুমতি দেবে, সে বিষয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। আমাদের বক্তব্য হলো যদি নির্বাচন বাধা সংক্রান্ত কোনো সভা সমাবেশ আন্দোলন কর্মসূচি থাকে, সেটাকে যেন অনুমতি না দেওয়া হয়।

বিএনপিসহ অনেকে নির্বাচনে আসেনি, তাদের যে কর্মসূচি সেগুলো বন্ধে নির্বাচন কমিশন পার্ট হলো কি-না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমি আগেই ক্লিয়ার করি কর্মসূচি যেই দিক না কেন সেটা নির্বাচনের পথে বাধা, হুমকি হলে আমারা নিষেধ করেছি। তবে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা বক্তব্যের অধিকার সবার আছে।

দিল্লি যেতে দেয়া হলো না মেজর হাফিজকে

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে বিদেশে যেতে বাধা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর এই অভিযোগ করেছেন তিনি নিজেই। চিকিৎসার জন্য ভারতে যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ কর্মকর্তারা তাকে আটকে দিয়েছেন। তবে কি কারণে তাকে বিদেশে যেতে দেয়া হয়নি সে বিষয়ে কিছু বলেনি ইমিগ্রেশন পুলিশ। এ বিষয়ে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য দুপুরে বিমানবন্দরে যাই। আড়াইটার দিকে ফ্লাইট ছিল। কিন্তু বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন আমাকে আটকে দিয়েছে। তারা বিদেশে যেতে দেয়নি। পরে বিমানবন্দর থেকে বাসায় চলে আসি। তিনি বলেন, আমি দেশের জন্য যুদ্ধ করেছি।

চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়া দরকার। কিন্তু আমাকে যেতে দেয়া হলো না। আমি মর্মাহত। এ বিষয়ে বিমানবন্দরে দায়িত্বরত ইমিগ্রেশন পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা কেউই এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

মেজর হাফিজের পারিবারিক সূত্র জানায়, আজ দিল্লির ফোরটিস হাসপাতালে হাফিজের হাঁটুর অপারেশন করার কথা ছিল। সেজন্য স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। তার বোর্ডিং পাস হয়ে মালামালও বিমানে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইমিগ্রেশন পুলিশ তাকে জানায় তিনি বিদেশে যেতে পারবেন না।

উল্লেখ করা যায় যে, দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে ও পরে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে নিয়ে নানা গুঞ্জন ছিল। তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোনো দলে যোগ দিয়ে নির্বাচনে যাচ্ছেন এমন আলোচনা ছিল। কিন্তু সব গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, নির্বাচন করলে বিএনপি থেকেই করবেন। বিএনপি থেকেই অবসরে যেতে চান।

বিশ্বাস না করলে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতেন না: জাপা মহাসচিব

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পার্টিকে (জাপা) সন্দেহের কথা বললেও তাদের মধ্যে (আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি) দিন দিন বিশ্বাস আরও বাড়ছে বলে দাবি করেছেন দলের মহাসচিব মো. মুজিবুল হক। বরং তিনি বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস না করলেও ভালো করে রাত্রে ভোজ দিয়েছেন। আমরা পেট ভরে খেয়েছি। কাজেই বিশ্বাস না করলে কারও বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে এত আলাপ করে খাওয়াতেন না নিশ্চয়ই।'

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর বনানীর কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন সমঝোতা, জাপার প্রতি সরকারপ্রধানের সন্দেহসহ নানা বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মুজিবুল হক এ কথা বলেন।

এ প্রশ্নের জবাবে জাপার মহাসচিব বলেন, 'আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে নির্বাচনে গেলে আমরা ভালো করব। তাই আমরা নির্বাচনে এসেছি। কেউ যদি বিশ্বাস না করেন, সেটা উনাদের ব্যাপার। বাট আমরা সবাইকে, বাংলাদেশের মানুষকে বিশ্বাস করি। এই এখন যে আমরা এবার তাদের (আওয়ামী লীগ) সঙ্গে সরাসরি ভোটযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। ডাইরেক্ট ফাইট। নো জোট, নো মহাজোট, নো আসন বণ্টন, ডাইরেক্ট ফাইট–এই জন্য।'

আরেক প্রশ্নের জবাবে মুজিবুল হক বলেন, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস–এটা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা বুঝবেন। তবে গত রাত্রেও আওয়ামী

লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি, খোশগল্প করেছি। নির্বাচন কীভাবে হবে, ভোটাররা কীভাবে আসবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কী হবে, প্রশাসনের-শৃঙ্খলা বাহিনীর কী ভূমিকা থাকবে, নির্বাচন কমিশনের কী ভূমিকা থাকবে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের কী ভূমিকা থাকবে, এই সমস্ত অনেক আলোচনা করেছি।'

আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকে অবিশ্বাসের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি না, এমন এক প্রশ্নের জবাবে জাপার মহাসচিব বলেন, 'আমি এই কথাটা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করি নাই। কারণ, তাদের সঙ্গে যখন কথা হয়েছে, তাদের ব্যবহারে আমি আপ্লুত। কথাবার্তায় এত খুশি যে এই কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করি নাই।'

মুজিবুল হক বলেন, 'পার্টির মহাসচিব হিসেবে বলছি, আমরা নির্বাচনে এসেছি নির্বাচন করার জন্য, না করার জন্য নয়। আমাদের একটাই দাবি, সেটি হলো নির্বাচনের পরিবেশ এমন হতে হবে, যাতে ভোটারদের আস্থা আসে। আবারও বলি, আমরা নির্বাচন করতে এসেছি। নির্বাচন থেকে চলে যাওয়ার জন্য নাটক করতে আসি নাই। নির্বাচন করে ভবিষ্যতে আমরা ক্ষমতায় যাব, সেই স্বপ্নেও আমরা বিভোর। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে যাবে, সেই রকম চিন্তাও আমাদের মধ্যে আছে। কাজেই নির্বাচন থেকে চলে যাব কেন।'

কিছুদিন ধরে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের গণমাধ্যমের সামনে আসছেন না, কেন? এমন প্রশ্নে মুজিবুল হক বলেন, 'আসবেন না কেন। এখন আসার মতো কোনো নিড (প্রয়োজনীয়তা) তো দেখছেন না। আমিই তো চালিয়ে যাচ্ছি উনার পক্ষ থেকে।' তিনি বলেন, 'উনি (জি এম কাদের) নিজে বলবেন, এমন কথা বলার এখনো সময় আসে নাই, হলে অবশ্যই

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

Licensed Member of the Year AAT Professional Member AWARDS2017

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

quickbooks Certified ProAdvisor | FreeAgent | ClearBooks | xero

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

barakah Money Transfer বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play | Money Transfer
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

আইজিপির ভাইয়ের থেকে শিক্ষা সম্পদে এগিয়ে সুরঞ্জিতের স্ত্রী

সিলেট, ১৩ ডিসেম্বর : রাজনৈতিকভাবে ও ভোটের রাজনীতিতে আলোচিত সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসন। এ আসনে প্রয়াত সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্ত্রী বর্তমান এমপি ড. জয়া সেনগুপ্তা ও বর্তমান আইজিপির ভাই চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জয়া সেনগুপ্তা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবং চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ (আল আমিন চৌধুরী) আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। এদের মধ্যে শিক্ষা ও সম্পদে এগিয়ে রয়েছেন জয়া সেনগুপ্তা।

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, স্বতন্ত্র প্রার্থী ড. জয়া সেনগুপ্তার ১১ কোটি ৪৮ লাখ ৮০ হাজার ২২৫ টাকার সম্পদ রয়েছে। তার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা পিএইচডি।

২০১৮ সালের নির্বাচনী হলফনামায় ড. জয়া সেনগুপ্তা ১০ কোটি ৯৬ লাখ ৭০ হাজার ২২৫ টাকার সম্পদের কথা উল্লেখ করেন। সম্পদের মধ্যে রয়েছে এফডিআর, শেয়ার, সঞ্চয় পত্র ব্যাংক আমানত। ব্যাংক আমানত থেকে বাৎসরিক আয় ১২ লাখ ৯ হাজার ৭২ টাকা, অন্যান্য ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নিজ নামে ৫ লাখ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৯১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৬৯.৩০ টাকা, পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণ ৪০ হাজার টাকা, নির্ভরশীলদের নামে রঙিন টিভি ২০ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ৩০ হাজার টাকা, নির্ভরশীলদের আসবাবপত্র ২০ হাজার টাকা।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১০ একর কৃষিজমি, যার মূল্য দেখিয়েছেন ৬ লাখ টাকা, অকৃষিজমি ৮৫ একর ২২ লাখ ৪০ হাজার টাকা, দালান ৯০০ এসএফটি (দিরাই) মূল্য ৭.৫২ কোটি, ঢাকায় ও দিরাইয়ে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট ২টি। মূল্য দেখিয়েছেন ৫৪ লাখ ৫ হাজার ১৮৪ টাকা।

২০২৩ সালে সংসদ সদস্য ড. জয়া সেনগুপ্তা পেশা উল্লেখ করেছেন সমাজসেবা। শেয়ার, সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক আমানত থেকে বাৎসরিক আয় ১২ লাখ ৯ হাজার ৭২ টাকা, অন্যান্য ৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা নিজ নামে ৫ লাখ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৯১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৬৯.৩০ টাকা, পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ ১ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, মোটরসাইকেল ৫১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ১০ ভরি স্বর্ণ ৪০ হাজার টাকা, নির্ভরশীলদের নামে রঙ্গিন টিভি ২০ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ৩০ হাজার টাকা। স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১০ একর কৃষিজমি ৬ লাখ টাকা, অকৃষিজমি ৮৫ একর ২২ লাখ ৪০ হাজার টাকা, দালান ৯০০ এসএফটি (দিরাই) মূল্য ৭.৫২ কোটি, ঢাকায় ও দিরাইয়ে বাড়ি/অ্যাপার্টমেন্ট ২টি ৫৪ লাখ ৫ হাজার ১৮৪ টাকা।

এদিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ২০১৪ সালে শাল্লা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামায় সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করেছিলেন ১০ লাখ ৮ হাজার টাকা। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামায় ৫৪ লাখ ৩৮ হাজার ৭১৭ টাকার সম্পদের উল্লেখ করেছেন। উপজেলা নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামা থেকে দ্বাদশ জাতীয়

সংসদ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামায় ৫ গুণ বেশি সম্পদ বেড়েছে তার। আওয়ামী লীগের প্রার্থী চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমএসএস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। পেশা কৃষি ও ব্যবসা। কৃষি খাত থেকে তিনি বাৎসরিক ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা, অন্যান্য বাবদ ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা আয় করেন।

অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে নিজ নামে নগদ ৪ লাখ ৭ হাজার ৫৪৬ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ৯ হাজার ১৭১ টাকা, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ৩৪ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ৩৪ হাজার টাকা, অন্যান্য ২৫ লাখ ২০ হাজার ২০০ টাকা, স্ত্রী/নিজ নামে স্বর্ণালংকার ৩ লাখ টাকার।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি ৩.৩০ একর, মূল্য ৫৫ হাজার টাকা, যৌথ মালিকানায় ৪৮.০৫ একর, অকৃষি জমি ৩৪.৩৩ শতক মূল্য ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৮০০ টাকা, নির্মাণাধীন টিনশেড, ১টি বাড়ি, যৌথ মালিকানায় ১টি বাড়ি। এছাড়াও কৃষি ব্যাংক শাল্লা শাখায় তার দায় (লোন) আছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান ও আলোচিত রাজনীতিবিদ সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ৬ বার এ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আসনটি সেনবাবুর আসন নামে পরিচিত। ২০১৭ সালে সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর স্ত্রী ড. জয়া সেনগুপ্তা উপনির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়া সেনগুপ্তা দ্বিতীয়বারের মতো এ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি

পড়াইতে চাই

Wanted to teach

Year 1 to GCSE, Maths and English

Expert and more than 15 years experience in teaching.

Extra care will be taken for inattentive students.

Please contact: Sadath Al Mamun

GCSE Maths A Grade

LL.B (Hons)LL.M (First Class First)

Contact: Phone: 07817 922 277

42-4'24

TANK JOWETT SOLICITORS
INCORPORATING GORDON SHINE AND COMPANY SOLICITORS

TANK JOWETT SOLICITORS

ট্যাংক জোয়েট সলিসিটর্স

সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত প্রধানসারির ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর্স ফার্ম

যেকোনো ফৌজদারী মামলায় আইনী সহায়তা দিতে আমাদের স্পেশাল লিগ্যেল টিম প্রস্তুত

We have Legal Aid

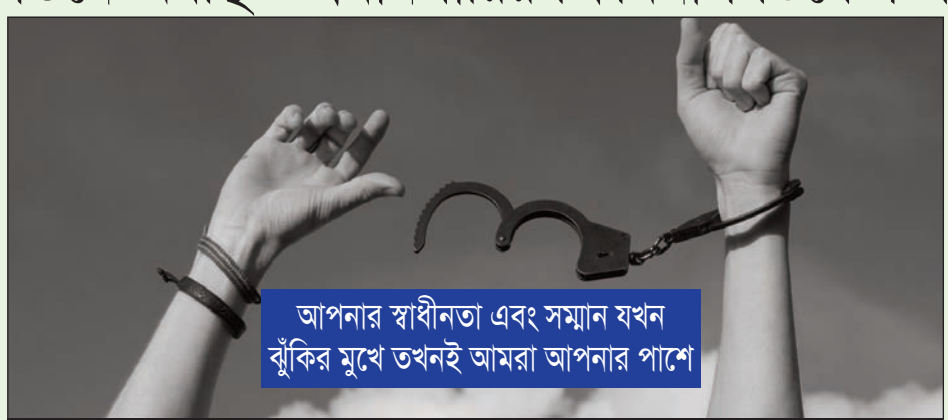

আমাদের প্রধান আইনী সহায়তা

- পুলিশ স্টেশনে আপনার পক্ষে আইনী লড়াই
- ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট ও ক্রাউন কোর্টে রিপ্রেজেনটেশন
- মটরিং অফেন্স
- দুর্নীতি ও ঘুষ
- সন্ত্রাসবাদ
- কর্পোরেট
- গুরুতর প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ
- মানি লন্ডারী
- ট্যাক্স তদন্ত
- প্রেস এবং রেপুটেশন ম্যানেজমেন্ট
- যৌন অপরাধ
- প্রাইভেট প্রসিকিউশন

Rajesh Bhamm
Solicitor & Senior partner
M: 07931364820
E: r.bhamm@tankjowett.com

Jack ward
Legal Consultant
M: 07788205901
E: j.ward@tankjowett.com

আজই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, Tel: 0207 965 7314

For 24 Hr Emergency, Tel: 0800 669 6065, Email: info@tankjowett.com

Central London Office: 107 -111 Fleet Street EC4A 2AB

West London Office: First Central 200, 2 Lakeside Drive NW10 7FQ

মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা যাবে না: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : গাজীপুরে রেললাইন কেটে নাশকতার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মানুষ হত্যা করে কেউ সরকার উৎখাত করতে পারবে না। যারা সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নাশকতা করছে তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তাদের কোনো ক্ষমা নেই। তাদের শাস্তি পেতে হবে। আমি জনগণকেও বলব- তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে।

হরতাল-অবরোধের নামে বিএনপি-জামায়াত চক্র গাজীপুরে রেললাইন উপড়ে ফেলার কারণে যে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটেছে তা উল্লেখ করে তিনি এসব কথা বলেন।

বুধবার দুপুরে গণভবনে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের নবনির্বাচিত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যারা মানুষ মারার জন্য রেললাইন উপড়ে ফেলে বা রেললাইন কেটে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মানুষ মারার কল্পনা করে বা জীবন্ত মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে এদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ বলে কিছু নেই। এটা জনগণকেই প্রতিহত করতে হবে। সেটাই আমার আহ্বান সারা দেশের মানুষের প্রতি।

তিনি বলেন, যারা রেললাইন কেটে দিয়ে বগি ফেলে দিয়ে মানুষ হত্যার পরিকল্পনা করে আর আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ায়, আর পিটিয়ে পিটিয়ে পুলিশ সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে মারে, মিছিলে মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে এদের ক্ষমা নাই। এদের শাস্তি একদিন পেতেই হবে। জনগণকে বলব- এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগের রাতে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় গ্যাস কাটার মেশিন দিয়ে প্রায় ২০ ফুট রেল ট্র্যাক কাটার ফলে নেত্রকোনা থেকে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের আটটি বগি গাজীপুরে লাইনচ্যুত হয়ে একজন নিহত ও বেশ কয়েকজন আহত হয়।

তিনি বলেন, তার মানে কী? এর আগেও কয়েকবার এ ধরনের কাজ বিএনপির সন্ত্রাসীরা করেছে, সেটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়েছে। কাজেই আমরা সেখানে মানুষকে বাঁচাতে পেরেছি। কিন্তু এটা হয়েছে একেবারে ভোর রাতের দিকে, সাড়ে ৪টার দিকে। গ্যাস সিলিন্ডারসহ, গ্যাস কাটার মেশিন দিয়ে এই রেললাইন কেটেছে। ওটা ফেলে চলে গেছে। ওটা উদ্ধার করেছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটু চিন্তা করে দেখুন- কি রকম ধ্বংসাত্মক কাজ, এর নাম আন্দোলন। তার মানে হচ্ছে রেলের বগি ফেলে দিয়ে মানুষকে হত্যা করা। মানুষকে হত্যা করে সরকার উৎখাত করবে? মানুষ হত্যা করে আন্দোলন?

শেখ হাসিনা বলেন, আমি জানি না এই আন্দোলন করে কী পাবে তারা। বিএনপি যে এই জ্বালাও-পোড়াও করে যাচ্ছে। প্রতিদিন তারা অবরোধ আর হরতাল ডেকে যাচ্ছে।হরতাল অবরোধ মানে কি কয়েকখান বাস পোড়ানো, গাড়ি পোড়ানো, যাত্রীসহ বাস পোড়ানো। চাল যাচ্ছে, চালের গাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধান যাচ্ছে ধানের গাড়ি পোড়াচ্ছে। মানে মানুষকে ক্ষুধায় মারা। এই ঘটনা এর আগেও তারা করেছে ২০১৩ সালে। আমি জানি না তাদের কোনো মতে কেউ থামাতে পারবেন কিনা। এই মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত তো করতে পারবে না।

বিএনপির রাজনীতির লক্ষ্য এবং আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, এই দেশে তারা কি রাজনীতি করে, তাদের দলটা কোথায়। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্ভাগ্য। যেখানে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সারা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, সেই সময় যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটায় এদেশের ভবিষ্যৎটা কি। সেটাই আমার প্রশ্ন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বলেন, জনগণের কাছে যাবে, জনগণ যাকে ভোট দেবে, সে ক্ষমতায় আসবে। ক্ষমতা আকড়ে ধরার তো কোনো চেষ্টা আমাদের নাই। আমরা যতক্ষণ ক্ষমতায় আছি দেশের উন্নতি করছি এবং দেশে যে উন্নতি হয়েছে এটাতো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আজকে বাংলাদেশটা বদলে গেছে।

তিনি বলেন, আমাদের তো হাওয়া ভবন নেই। কাউকে পাওনা দিয়ে ব্যবসা নিতে হয় না। ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারেন। অন্তত এইটুকু সুযোগ আমরা করে দিয়েছি। ২০২৬ সাল থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে।

এফবিসিসিআই এর সভাপতি মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে ২০২৩ সালের আগস্টে নির্বাচিত ২০২৩-২০২৫ মেয়াদের জন্য নতুন কমিটি এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এফবিসিসিআই জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি মো. আমিন হেলালী এবং তিন সহ-সভাপতি খায়রুল হুদা চপল, মোহাম্মদ আনোয়ার সাদাত সরকার ও যশোদা জীবন দেবনাথ নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

পরাজিত হন কুসিকের দুইবারের মেয়র মনিরুল হক সাক্কু।

সিলেটে শমসের মবিন চৌধুরী

আওয়ামী লীগের সঙ্গে তৃণমূল বিএনপি'র জোট গড়ার সম্ভাবনা

সিলেট, ১৩ ডিসেম্বর : এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে তৃণমূল বিএনপি'র কোনো জোট গড়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন দলের চেয়ারপারসন শমসের মবিন চৌধুরী। তিনি বলেছেন- আগামী ৭ই জানুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এবং এ নির্বাচনে জনগণ প্রতীক দেখে নয় যোগ্য ব্যক্তি দেখে ভোট দেবে। তিনি গতকাল সকালে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলা মুক্ত দিবস উপলক্ষে পৌর শহরে র‍্যালি ও আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় গোলাপগঞ্জ পৌর শহরের মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয় থেকে র‍্যালি আরম্ভ করে পৌর সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলোচনা সভায় মিলিত হয়। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ভূমি অভিজিৎ চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার নুরুল হক, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা ও সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিম আহমদ ফলিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আকমল আলী, সাবেক কমান্ডার আব্দুল মুতলিব, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জিল্লুর রহমান, কাউন্সিলর ফজলুল আলম। সাবেক কমান্ডার আলহাজ শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক গোলাম দস্তগীর খান ছামিনের পরিচালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের ফজলুর রহমান, আলেক আহমদ, শাহীন আহমদ, মঞ্জিল আহমদ প্রমুখ।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

ওয়ার্লড ফুটবল সামিট অ্যাওয়ার্ড পেলেন নোবেলজয়ী ড. ইউনূস

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : ক্রীড়াজগতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আজীবন কৃতিত্ব অর্জনের জন্য নোবেলজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ওয়ার্লড ফুটবল সামিট আজীবন কৃতিত্ব সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করেছে। গত ১১ই ডিসেম্বর ওয়ার্লড ফুটবল সামিট অসামান্য ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত গালা অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ বছরের সম্মাননাগুলো প্রদান করা হচ্ছে চারজন অসামান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যাদের প্রত্যেকেই ফুটবল জগতের ভেতরে ও বাইরে দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রভাবশালী অবদান রেখে চলেছেন। প্রথম সম্মাননাটি প্রদান করা হয় প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে।

মঙ্গলবার ইউনূস সেন্টার থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলা হয়েছে, ওয়ার্লড ফুটবল সামিট (ডব্লিউ) বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বৃহত্তম ক্রীড়া প্ল্যাটফর্ম যা খেলাধুলায় সুযোগ তৈরি করতে এবং ক্রীড়াজগতে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে বিশ্বখ্যাত পেশাদারদের সম্মিলিত করে থাকে। এই প্ল্যাটফর্ম ক্রীড়াজগতের নেতৃবৃন্দকে সংযুক্ত করে যারা ব্যবসা এবং মূল্যবোধ উভয় ক্ষেত্রেই ক্রীড়াশিল্পের বিবর্তনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য নিজেদের জ্ঞান ও আইডিয়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে শেয়ার করেন। ডব্লিউ-এর নেতারা আমাদের কল্পনার ফুটবলকে মানুষের সত্যিকার প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। পেশাদার ফুটবলারদের এই বিশ্বব্যাপী কমিউনিটি একটি আরও টেকসই ও সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবল জগৎ গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী, অলিম্পিক লরেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত প্রফেসর ইউনূস সামাজিক উন্নয়নের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব। ওয়ার্লড ফুটবল সামিট তার অসাধারণ জীবনকালের বিভিন্ন কৃতিত্বকে সামনে তুলে ধরে যিনি একই সঙ্গে নোবেল শান্তি পুরস্কার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম এবং ইউনাইটেড স্টেটস কংগ্রেশনাল গোলড মেডেল প্রাপ্ত বিশ্বের সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তির অন্যতম।

অসামান্য ব্যক্তিদের স্বীকৃতি দেয়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত

এই গালা অনুষ্ঠানে প্রফেসর ইউনূস ও তার অসামান্য সব সামাজিক অবদানের কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় খেলাধুলা ও সামাজিক ব্যবসার শক্তি ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাওয়া প্রতিষ্ঠান ইউনূস স্পোর্টস হাব প্রতিষ্ঠার জন্য তার অবদানকে এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত করা হয়।

২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইউনূস স্পোর্টস হাব সামাজিক ব্যবসার নীতির ভিত্তিতে সামাজিক ও পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনুঘটক হিসেবে খেলাধুলার শক্তিকে ব্যবহার করে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ক্ষমতায়নের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিশ্ব ফুটবল সম্মেলনে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রদত্ত এই সম্মাননা কেবল পৃথিবীকে আরও সুন্দর ও বসবাসযোগ্য করে তুলতে তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মনিবেদনের স্বীকৃতিই শুধু দেয়নি, বরং খেলাধুলার দিগন্তকে আরও প্রসারিত করতে তার নিরলস প্রচেষ্টাকেও একইভাবে সম্মানিত করেছে।

প্রফেসর ইউনূসকে প্রদত্ত সম্মাননায় উল্লেখ করা হয়, 'প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস একজন অসাধারণ এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব যিনি সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে এবং কমিউনিটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে তার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন।' অনুষ্ঠানে তার নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে শুরু করে অলিম্পিক লরেল এবং ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণের লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য তার অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারের জন্যই শুধু নয়, বিশ্বমানবতার কল্যাণে তার বিভিন্ন অবদানের কথাও তুলে ধরা হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জলবায়ু সংকটের অবসান ঘটাতে খেলাধুলা এবং সামাজিক ব্যবসার শক্তিকে সম্মিলিত করতে ইউনূস স্পোর্টস হাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অসাধারণ দূরদৃষ্টি।

সম্মাননা গ্রহণকালে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'বিশ্ব ফুটবল সামিট থেকে প্রদত্ত এই সম্মাননায় আমি সত্যিই গর্বিত।

আমরা যখন খেলাধুলা উদ্‌যাপন করি, আসুন আমরা খেলাধুলার মাধ্যমে এর ইতিবাচক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়ার পাশাপাশি মানুষ হিসেবে আমাদের নিজস্ব সম্ভাবনাকেও আমরা যেন চিনতে পারি তা ব্যক্তিগতভাবে হোক বা সম্মিলিতভাবে হোক যাতে মানুষের জীবনে অর্থবহ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। খেলাধুলা ও তারুণ্য পরস্পর সমার্থক যা স্বপ্ন অর্জনের প্রতিশ্রুতি সৃষ্টি করে। খেলাধুলা তারুণ্যের অব্যবহৃত সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের জন্য নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।'

তিনি আরও বলেন, 'আসুন আমরা খেলাধুলার সার্বজনীন ভাষা এবং সামাজিক ব্যবসার বাস্তব শক্তিকে এমন একটি ভবিষ্যৎ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করি যেখানে খেলাধুলা শুধুমাত্র বিনোদন হিসেবেই নয় বরং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সম্পদকেন্দ্রিকরণ এবং বেকারত্ব মুক্ত একটি নতুন পৃথিবী তৈরি করতে তা নিজেকে উৎসর্গ করে। এবং যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আসুন, আমরা আনন্দের সঙ্গে এটি করি!'

সম্মাননাপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন- পেশাদার ফুটবলার এবং চিকিৎসক ডা. নাদিয়া নাদিম যাকে তার বিভিন্ন অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া খেলাধুলার মাধ্যমে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিশুদের ক্ষমতায়নকারী দাতব্য সংস্থা চঅঈউঝ-কে পুরস্কার প্রদান করা হয় যা প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি হেলেন আলুজাইজি গ্রহণ করেন এবং ফুটবল ফেডারেশনের উদ্ভাবনের জন্য এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) কে সম্মাননা দেয়া হয় যা গ্রহণ করেন এএফসি মহাসচিব দাতুক সেরি উইন্ডসর জন।

কঠিন হয়ে গেল সিলেট-৩ আসনের নির্বাচনের হিসাব

সিলেট, ১৩ ডিসেম্বর : আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন সিলেট-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. এহতেশামুল হক চৌধুরী দুলাল। গতকাল নির্বাচন কমিশন থেকে তাকে বৈধ প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এতে কঠিন হয়ে গেল সিলেট-৩ আসনের ভোটের হিসাব। এ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বর্তমান এমপি হাবিবুর রহমান। তিনি ২০২১ সালে উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে এমপি হয়েছেন। নৌকা প্রতীকে এবার দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচন করছেন। উপনির্বাচনেও নৌকা চেয়েছিলেন ডা. দুলাল। কিন্তু দল থেকে মনোনয়ন পাননি। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে ছিলেন। কিন্তু সিলেটের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বাছাইয়ে তার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেন।

পরে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন ডা. দুলাল। গতকাল ইসি থেকে তিনি প্রার্থিতা ফিরে পান।

প্রার্থিতা ফিরে পেয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন- 'আমি সিলেট-৩ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলাম। কিন্তু দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় এবং দল থেকে যখন জানানো হয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা উন্মুক্ত তখন আমি নির্বাচন করার ঘোষণা দিই ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই মনোনয়নপত্র জমা দিই। কিন্তু এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সঠিক নয় বলে পারস্পরিক যোগসাজশে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় সংসদ সদস্য

আমার বিরুদ্ধে এখানে একটি প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিল। কিন্তু আপিল শুনানিতে নির্বাচন কমিশন আমার মনোনয়নপত্রের বৈধতা দিয়েছেন।' মাঠে অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে, দলীয় প্রার্থী রয়েছে, শেষপর্যন্ত নির্বাচনে থাকবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি শেষপর্যন্ত অবশ্যই নির্বাচনে থাকবো, তবে দল যদি কোনো নির্দেশনা দেয় তা মেনে নেবো।'

ডা. এহতেশামুল বলেন, 'কোনো মার্কা বা কোনো প্রার্থী আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তা নিয়ে আমি কোনো চাপে নেই। আমার কাছে কোনো প্রার্থী বা কোনো মার্কা বিবেচ্য নয়। আমার বিবেচ্য হচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে থাকা। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমি যে মার্কাই পাই না কেন, নির্বাচনে থাকবো।

	DATES	HOTEL	ROOM PRICES
OCTOBER	DEPARTURE 18 OCT 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 28 OCT 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,480 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,535 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,640 PER PERSON
DECEMBER	DEPARTURE 21 DEC 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 30 DEC 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ROYAL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,730 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,795 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,940 PER PERSON
FEBUARY	DEPARTURE 8 FEB 23 SAUDI AIRLINES DIRECT FLIGHT RETURN 17 FEB 23 SAUDI AIRLINES FROM MADINA	MAKKAH ANJUM HOTEL (5 STAR) BREAKFAST INCLUDED MEDINA EMAAR ELITE (4 STAR) BREAKFAST INCLUDED	4 PAX SHARING ROOM £1,520 PER PERSON 3 PAX SHARING ROOM £1,565 PER PERSON 2 PAX SHARING ROOM £1,685 PER PERSON

THESE PACKAGES INCLUDE: TICKETS, VISA, HOTELS IN MAKKAH & MADINA, FULL TRANSPORT INCLUDING ZIARAH

ZAMZAM TRAVELS
388 GREEN STREET LONDON E13 9AP
TEL: 02084701155 MOB: 07984714885 EMAIL: MAIL@ZAMZAMTRAVELS.COM

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে
মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION
Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:
মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)
চেয়ারম্যান : মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকে
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল, জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মহিলা মাদ্রাসা, লয়া লম্বাহাটি-ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ
(সাবেক) ইমাম ও খতীম - লাইম হাউস জামে মসজিদ, লন্ডন

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

ফোন: 07484 639 461/ 07949 872 154 Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH
ST42

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর হওয়ার আহবান রাষ্ট্রপতির

দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। শনিবার আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আয়োজিত এক আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেছেন, দুর্নীতিবাজরা যে দলেরই হোক, দুর্নীতি করলে তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এজন্য দুদককে তিনি আরও কৌশলী, প্রশিক্ষিত ও প্রযুক্তিনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনগণের কাছে দুদকের জবাবদিহি থাকা উচিত বলেও মত দেন তিনি। একই দিবস উপলক্ষ্যে পৃথক এক অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি। বস্তুত দেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার বিকল্প নেই। আলোচনা বা আহ্বানের মধ্যে তা শুধু সীমাবদ্ধ থাকবে না; বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেই প্রত্যাশা।

দেশে দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন রয়েছে; কিন্তু এর প্রয়োগ খুবই কম। দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত, সত্যিকার অর্থে তারা বিচারের আওতায় আসে না। দুদক কিছুটা কাজ করলেও তা সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ বলে অনেকের অভিযোগ। এক্ষেত্রে শুধু চুনোপুঁটিদের ধরা হলেও রাঘববোয়ালরা বিচারের বাইরেই থেকে যায়। ফলে দুর্নীতি প্রতিরোধ হচ্ছে না প্রত্যাশা অনুযায়ী। পাশাপাশি দুর্নীতির তথ্য প্রকাশেও চাপ রয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষের হয়রানির শিকার হওয়ার নজিরও রয়েছে। অবশ্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দুর্নীতি রোধে কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে, তবে তা নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে আসেনি। উল্লেখ্য, আজ যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় শুরু হওয়া জাতিসংঘের পাঁচ দিনব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে বাংলাদেশও অংশ নিচ্ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুর্নীতিবিরোধী এ সম্মেলনে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশও ভূমিকা রাখবে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, দুর্নীতি শুধু বাংলাদেশের নয়, এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। পৃথিবীর কোনো দেশই এর কুপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তবে অনেক দেশই কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলন থেকে তাদের সেই অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে বাংলাদেশ। মনে রাখতে হবে, দুর্নীতি সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে,

পদে বহাল থাকাকালীন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে নানা প্রশ্ন

ইকতেদার আহমেদ

আমাদের আইনসভা 'জাতীয় সংসদ' নামে অভিহিত। জাতীয় সংসদ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য এবং সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৫০ মহিলা সদস্য, সর্বমোট ৩৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। জাতীয় সংসদের সদস্যদের বলা হয় সংসদ সদস্য।

রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এককভাবে সংসদের ওপর ন্যস্ত। তবে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন প্রভৃতি প্রণয়ন বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতার্পণ সংবিধান স্বীকৃত।

একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে যেসব যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে তা হলো- তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স ২৫ বছর পূর্ণ হতে হবে। উপরোক্ত দু'টি যোগ্যতার পাশাপাশি একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদ সদস্য হিসেবে থাকার যোগ্য হবেন না যদি- ক. কোনো উপযুক্ত আদালত তাকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা করেন; খ. তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর দায় থেকে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন; গ. তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; ঘ. তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অনূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে; ঙ. তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন যেকোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন; চ. আইনের দ্বারা পদধারীকে অযোগ্য ঘোষণা করছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন অথবা ছ. তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন কোনোরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন।

সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (৩) এ বলা হয়েছে- এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হওয়ার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না। বিষয়টির আক্ষরিক অর্থ হলো- উপরোক্ত পদধারীরা প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও এ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তারা প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন বলে গণ্য হবেন না। অর্থাৎ এসব পদধারীকে পদে বহাল থাকাবস্থায় সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন বা সংসদের কোনো সদস্য পদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্য করা হয়েছে।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা হলে ৬৬ অনুচ্ছেদের উপদফা (চ) ও দফা (৩) অবলুপ্ত করা হয়। অতঃপর পঞ্চম সংশোধনী প্রণয়নকালে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা বহাল রাখা হলেও ৬৬ অনুচ্ছেদের উপদফা (চ) ও দফা (৩) পুনঃ '৭২-এর সংবিধানে যেরূপ ছিল সে অবস্থায় ফিরিয়ে এনে উপদফা (চ) ও দফা (৩) এর পরিবর্তে উপদফা (ঘঘ) ও দফা (২ক) হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করে (২ক) দফায় প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী এ দু'টি পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বিপথগামী সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা নিহত হওয়ার পর তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার নির্বাচন অনুষ্ঠান সাপেক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকাকালীন রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট মামলা দায়েরপূর্বক তার উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সে সময় সংসদে ক্ষমতাসীন বিএনপির দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার সুবাদে সংবিধানে ষষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (২ক) তে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদ অন্তর্ভুক্তকরত প্রশ্নটির সুরাহা করা হয়।

উল্লেখ্য, একজন রাষ্ট্রপতিকে অন্যান্য যোগ্যতার পাশাপাশি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হয়। পরবর্তীতে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃসংসদীয় সরকারব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তন করা হলে দফা (২ক) থেকে উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রী পদ দু'টি বিলুপ্ত করা হয়। অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী প্রণয়নকালে পুনঃ (ঘঘ) উপদফা ও দফা (২ক) কে উপদফা (চ) ও দফা (৩) এ স্থলাভিষিক্ত করে (৩) দফায় স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার এ দু'টি পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদ ৬৬ এর দফা (৩) এ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পদদ্বয় অন্তর্ভুক্ত করায় এ বিষয়টি বর্তমানে স্বীকৃত যে, উভয় পদ প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ। উভয় পদের প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ হিসেবে স্বীকৃতি নতুনভাবে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, আগে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে বহাল থাকাকালীন যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হয়েছিলেন তাদের সে অংশগ্রহণ বৈধ ছিল কি না এবং সংসদ সদস্য হিসেবে তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ও বেতন-ভাতা গ্রহণ করেছেন তার বৈধতা কতটুকু? আর অবৈধ হয়ে থাকলে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত প্রদান আবশ্যক নয় কি?

আমাদের সংবিধানের কোথাও লাভজনক পদের ব্যাখ্যা দেয়া না হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে ২০০৮ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধনী আনয়নকরত অনুচ্ছেদ ১২ তে লাভজনক পদ বিষয়ে বলা হয় 'লাভজনক' পদ অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারি ৫০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব শেয়ার রয়েছে এরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে সার্বক্ষণিক বেতনভুক্ত পদ বা অবস্থান।

স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন-২০০৯; স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন-২০০৯-এ লাভজনক পদের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এর অনুরূপ। কিন্তু স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ-২০০৮-এর লাভজনক পদের ব্যাখ্যায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এখানে বলা হয়েছে 'লাভজনক' পদ অর্থ প্রজাতন্ত্র কিংবা সরকারি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কিংবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বেতন, সম্মানী কিংবা আর্থিক বা অন্য কোনোভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত লাভজনক পদ বা অবস্থান। স্পষ্টত শেষোক্ত ব্যাখ্যায় বেতন ছাড়া সম্মানী বা আর্থিক অথবা অন্য কোনোভাবে সুবিধাপ্রাপ্তিকে লাভজনক বলা হয়েছে। যদিও সাধারণ অর্থে প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ বলতে এমন সব পদধারীদের বুঝায় যারা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা ও সম্মানী গ্রহণ করে থাকেন। এ অর্থে সব গণকর্মচারী প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত মর্মে গণ্য। উল্লেখ্য যে, আমাদের সংসদ সদস্যরা ভ্রমণভাতা, আবাসন সুবিধা, করমুক্ত গাড়ি আমদানির সুযোগ প্রভৃতি ছাড়াও প্রতি মাসে অন্য যেসব বেতন-ভাতা ও সম্মানী পেয়ে থাকেন তার পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।

আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্ম' অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকারসংক্রান্ত যেকোনো কর্ম, চাকরি বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলে ঘোষিত হতে পারে, এরূপ অন্য কোনো কর্ম। অপরদিকে 'সরকারি কর্মচারী' অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তি। সংবিধানে উল্লিখিত সরকারি কর্মচারীকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে পাবলিক অফিসার. সংবিধানে উল্লিখিত পাবলিক অফিসার এবং দণ্ডবিধির ২১ ধারায় উল্লিখিত পাবলিক সার্ভেন্ট একটি অপরটির সমার্থক কি না সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত পাবলিক সার্ভেন্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দণ্ডবিধিতে অপরাধ হিসেবে উল্লিখিত উৎকোচ গ্রহণ, অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ এবং অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের জন্য একজন সরকারি কর্মচারীর মতো স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের অপরাধ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-১৯৪৭, ফৌজদারি সংশোধন আইন-১৯৫৮ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪ সহ দণ্ডবিধির অধীন শাস্তিযোগ্য হওয়ায় স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে নির্বাচিত ব্যক্তিদের পাবলিক সার্ভেন্ট অর্থাৎ গণকর্মচারীবহির্ভূত বিবেচনার অবকাশ আছে কি না সে প্রশ্নটি এসে যায়।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে মূল '৭২-এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৩(৩) (ক) এবং (খ)-তে বর্ণিত বিধানাবলি পুনঃপ্রবর্তন করে বলা হয় (৩) সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (ক) মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে, ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে এবং (খ) মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১২৩(৩) অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনয়নকরত বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল যে, মেয়াদ অবসানের কারণে অথবা মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যাওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বর্তমান দশম সংসদে যাদের অবস্থান সংসদ সদস্য হিসেবে তারা সংবিধানের ১২৩(৩) (ক) এ বর্ণিত বিধানের আলোকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ বিষয়ে অযোগ্য প্রতীয়মান হয়। সে ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য করতে হলে ৬৬ অনুচ্ছেদের (৩) উপদফায় অপরাপর পদধারীদের সাথে তাদের অন্তর্ভুক্তকরত সংশোধনী আনয়ন আবশ্যক।

দশম ও একাদশ সংসদ নির্বাচন সংসদ বহাল থাকাবস্থায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে নবম ও দশম সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তিরা পদে বহাল থাকাকালীন অবস্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন- এ যুক্তিতে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষের অনেকে বলতে চান, বিষয়টি নজির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ নেই। কিন্তু এ বিষয়ে এ দেশের সচেতন জনমানুষসহ বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদদের অভিমত দশম সংসদ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত ৩০০টি আসনের ১৫৩টি আসনের প্রার্থী বিনা-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায় এবং অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনে ভোটার উপস্থিতি পাঁচ শতাংশের নিচে হওয়ায় এটিকে কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হিসেবে আখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এ নির্বাচনটিও দশম সংসদের মতো ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে এমন প্রতিশ্রুতির অবতারণায় দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে নির্বাচনটিতে অংশগ্রহণে প্রলুব্ধ করা হয়। এ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক ভোটগ্রহণের আগে মধ্যরাতে সংবিধান ও নির্বাচনী আইনের চরম লঙ্ঘন এবং অবজ্ঞা ও উপেক্ষায় প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় ব্যালট বাক্স পূর্ণ করে এক নজিরবিহীন বিভীষিকাময় ও কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটানো হয়। বিষয়টি দেশের সাধারণ জনমানুষসহ আন্তর্জাতিক মহল সম্যক অবহিত।

অতীতে দু'বার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে উপরাষ্ট্রপতি এবং স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পদসমূহ যে প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ সে প্রশ্নের মীমাংসা করা হয়েছে। সংবিধান ও অপরাপর আনুষঙ্গিক আইনগুলোর বিধানাবলি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়; সংসদ সদস্যের পদ প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদ। তাই সংসদ সদস্যরা সংবিধানের বর্তমান বিধানাবলির আলোকে স্বপদে বহাল থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সাংবিধানিক ও আইনগত প্রশ্ন ব্যতীত অন্য যেসব প্রশ্ন দেখা দেবে তা হলো- প্রথমত, বিদ্যমান সংসদ সদস্য নির্বাচনে বিজয়ী হতে না পারলে দেখা যাবে একই সময়ে একই আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য দুজন; দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে সরকার গঠনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে তারা নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন কি না সে বিষয়ে অনেকের আশঙ্কা রয়েছে; তৃতীয়ত, নির্বাচনে পরাভূত ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনের ফল গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে কিভাবে এর সুরাহা করা হবে; চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যেকোনো বিবদমান পরিস্থিতিতে তার পক্ষে ক্ষমতাসীনদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ কতটুকু সম্ভব; পঞ্চমত, ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশন যে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবে সে নিশ্চয়তা কোথায়; ষষ্ঠত, ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োগপ্রাপ্ত বিভিন্ন বাহিনী প্রধান এবং মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ তত্ত্বাবধায়ক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা কিরূপে নিশ্চিত করা হবে; সপ্তমত, মন্ত্রিসভার যেসব সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কী কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে তাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে এবং কী পদ্ধতি অবলম্বনে বড় দু'টি দলসহ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী অপরাপর দলের জন্য সমসুযোগ সম্বলিত মাঠের ব্যবস্থা করা হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না উপরোক্ত জটিলতাসমূহ নিরসন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হলে তা একদিকে যেমন সর্বজনীনভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে না, অপরদিকে বিদ্যমান সংসদ সদস্যদের সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার পথ রুদ্ধ হবে।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষক

আইন কী বলে

আসামি না পেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যকে গ্রেপ্তার

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর : বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় আসামিকে না পেয়ে তার পরিবারের অন্য সদস্যদের ধরে নেয়ার অভিযোগ আসছে বেশ কিছুদিন ধরে। গত এক মাসে বহু স্বজনের কাছ থেকে এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমন অনেক ঘটনার খবরও গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। আসামিকে না পেয়ে পরিবারের অন্য সদস্যকে আটকের এসব ঘটনাকে মানবাধিকারকর্মী ও আইনজ্ঞরা আইনবিরোধী কাজ এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে মনে করছেন। তারা দ্রুত এমন কর্মকাণ্ড বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ৪ঠা নভেম্বর একাধিক জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, কিশোরগঞ্জ পৌর বিএনপি'র সভাপতি আমিনুল ইসলাম আশফাককে আটক করতে এসে তাকে না পেয়ে তার নিরপরাধ যমজ দুই ছেলে শহীদুল ইসলাম অনিক ও মাকসুদুল ইসলাম আবিরকে আটকের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। কিশোরগঞ্জ শহরের শোলাকিয়া এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে। পৌর বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম আশফাকের স্ত্রী নাজমা ইসলাম বলেন, আমাদের ছেলে মাকসুদুল ইসলাম আবির অনার্সে পড়ে, আর শহীদুল ইসলাম অনিক এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। ওরা কেউই কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। পুলিশ বাসায় এসে তাদের বাবাকে আটক করতে না পেরে কোমলমতি শিক্ষার্থী সন্তানদের নিয়ে যায়। তবে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ দাউদ দাবি করেন, হরতাল ও অবরোধের সময় হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আমিনুল ইসলাম আশফাকের দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অবরোধ কর্মসূচিতে হামলা-ভাঙচুরের মামলায় তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে গত বুধবার দুপুরে আদালতে সোপর্দ করা হয়। আদালত তাদের কিশোরগঞ্জ কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বলেও জানিয়েছেন ওসি।

লন্ডনে খেলাফত মজলিসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সমাবেশ

ভাগাভাগির নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ১০ ডিসেম্বর রবিবার লন্ডন মহানগর শাখা পূর্ব লন্ডনের আল খায়ের কনফারেন্স হলে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এতে লন্ডন মহানগর শাখার সভাপতি মাওলানা মুসলেহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে ও সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি শায়খ মাওলানা ছালেহ আহমদ হামিদী, সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,সহসভাপতি শায়খ মাওলানা নাজিম উদ্দিন। প্রধান বক্তার বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদ।

অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন লন্ডন মহানগর শাখার সহ সভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহসভাপতি মাওলানা শামছুল হুদা, সহসভাপতি আলহাজ্ব কবি সৈয়দ রফিকুল হক,সহসাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাছুম আহমদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাহবুবুল আলম, প্রচার সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আহবাবুর রহমান,বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা শরিফ আহমদ, সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুছা আহমদ চৌধুরী,সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, নির্বাহী সদস্য মাওলানা নাঈম উদ্দিন প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার একতরফা নির্বাচন করে আবারও ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘোষিত তফসিল ঘৃণার সাথে প্রত্যাখান করে নির্বাচনকে বর্জন করেছে। আওয়ামীলীগ সরকার নিজেদের তল্পিবাহক কিছু রাজনৈতিক দলের মধ্যে আসন সমঝোতা করে নির্বাচনের নামে আর একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। দেশের জনগণ ভাগাভাগির এই নির্বাচন প্রত্যাখান করবে। তারা আরো বলেন, ভোটের অধিকার আদায়ে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজপথে নেমে এসে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সর্বশক্তি দিয়ে একতরফা নির্বাচন প্রতিহত করতে হবে।

সমাবেশে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব শায়খুল হাদীস মাওলানা মামুনুল হক সহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেন, জেল জুলুম ও নির্যাতন করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। অবিলম্বে শায়খুল হাদীস মাওলানা মামুনুল হক সহ কারাবন্দি সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

আপাসেনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ‘ডিসএবিলিটি ডে’ পালিত

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ : আপাসেনের উদ্যোগে ইন্টারন্যাশনাল ডে অব পারসনস উইথ ডিসএবিলিটি পালন অনুষ্ঠানে ২৫ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আপাসেনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পূর্ব লণ্ডনের অট্রিয়াম হলে বিশেষ এই দিনটি নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে আপাসেনের শিক্ষার্থী ছাড়াও ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্কের অন্তর্ভূক্ত ১৬টি সংগঠন ও সরকারি বেশ কয়েকটি সংস্থা অংশ নেয়।

বিশেষ এই উদযাপনের অংশ হিসেবে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মক্ষেত্রে অনবদ্য

অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২৫ জনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আপাসেনের প্রধান নির্বাহী মাহমুদ হাসান এমবিই, রয়াল লণ্ডন ও মাইলএণ্ড হাসপাতাল সমূহের নার্সিং এণ্ড গভর্নেন্স ডাইরেক্টর সুমিনথ্রা নাইডু, আপাসেনের চিফ স, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পাবলিক হেলথ প্রোগ্রাম অপারেটিং অফিসার মার্ক ফৌ ম্যানেজার কেভিন সিয়াউ, আপাসেন চেয়ারম্যান আমির হোসেন এবং সংস্থাটির ডে কেয়ার সার্ভিস প্রধান হাবিবুর রহমান কবির।

উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে ৩রা ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক ডিসএবিলিটি ডে উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই আপাসেন শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ম্যাজিক শো, প্যারা কার্নিভ্যাল, র‍্যাফেল ড্র ছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডসের নতুন কমিটিকে সংবর্ধনা দিয়েছে শরীফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ : শরিফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের পক্ষ থেকে গত ১৩ নভেম্বর সোমবার গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের নব নির্বাচিত কমিটিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

পূর্ব লণ্ডনের চিলড্রেন এডুকেশন সেন্টারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শরীফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মুহিবুল হক। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এম এম নাছির উদ্দিনের পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ওয়াহিদুর রহমান।

গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের নব-নির্বাচিত কমিটির সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র এবং গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাউন্সিলর আ ম অহিদ আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের চেয়ারম্যান আনোয়ার শাহজাহান।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মো. তাজুল ইসলাম, গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের জেনারেল সেক্রেটারি তারিক রহমান ছানু, গোলাপগঞ্জ কমিউনিটি ট্রাস্ট ইউকে প্রধান উপদেষ্টা, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম জাহিদী ক্যারল, গোলাপগঞ্জ উপজেলা সোশ্যাল ট্রাস্ট ইউকের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, সোশ্যাল ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকারিয়া, জয়েন সেক্রেটারি রায়হান উদ্দিন, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি হাবিবুর রহমান, স্পোর্টস সেক্রেটারি কবির আহমদ, ইসি মেম্বার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন প্রমুখ।

সভায় শরিফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা মুজিবুর রহমান, আক্তার হোসেন বাবুল এবং ফয়েজ আহমদ, সহ সভাপতি বজলুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান সাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সুহেল আহমদ, দফতর সম্পাদক মো. ওয়াহিদুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক কামাল আহমদ, নির্বাহী সদস্য আতিকুর রহমান, আব্দুল্লা আল মামুন, মো. খায়রুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় সংবর্ধিত গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের নব-নির্বাচিত কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি ইমদাদ হোসেন টিপু, সাধারণ সম্পাদক মাসুক আহমদ, কোষাধ্যক্ষ মিকাইল আহমদ চৌধুরী, সাব্বির আহমদ সাহেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আফসারুল ইসলাম আফসর, দেলোয়ার হোসেন, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জহিরুল ইসলাম সামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারি আলী হোসেন, ইসি মেম্বার আমির হোসেন ও সুহেল আহমদ।

সভায় শরীফগঞ্জ ইউনিয়নের সদ্য প্রয়াত সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মুছাব্বির এবং সাবেক চেয়ারম্যান মাস্টার রেহান উদ্দিন ও মেহেরপুর আলিয়া মাদরাসার সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুর রকিব পাখি মহোদয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে মোনাজাত পরিচালনা করেন শরিফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মুহিবুল হক।

সভায় গোলাপগঞ্জ হেলপিং হ্যাণ্ডস ইউকের নব-নির্বাচিত কমিটিকে সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ এবং আহবান জানানো হয়। সভা শেষে শরিফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের সাধারণ সভায় নতুন কার্যকরি কমিটি গঠিত

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ : সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের কার্যকরি পরিষদের নতুন কমিটিতে আব্দুল আলী রউফ সভাপতি, মো. সিজিল মিয়া সাধারণ সম্পাদক এবং আব্দুস সালাম কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সভায় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সংগঠনের যৌথ সভা গত ৫ ডিসেম্বর পূর্ব লণ্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে কমিটির সদস্যরা অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আলী রউফের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. সিজিল মিয়ার পরিচালনায় সাধারণ সভায় ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি নূরুল হক লালা মিয়া, উপদেষ্টা মো. হরমুজ আলী, শফিকুল ইসলাম, মুহিব চৌধুরী, আজহারুল ইসলাম সিপার, জামাল হোসেন চৌধুরী, কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, নাজমুল হোসেন চৌধুরী, চান মিয়া, আব্দুল কাহার, তাহের কামালী, মাহমুদ আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার ফখরুল আলম চৌধুরী শামীম, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ তারেক আহমেদ, আবু শহিদ, আবলুছুর রহমান আকাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, পাবেল মিয়া, কামরুজ্জামান, আইন সম্পাদক, সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সোহাগ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, সৈয়দ সুমন আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আক্তার হোসেন চৌধুরী ছবি।

সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাবুল তালুকদার, সফিউল আলম বাবু, মোতালিব মিয়া, শরিফ উল্লা, আবুল কালাম চৌধুরী, সৈয়দ গোলাব আলী, সৈয়দ হিলাল সাইফ,

আমির উদ্দিন, সাজিদুর রহমান, সৈয়দ আশফাক আহমেদ, সাহিদুল হক, আশরাফুল হুদা, নজরুল ইসলাম, এনামুল হক প্রমুখ।

সভায় সংগঠনকে আরো গতিশীল করতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়ায়। বিশেষ করে লণ্ডনে সংগঠনের অভিষেক অনুষ্ঠান বাংলাদেশে গরীব অসহায় মানুষদের সহায়তায় স্থানীয় কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়।

সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের ২০২৩-২০২৬ মেয়াদের কার্যকরি কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি আব্দুল আলী রউফ, সাধারণ সম্পাদক মো. সিজিল মিয়া, কোষাধ্যক্ষ আব্দুস সালাম, সহসভাপতি আলতাফুর রহমান মোজাহিদ, মো. ইলিয়াছ মিয়া, নাজমুল হোসেন চৌধুরী, চান মিয়া, আব্দুল মান্নান, জাহান মিয়া,আব্দুল কাহার, আঙ্গুর আলী, ইসলাম উদ্দিন, তাহের কামালী, আশরাফুল ইসলাম, তারিফ আহমেদ, চন্দন মিয়া, মাহমুদ আলী, মমিন খান, হেলাল মিয়া, যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাকুজ্জামান খোকন, আব্দুল কাদির, সৈয়দ তারেক আহমেদ, সাইফুল আলম সুফিয়ান, ফয়সল মিয়া চৌধুরী, রফিক মিয়া, আবু শহিদ, আলী আহমেদ, আবলুছুর রহমান আকাশ, সহকোষাধ্যক্ষ ফারুক মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক: আলমগীর হোসেন, কামরুল ইসলাম, পাবেল মিয়া, শাহ কোরেশী শিপন, সুলেমান কবির ফুলু, কামরুজ্জামান, সাইদুর রহমান, মারুফুল হক সোহেল, কোহিনুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক: আনিসুর রহমান আনিস, দপ্তর সম্পাদক আবুল খায়ের, শিক্ষা সম্পাদক কামাল হোসেন, আইন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম চৌধুরী সোহাগ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দ সুমন আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আক্তার হোসেন চৌধুরী ছবি, ধর্ম সম্পাদক ক্বারী মুহিবুর রহমান শিপন, সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আফসর উদ্দিন, ক্রীড়া সম্পাদক আবু ছালিম।

কমিটির সদস্যবৃন্দ হচ্ছেন- ফখরুল আলম চৌধুরী শামীম, জামাল সৈয়দ নাসের, মাসুক ইবনে আনিস, আব্দুল আলী, এস এম সুজন, ফয়জুর রহমান, ইউছুফ কামালী, আরফিক আলী, হাফিজুর রহমান লাকু, মুরাদ মিয়া চৌধুরী, বাবুল তালুকদার, সফিউল আলম বাবু, মোতালিব মিয়া, হারুন অর রশিদ, শামীম চৌধুরী, শরিফ উল্লা, আবুল কালাম চৌধুরী, সৈয়দ গোলাব আলী, আব্দুস সহিদ, শাহিন বখত, সৈয়দ হিলাল সাইফ, মিল্লিক মিয়া চৌধুরী, সৈয়দ জামিল আহমেদ, আমির উদ্দিন, মুজিবুর রহমান হাসান, সাজিদুর রহমান, বুলন মিয়া, ফখরুল ইসলাম, সৈয়দ আশফাক আহমেদ, মুহিবুল হক চৌধুরী পাবেল, এনামুল হক, সৈয়দ আলফু মিয়া, মহি উদ্দিন জগনু, আতাউর রহমান বাদশা, আশরাফুল হুদা, সাহিদুল হক, আব্দুল ওয়াহিদ, রুবেল সরদার, মাসুক মিয়া, আফসর আলী বাবুল, সুশান্ত দাস প্রসান্ত, নজরুল ইসলাম, হুমায়ূন কবির, সফিক উল্লা ইকবাল, রায়হান করিম, মাহবুব হোসাইন, আনহার মিয়া।

সুনামগঞ্জ জেলা সমিতি ইউকের উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছেন নুরুল হক লালা মিয়া, মো. হরমুজ আলী, আশিক চৌধুরী, জামাল হোসেন চৌধুরী, এডভোকেট আবেদ আলী, আব্দুল মনাফ, মুহিব চৌধুরী, সফিকুল ইসলাম, আজহারুল ইসলাম শিপার, মল্লিক শাকুর ওয়াদুদ, ড. সামসুল হক চৌধুরী, সৈয়দ মাসুক আহমেদ ও মুজিবুল হক মনি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা আশরাফ আহমদ স্মরণে সভা ও দোয়া মাহফিল

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ : বার্মিংহামের বিশিষ্ট সাংবাদিক, কমিউনিটি নেতা ও সমাজসেবী আলহাজ্ব আশরাফ আহমদ স্মরণে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১১ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এই স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় । সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর

সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযাদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সলিসিটর ইয়াওর উদ্দিন, সাংবাদিক শরীফুল ইসলাম চৌধুরী, সাংবাদিক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক রেজাউল করিম মৃধা, সাংবাদিক আব্দুল হান্নান, সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, টিভি উপস্থাপক মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, সাংবাদিক জুবায়ের আহমদ, সাংবাদিক মাসুদুজ্জামান, সংগঠনের সদস্য শফিক মিয়া, কমিউনিটি নেতা আব্দুল মুকিত, আশরাফ গাজী, হাজী ফারুক মিয়া, শেখ ইস্তাব উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওত করেন মোঃ আনোয়ার হোসেন শাওন।

সভায় বক্তারা বলেন, মরহুম আশরাফ আহমদ একজন সাদা মনের মানুষ ছিলেন। কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সাথে ছিল তাঁর সুসম্পর্ক। তিনি সাংবাদিকতা ও সমাজসেবা বিনা স্বার্থে করে গেছেন। মসজিদ মাদ্রাসার খেদমত ও সমাজের কল্যানে তাঁর অবদান কেউ ভুলতে পারবেনা। বক্তারা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

সভায় দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক মণ্ডলীর সাবেক সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, বাংলাদেশ হারট ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এম এ মালেক ও লণ্ডনের দারুল উম্মাহ মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব মাওলানা আবু আহমদ হিফজুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ ও মাওলানা নুরুল হক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে কমিটির শোক

লণ্ডন, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ : ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় অধ্যাপক ডা. আব্দুল মালিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট, ইউকে কমিটি।

এক শোক বার্তায় নেতৃবৃন্দ বলেন, ডা. আব্দুল মালিক বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন একজন সফল চিকিৎসক, খ্যাতনামা শিক্ষক এবং সমাজসেবক। মানবহিতৈষী কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি নানাভাবে পুরস্কৃত এবং প্রশংসিত হয়েছেন। বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

শোক প্রকাশ করেছেন হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেট, ইউকে কমিটির আহমদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, এস আই আজাদ আলি, মিসবাহ জামাল, মনসুর আহমদ খান, ড. ওয়ালী তছর উদ্দিন এমবিই, মহিব চোধুরী, মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, মহিবুর রহমান মুহিব, আবদাল মিয়া, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, রুহি আহাদ, এনায়েত খান, মানিক মিয়া, শামিম লোদী, রবিন পাল, ওয়ারিছ আলী, আব্দুল

মালিক আজাদ, এম শামসুদ্দিন, জাহাঙ্গীর খান, জাহাঙ্গীর হক, দেলোয়ার হোসেন, শামসুল ইসলাম সেলিম, এম এ মতিন, এক্স কাউন্সিলর মোহাম্মদ সুলতান, তৈমুছ আলী, ওহিদ উদ্দিন, পলি রহমান, মোহাম্মদ তালেব আলী, আব্দুল মুকিত মুকতার, আবদুল হাকিম আজাদ।

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিক মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন।

গত বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বাদ জোহর উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) ডা. আব্দুল মালিকের জানাজা নামাজের পর সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কুচাই ইউনিয়নের পশ্চিমভাগ নোয়াগাঁও নিজ গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বাংলাদেশের হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃত ডা. আব্দুল মালিককে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

নর্থাম্পাটনে বিএন্ডএফ কার'র দ্বিতীয় শো-রুমের উদ্বোধন

এহসানুল ইসলাম চৌধুরী শামীম : একজন সফল ব্রিটিশ বাংলাদেশী মুহিউদ্দিন বোহাদ্দা চৌধুরী। তিনি ২০২১ সালে মাত্র ২৭ টি কার নিয়ে বিএন্ডএফ কার

নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেছিলেন লেস্টার শহরে। সেখানে সাফল্যের পর নর্থাম্পাটনে দ্বিতীয় শো-রুমের যাত্রা শুরু করা হয়েছে। ব্রিটেনে কাজের নিশ্চয়তা সহ ফ্রি ওয়ার্ক পারমিটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বিএন্ডএফ কর্পোরেট। তাদের মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থান তৈরী করা। বর্তমানে বি এন্ড এফ করপোরেট ১৪টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ব্রিটেনের বিভিন্ন শহরে।

বাঙালী কমিউনিটির চাহিদার কথা চিন্তা করে নর্থহ্যাম্পটনে বিএন্ডএফ কর্পোরেট কার ডিলার প্রতিষ্ঠান বি এন্ড এফ কার আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। গত ৩ ডিসেম্বর রোববার দুপুরে নর্থহ্যাম্পটনের কিন্সথপে বিএন্ডএফ কার এর এক্সক্লুসিভ শো-রুম উদ্বোধন করেন কাউন্সিলার এনামুল হক। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইমাম কারি মাওলানা হাফিজ আবু বকর।

বিএন্ডএফের আইটি এসোসিয়েট মাসুম সামজাদের উপস্থাপনায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সিইও মুহিউদ্দিন বোহাদ্দা চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কাউন্সিলর এনামুল হক, অপারেশনস ম্যানেজার মাহমুদুল হাসান, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আদমজী চৌধুরী ও বেলারি টেইলর ট্রাস্টের খোকন প্রমুখ।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ব্রিটিশ বাংলাদেশীদের কারের চাহিদা কথা মাথায় রেখে সেবা প্রদান করবে বিএন্ডএফ কার। এখান থেকে ওয়ারেন্টি, ফাইন্যান্স, আফটার সেল সার্ভিস এবং ৩ মাসের ফ্রী এমওটি প্রদান করছে বিএন্ডএফ কার। এখানে অনেকের কর্মসংস্থান হবে এবং নতুন শো-রুমের জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন আগ্রহীরা আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা শিক্ষার্থীদেরকে ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ দিবে বিএন্ডএফ কার। বিএন্ডএফ কর্পোরেট স্বপ্ন সারা ইংল্যান্ডে প্রতিটি শহরে তাদের একটি করে ব্রাঞ্চ থাকবে এবং বাংলাদেশি কমিউনিটি মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা।

লন্ডনে মিশরীয় দূতাবাসের বাইরে হিযবুত তাহরীরের বিক্ষোভ সমাবেশ

লন্ডনে মিশরীয় দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে হিযবুত তাহরীর। গত ২৫ নভেম্বর বিক্ষোভ সমাবেশটি হিযবুত তাহরীর ব্রিটেনের সদস্য তাজি মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন হিযবুত তাহরীরের ব্রিটেনের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ আবদুল ওয়াহিদ, সদস্য মাজহার খান, তাহা হানিফ এবং লোকমান মুকিম।

সমাবেশের প্রধান শিরোনাম ছিল-'হে মিসরের সেনাবাহিনী! ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে নিজেদের এবং ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসুন!'

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শাসকদের সমর্থনে জায়োনিস্টরা দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে বরকতময় ভূমি ফিলিস্তিনকে অবৈধভাবে

দখল করে রেখেছে। অগণিত পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক ফিলিস্তিনবাসীরা নির্মম নিপীড়ন, অবরোধ, অপহরণ এবং হত্যার শিকার হয়ে আসছেন।

বক্তারা মিসরের সেনাবাহিনীকে আমেরিকা ও তাদের এজেন্ট সিসির নির্দেশ উপেক্ষা করে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে এবং তাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের অত্যাচারী ইহুদিবাদী শাসকের আগ্রাসন থেকে উদ্ধার করতে আহবান জানান।

বক্তারা বলেন, আমরা বিশ্বের জনগণকে এই অঞ্চল থেকে সমস্ত পশ্চিমা সামরিক ক্ষমতা প্রত্যাহারের দাবি জানাতে এবং জায়োনিস্টদের সমস্ত আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করতে আহবান জানাই; শুধু তাই নয়, আশেপাশের সেসব মুসলিম শাসক যারা ইহুদীবাদীদের সবচেয়ে বড় রক্ষক তাদেরকেও প্রত্যাখ্যান করার জন্য আহ্বান জানাই।

মানবজাতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য এই অপরাধমূলক আগ্রাসন অবসানের সময় এসেছে। সময় এসেছে রাসুল (সাঃ)-এর নবুওয়্যাতের পথে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার, সময় এসেছে এই বরকতময় ভূমি ও সমগ্র বিশ্বে আরও একবার স্থায়ী শান্তি ও ন্যায়বিচার ফিরিয়ে আনার। এই বিক্ষোভ সমাবেশে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নারী-পুরুষ ও তরুন-তরুনীর উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে সমাবেশটি বিজয়ের জন্য সাহায্য ও সমগ্র ফিলিস্তিনের মুক্তি কামনা করে আল্লাহর কাছে দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
ক্রেডিট কার্ড বিল ও লোন পরিশোধ করতে পারছেন না?
Interest freeze + আপনার Total ঋণের up to ৭৫% মাফ করে ৬০ মাসে সহজ monthly payment এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Serving for last 8 years
Call: Mon - Sat : 10am - 8pm
(Please do not call from withheld number)
Ask for details
❐ আমরা ক্রেডিট ফাইল রিপেয়ার ও সংশোধন করে থাকি
❐ ক্রেডিট স্কোর Improve করতে সাহায্য করে থাকি,
❐ To get Credit Cards & Loan আমাদের সাহায্য নিন
❐ অতি অল্প সময়ে লোন ও ক্রেডিট কার্ডের জন্য আমাদের সাহায্য নিন
Mr Ali (T-mob) : 07950 417 360
Tel: 02081230430 Fax: 020 7806 0776
Email: debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
Please find us in you tube and Google by typing: e3 debt management
www.facebook.com/e3debtmanagement
www.sites.google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com
Tareq Chowdhury
Principal

WHITE HORSE
SOLICITORS & NOTARY PUBLIC
Tel: 020 7118 1778
Mob: 07919 485 316
96 White Horse Lane
London E1 4LR
Web: www.whitehorselaw.com
Fax: 020 7681 3223
Our services:
Immigration
• Family visit Visa
• Spouse visa, fiancée,
• British nationality
• Deportation and Removal matters
• Bail applications
• Asylum
• Human Rights
• Appeal & Judicial Review
• Application for regularising status &
• All EU Immigration matters.
• Plus most areas of law including Housing Disrepair
Specialist in Immigration Law
MD LIAQUAT SARKER (LLB Hons)
Email: liaquat.sarker@whitehorselaw.com
Principal
Solicitor: Muhammad Karim
Authorised & Regulated by the Solicitors Regulation Authority.

পানির নিচে ৩ মিনিটে ৩৮ জাদু দেখিয়ে রেকর্ড কিশোরীর

অনেকেরই ম্যাজিক বা জাদুর ব্যাপারে আগ্রহ থাকে ছোট থেকেই। বড় হয়ে মস্ত বড় ম্যাজিশিয়ান হবেন এমন স্বপ্নও দেখেন। চোখের পলকে কোনো বস্তুকে গায়েব করে দেওয়া মতো ঘটনা ম্যাজিকে নতুন কিছু নয়। জাদু দেখতেও পছন্দ করেন অনেকেই।

ম্যাজেশিয়ান হিসেবে ডেভিড কপারফিলডের নাম শোনেনি এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। জনপ্রিয় এই মার্কিন ম্যাজেশিয়ান জাদুর কৌশল প্রয়োগ করে একবার পুরো স্ট্যাচু অব লির্বাটিকে গায়েব করে দিয়েছিলেন। শুধু তিনি নন, জাদু দ্বারা কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে ভ্যানিশ করার কৃতিত্ব রয়েছে বাংলার পি সি সরকার জুনিয়রেরও।

তবে এবার পানিতে ডুব দিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন মার্কিন কিশোরী অ্যাভেরি এমারসন ফিসার। মাত্র ১৩ বছর বয়সে গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডসের খাতায় ওঠালেন নাম। সান ফ্রান্সিসকো শহরে পানিতে ডুব দিয়ে ৩৮টি জাদুবিদ্যা দেখাল। এজন্য সে সময় নিয়েছে মাত্র তিন মিনিট।

পানির নিচে ম্যাজিক দেখানোর একটি ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গেছে ডুবরির পোশাক পরে এবং নাকে অক্সিজেন নল লাগিয়ে পানির নিচে একের পর এক ম্যাজিক দেখিয়ে যাচ্ছে অ্যাভেরি।

ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়েছে ভাইরাল। লাইক করেছেন আট হাজারের বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী। সেই সঙ্গে এত কম বয়সে পানির নিচে অ্যাভেরির ম্যাজিকের প্রশংসাও করেছেন তারা।

পানির নিচে জাদুবিদ্যা দেখানোর কৃতিত্ব এই প্রথম নয়। অ্যাভেরির আগে এই কৃতিত্ব ছিল ব্রিটিশ ম্যাজেশিয়ান মার্টিন রিসের। ২০২০ সালে জলের নীচে টানা ২০টি জাদু দেখিয়ে গিনেস ওয়া রেকর্ডসে নাম তুলেছিল সে। করোনা মহামারির সময় পানির নিচে জাদু প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অ্যাভেরি। তবে তখন নানান কারণে সম্ভব না হলেও এবার মার্টিনের সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল।

ছোটবেলা থেকেই জাদুবিদ্যায় হাত পাকিয়েছে ১৩ বছরের মার্কিনি অ্যাভেরি এমারসন ফিসার। সেই সঙ্গে রপ্ত করেছিল সাঁতারও। সাঁতারে বেশ কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে সে। সাগরে ডুবরির পোশার পরে সাঁতার কেটেছে ৩০ বারের বেশি। জাদুর পাশাপাশি সাঁতারকে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করলো অ্যাভেরি। সূত্র: গিনেস ওয়ার্লড রেকর্ড

অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করেই আয় করেন কোটি টাকা

আয়ের নানান পথ বেছে নেন অনেকে। কেউ সৎ পথে কেউবা বেশি আয়ের জন্য অসৎ পথ বেছে নেন। তবে কিছু মানুষ আছেন যারা কঠোর পরিশ্রম না করে শুধু বুদ্ধি খাটিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন। যাদের অনেকের কথা আমরা জানতে পারি বিভিন্ন মাধ্যমে। আজ এমনই এক ব্যক্তির কথা জানাব যিনি অন্যের বিরুদ্ধে মামলা করেই কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন। আমেরিকান বাসিন্দা জোনাথন লি এখনো পর্যন্ত ২৬০০টি মামলা করেছেন। মামলাগুলোর মধ্যে একাধিক মামলায় জিতেছেন আর ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোটি কোটি টাকা আয় করেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি মামলা দায়ের করেছিলেন নিজের মায়ের নামে। অভিযোগ করেছিলেন তার প্রতি অবহেলা করেছেন মা। সেই মামলায় জিতেও যান, টাকাও পান মোটা অঙ্কের। মায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জোনাথন ২০ হাজার মার্কিন ডলার পান। মায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে জিতে যাওয়ার পরই মামলা দায়ের করে টাকা আয়ের দিকে ঝোঁকেন জোনাথন।

একের পর মামলা দায়েরের পর্ব চলতে থাকে। বাদ পড়েননি কেউ। জোনাথন মামলা দায়েরের জন্য বেছে নেন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন, পুলিশ অফিসার, প্রতিবেশী, হবু স্ত্রী, কোর্টের বিচারককেও। এমনকি জর্জ ডব্লিউ বুশের নামেও মামলা ঠুকেছেন জোনাথন।

৭ দিন কফিনবন্দি হয়ে কবরে কাটালেন তিনি

জীবন্ত কবরে ৭দিন কাটালেন জনপ্রিয় ইউটিউবার জিমি ডোনালডসন ওরফে 'মিস্টার বিস্ট'। আমেরিকার বাসিন্দা এই ইউটিউবার তার ইউটিউব ভিডিওর জন্য নানান ধরনের কর্মকা– করে থাকেন। এবার মাটির নিচে কফিনবন্দি হয়ে ৭ দিন কাটালেন তিনি।

এজন্য তাকে অনেক সুরক্ষা মানতে হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এই স্টান্টের আগে যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মিস্টার বিস্ট। যদিও তার কফিনের উপরে ২০ হাজার পাউন্ড মাটি ঢালা হয়েছিল, তবে কফিনের ভেতর ছিল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত।

এছাড়াও কফিনের ভেতর শুকনো ও পানীয় নিয়ে গিয়েছিলেন। যাতে করে এই স্টান্ট কোনো বিপর্যয় ডেকে না আনে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিস্টার বিস্টের সঙ্গে ছিল একটি ওয়াকিটকিও। সেটির মাধ্যমে তার সঙ্গে ৭ দিন ধরে যোগাযোগ রাখছিল উদ্ধারকারীরা। এছাড়াও কফিনে লাগানো ছিল ক্যামেরা ও রেকর্ডার।

বিস্টের ভিডিওটি বেশ ভাইরাল হয়েছে এরই মধ্যে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, নির্বিঘ্নে কফিনে সাতদিন কাটিয়েছেন বিস্ট। কোনো রকম অসুবিধার মুখে পড়তে হয়নি তাকে। ফলে বিরাট খুশি ইউটিউবে তার ২১২ মিলিয়ান ভক্তকুলও।

বিপজ্জনক স্টান্টের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় মিস্টার বিস্টের জনপ্রিয়তা আরও বেড়েছে বলেই জানা গিয়েছে। তবে এমন স্টান্ট দেখাতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণার মুখে পড়েছেন বলে জানিয়েছেন বিস্ট। পাশাপাশি কেউ যাতে একাজ না করেন সেই বিষয়েও সতর্ক করেছেন। সূত্র: এনডিটিভি

আগ্নেয়গিরি থেকে যে দ্বীপের সৃষ্টি

যারা কোরিয়ান নাটক বা সিনেমা দেখেন নিয়মিত, তাদের কাছে এই দ্বীপ খুবই পরিচিত। নাটক বা সিনেমার নায়ক-নায়িকার সঙ্গে এই দ্বীপ ঘুরে দেখেছেন বহুবার। হয়তো মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন কোনো একদিন এই অপরূপ সুন্দর দ্বীপটিকে দেখে আসবেন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কোন দ্বীপের কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার জেজু আইল্যান্ডের কথাই বলছিলাম।

২০১১ সালে ইউনেস্কোর সপ্তম আশ্চর্যের তালিকায় যুক্ত হয় দক্ষিণ কোরিয়ার অপরূপ সৌন্দর্যে ঘেরা পর্যটন দ্বীপ জেজু। এই দ্বীপে আছে হাল্লাসান পর্বতমালা, রংবেরঙের সামুদ্রিক মাছ আর বিশাল বনভূমি। এই হাল্লাসান পর্বতমালাই জেজুর প্রাণকেন্দ্র। এখানে নেই কৃত্রিমতার তেমন কোনো ছাপ। এ যেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের আঁধার।

এই দ্বীপের আয়তন ১৮৪৬ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১ হাজার ৯৫০ মিটার। জেজু দ্বীপটি গঠিত হয়েছে ৩৬০টি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে। ভূতত্ত্ববিদ জি.সি. রবার্টের মতে, ২ মিলিয়ন বছর পূর্বে আগ্নেয়গিরির লাভা জমে জমে এই দ্বীপ সবুজ শ্যামল রূপে এসেছে। তবে ঘন সবুজের মাঝে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দেখে বোঝার উপায় নেই এটি একসময় উত্তপ্ত ছিল।

পূর্বে এই দ্বীপকে ডাকা হতো জিজি ক্যাডা বলে। যার অর্থ আগ্নেয়গিরি। তবে ১৯৪৮ সালে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাম রাখা হয় জেজু দ্বীপ। দক্ষিণ কোরিয়ার নয়টি প্রদেশের একটি ছিল জেজু দ্বীপ। তবে ২০০৬ সালের ১ জুলাই এখানকার বাসিন্দারা গণভোটে রায় দিয়ে এই দ্বীপকে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে পরিণত করেছে।

হাল্লাসান পর্বত ও সাগরের যেই মেল বন্ধন সেটি উপভোগ করতে প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী

ভিড় করেন এই জেজু দ্বীপে। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রভেজা এই দ্বীপকে আচ্ছন্ন করে রাখে প্রবল বাতাস।

১৮৪৬ বর্গ কিলোমিটারের জেজু দ্বীপের আবহাওয়া দেশটির মূল ভূখ–ের আবহাওয়া থেকে ভিন্ন। রাজধানী সিউল যখন তীব্র শীতে কাঁপে, তখনো জেজুতে রৌদ্রে ঝলমলে দিন। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাস নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ধরে রাখে দীর্ঘসময়।ঘন সবুজ এই দ্বীপে গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে ঐতিহ্যবাহী পাথরের ভাস্কর্য। কোনো জায়গায় সমতল, তো কোথাও পাহাড়ি উচু-নিচু রাস্তা।

এখানের হাল্লাসন পর্বতে চড়া, ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো, সমুদ্রের তীরে বসে সূর্যাস্ত উপভোগ করা, পাহাড় বেয়ে পড়া ঝর্নার ধারায় আটকা পড়া কিংবা বরশি দিয়ে মাছ ধরা ভীষণ উপভোগ্য। এছাড়াও বছর জুড়ে সাঁতার প্রতিযোগিতা, বসন্তে চেরি উৎসব ইত্যাদি পালন করা হয়।

পর্যটন আকর্ষণের জন্য রয়েছে বিমানবন্দর, হোটেল , রিসোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ অনেক কিছু। আছে ইন্টারনেটের সুবিধা। তাই এসবের মাঝে সাগরের মাদকতা আর বাতাসের তীব্রতা পর্যটকদের মন কাড়ে সহজেই।

দর্শনার্থীর চাহিদা থাকায় রাজধানী সিউল থেকে কিছুক্ষণ পর পর ছাড়ে জেজু দ্বীপের ফ্লাইট। এখানের সৌন্দর্য উপভোগ করতে প্রতিদিন কী পরিমাণে ভ্রমণ পিপাসু এখানে আসেন তা হিসাবের বাইরে। শুধু যে ঘুরতে আসেন এমন নয়, নিয়মিত অনেক সিনেমা, নাটিকের শুটিং হয় এই জেজু আইল্যান্ডে।

পর্যটক আকর্ষণের জন্য আরও আছে প্রাকৃতিকভাবে লাভা দ্বারা সৃষ্ট ১৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মানজাং গুহা, যা খুবই রোমাঞ্চকর অনুভতি দেবে। আরও আছে জিওংবং জলপ্রপাত, জেজুর বিখ্যাত পাথরের মূর্তি সহ অনেক কিছু। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিকভাবে দক্ষিণ কোরিয়াকে সমৃদ্ধশালী করার পেছনে এই দ্বীপের অনেক অবদান। সূত্র: সিএনএন, ইউনেস্কো ও উইকিপিডিয়া

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাওলানা হুছামুদ্দীন চৌধুরীর বৈঠক

‘ফুলতলী হুজুরের’ এলাকায় নানা আলোচনা

সিলেট ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৫ (জকিগঞ্জ-কানাইঘাট) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী। স্থানীয়ভাবে জনপ্রিয় এই আলেম গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। এর পর থেকে তাঁদের সাক্ষাতের সংবাদ ও ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মঙ্গলবার রাত পৌনে আটটার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আনজুমানে আল ইসলাহের সভাপতি মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন

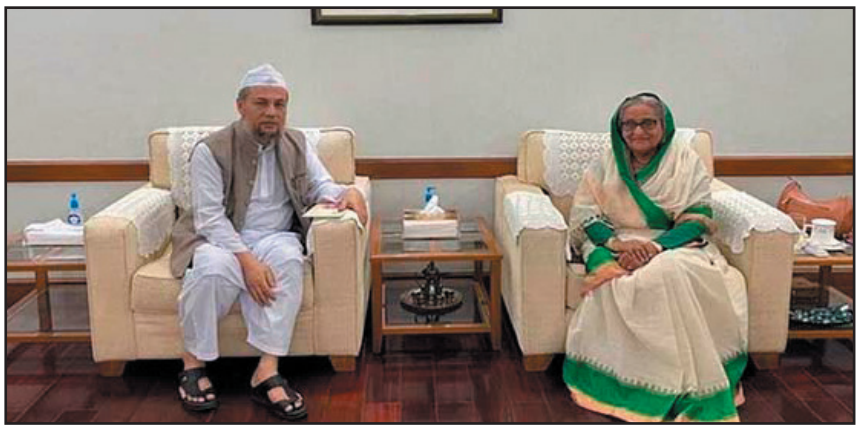

চৌধুরীর একান্ত বৈঠক শুরু হয়। চলে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। বৈঠকের পর থেকেই হুছামুদ্দীনের নির্বাচনী এলাকায় তাঁর অনুসারীরা বিষয়টিকে ‘শুভ ইঙ্গিত’ বলে প্রচার শুরু করেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না থেকেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে মাওলানা হুছামুদ্দীন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে পারেন বলে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। তবে এখানে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমদকে মনোনয়ন দেয় আওয়ামী লীগ।

জানতে চাইলে মাসুক উদ্দিন আহমদ বলেন, ‘তিনি (হুছামুদ্দীন) কেন বৈঠক করেছেন কিংবা বৈঠকের বিষয়টি তিনি বা তাঁর অনুসারীরা কীভাবে ছড়াচ্ছেন, আমার জানা নেই। দল থেকে এ বিষয়ে (প্রধানমন্ত্রী-হুছামুদ্দীনের বৈঠক) কোনো বার্তাও দেওয়া হয়নি। আমি দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করছি।’

জকিগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা হুছামুদ্দীন চৌধুরী সিলেট-৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর প্রয়াত বাবা আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী সারা দেশে ‘ফুলতলী হুজুর’ পরিচিত। আবদুল লতিফের তৈরি করা সংগঠন আনজুমানে আল ইসলাহের অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদ আছেন। ফুলতলীর অনুসারীদের সিলেট-৫ আসনে একটা ‘ভোটব্যাংক’ আছে। এ অবস্থায় প্রতিটি নির্বাচনের আগেই এসব ভোট কোন প্রার্থীর পক্ষে যাবে, এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা আলোচনা থাকে।

স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, এবার নির্বাচনে ফুলতলী হুজুরের ছেলে হুছামুদ্দীন চৌধুরী নিজেই প্রার্থী হওয়ায় এলাকায় তাঁকে ঘিরে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। হুছামুদ্দীন শক্তিশালী প্রার্থী হওয়ায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীসহ অন্য প্রার্থীরা অনেকটা বেকায়দায় পড়েছেন। এর মধ্যে হুছামুদ্দীন চৌধুরীর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

হুছামুদ্দীন চৌধুরী বুধবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেছি। আলোচনার ফাঁকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমার প্রার্থিতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সাধুবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, “নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে।” আমার মতো একাধিক ব্যক্তির সংসদে প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত বলেও প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।’

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচনের বিষয়ে জানতে চাইলে হুছামুদ্দীন চৌধুরী বলেন, ‘আমি মনোনয়ন চাইলে সব দলই আমাকে মনোনয়ন দিত বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচন করার ইচ্ছা আমার কোনো কালেও ছিল না। আমি স্বতন্ত্র থাকতে চাই। স্বতন্ত্র থেকে সব দলের ভুলত্রুটিসহ সার্বিক বিষয়ে সততার সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

সিলেট-৫ আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত মাসুক উদ্দিন আহমদ ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হুছামুদ্দীন চৌধুরী ছাড়াও আরও পাঁচজন প্রার্থী আছেন। তাঁরা হলেন জাতীয় পার্টির শাব্বীর আহমদ, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের (বিএমএল) মো. খায়রুল ইসলাম, তৃণমূল বিএনপির কুতুব উদ্দীন আহমদ শিকদার, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. বদরুল আলম ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আহমদ আল কবির।

বাবার আঙুল ধরে হাঁটছিল শিশুটি হঠাৎ অটোরিকশার ধাক্কায় গেল প্রাণ

সিলেট প্রতিনিধি : বাবার হাতের আঙুল ধরে বাড়ির সামনের রাস্তায় হাঁটছিল তিন বছর বয়সী শিশু তালহা। হঠাৎ দ্রুতগতিতে ছুটে আসা যাত্রীবাহী একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা শিশুটিকে ধাক্কা দেয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথেই মারা যায় শিশুটি। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে মা-বাবা শুধু বিলাপ করে যাচ্ছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৫ ডিসেম্বর রোববার বিকেলে মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা সদরের উত্তর জাঙ্গিরাই এলাকায়। নিহত তালহা ওই এলাকার বাসিন্দা মোস্তাকিন হোসেন ও ফাতেমা বেগম দম্পতির ছেলে। মোস্তাকিন স্থানীয় একটি কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষকতা করেন।

স্বজনেরা জানান, গত বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মোস্তাকিন ছেলে তালহাকে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় যাত্রীবাহী একটি অটোরিকশা তালহাকে ধাক্কা দেয়। এতে সে রিকশার পেছনের চাকার নিচে পড়ে যায়। পরে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় তালহা। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে উত্তর জাঙ্গিরাই মসজিদে জানাজা শেষে স্থানীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

বেলা ১১টার দিকে তালহাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, আত্মীয়স্বজনসহ আশপাশের নারী-পুরুষেরা সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। বাড়ির একটি কক্ষে বিছানায় বসে তালহার মা-বাবা বিলাপ করছিলেন। সবাই তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তালহার বাবা মোস্তাকিন হোসেন হাউমাউ করে কেঁদে বলেন, ‘স্কুল থেকে ফেরার পর ছেলেটা বেড়ানোর বায়না ধরে। রাস্তার পাশ দিয়া হাঁটছিলাম। আমার আঙুলে ধরে ছিল। হঠাৎ অটোরিকশা এসে ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। সব শেষ হয়ে গেল। রিকশা ছেলেটাকে কেড়ে নিল।’

জুড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন বলেন, দুর্ঘটনাটির কথা তাঁরা শুনেছেন, তবে নিহত শিশুর পরিবার এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ দেয়নি। দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সিলেটে তিন মন্ত্রীর প্রার্থীতা নিরাপদ, ‘ডামি’র মুখোমুখি দুই

সিলেট ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর: মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের মাধ্যমে সারাদেশের ন্যায় সিলেটেও জমে ওঠছে নির্বাচনী মাঠ। বিভাগের ১৯টি আসনের বেশিরভাগেই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর মুল প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়িয়েছেন দলের ‘ডামি’ প্রার্থীরা। স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নেওয়া নেতারাই এখন ‘পথের কাটা’ হয়ে দাঁড়িয়েছেন নৌকার কান্ডারিদের। বিভাগের ৪ মন্ত্রী ও ১ প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে তিনজনের আসনে দলীয় কোন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী না হওয়ায় মুটোমুটি নির্ভার রয়েছেন তারা। আর দু’জন মুখোমুখি হতে হচ্ছে দলের ‘ডামি’ প্রার্থীর। এছাড়া ‘ডামি’ প্রার্থীর জন্য সাবেক এক মন্ত্রীকেও কঠিন অবস্থায় পড়তে হচ্ছে।

সিলেট-৪ আসনে প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ এবারও নৌকার টিকেট পেয়েছেন। তার আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন আরও ৭ নেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোনয়নবঞ্চিত সবাইকে ‘ম্যানেজ’ করে একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন ইমরান আহমদ। আসনটিতে ইমরান আহমদ ছাড়াও মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে ইসলামী ঐক্যজোটের মো. নাজিম উদ্দিন কামরান ও জাকের পার্টির মো. আলী আকবর। এই আসনে জনপ্রিয় কোন প্রার্থী না থাকায় ইমরান আহমদের বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা।

মৌলভীবাজার-১ আসন থেকে এবারও আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী

শাহাব উদ্দিন। ওই আসন থেকেও আওয়ামী লীগের কোন নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হননি। আসনটিতে যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- জাতীয় পার্টির আহমদ রিয়াজ, তৃণমূল বিএনপির মো. আনোয়ার হোসেন, আঞ্জুমানে আল ইসলাহ’র মো. ময়নুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র ফারুক আহমদ। প্রতিদ্বন্দ্বি শক্তিশালী প্রার্থী না থাকায় শাহাব উদ্দিনও আছেন অনেকটা নির্ভার।

সুনামগঞ্জ-৩ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানও রয়েছেন নির্ভার। মনোনয়ন না পেলে আসনটি থেকে বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের ছেলে, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আজিজুস সামাদ ডনের। কিন্তু মনোনয়নবঞ্চিত হলেও তিনি দলের সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হননি। ফলে ‘ডামি’ যন্ত্রণায় পড়তে হয়নি পরিকল্পনামন্ত্রীকে। ওই আসন থেকে তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তৃণমূল বিএনপির মাওলানা শাহীনুর পাশা, জাকের পার্টি নজরুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির তৌফিক এলাহী ও তালুকদার মো. মকবুল হোসেন।

মন্ত্রীদের মধ্যে দলের ‘ডামি’ প্রার্থীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে সিলেট-১ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেনকে। তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন আওয়ামী লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ। দলের ‘ডামি’ প্রার্থী থাকলেও ভোটের মাঠে বেশ ভাল অবস্থান রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

সিলেট-৬ আসনে দলের ‘ডামি’ প্রার্থী নিয়ে বেশ বেকায়দায় রয়েছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রার্থী হয়েছেন কানাডা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সরওয়ার হোসেন। টানা ৩ বারের সংসদ সদস্য ও দুইবারের মন্ত্রী হয়েও এলাকায় কাঙ্খিত উন্নয়ন করতে না পারায় জনঅসন্তোষের সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন সরওয়ার।

এছাড়া আসনটি থেকে প্রার্থী হয়েছেন তৃণমূল বিএনপির চেয়ারম্যান শমসের মবিন চৌধুরী। ভোটের মাঠে এখনো শমসের মবিন খুব বেশি ভাল অবস্থানে না থাকলেও শেষ পর্যন্ত চমক দেখাতে পারেন -এমন আলোচনাও রয়েছে সিলেটজুড়ে।

সিলেট বিভাগের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেকায়দায় রয়েছেন হবিগঞ্জ-৪ আসনে বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মাহবুব আলী। আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক (ব্যারিস্টার সুমন) স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে মাহবুব আলীর সকল হিসেব-নিকেশ পালটে দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক জনপ্রিয় ব্যারিস্টার সুমন যেখানেই যাচ্ছেন সেখানে হাজারো জনতার সম্মিলন ঘটছে। আসনটিতে প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী ও ব্যারিস্টার সুমনের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগাম আভাস মিলছে।

এছাড়া আসনটি থেকে প্রার্থী হয়েছেন বাংলাদেশ কংগ্রেসের আল আমিন, ইসলামী ঐক্যজোট বাংলাদেশের আবু সালেহ, জাতীয় পার্টির আহাদ উদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মো. মুখলেছুর রহমান, জাকের পার্টির সৈয়দ আবুল খায়ের, ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট বাংলাদেশের মোঃ আবদুল মুমিন ও বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোটের রাশিদুল ইসলাম খোকন।

‘কার ফ্রি জোনে’ গাড়ি পার্কিংয়ের নতুন সুবিধা

কর্মসূচি) এবং রিফ্রেশড ইমার্জেন্সি গ্র্যান্টস কর্মসূচী চালু করেছে। বছরে ৮ লাখ পাউণ্ড করে ৩ বছরে ২.৪ মি অনুদান দেয়া হবে। তিনি বলেন, আগামী সাড়ে তিন বছরে আমরা মেয়রের কমিউনিটি গ্রান্ট কর্মসূচী (বার্ষিক ৩.৫ মিলিয়ন পাউণ্ড), স্মল গ্রান্টস কর্মসূচী (প্রতি বছর ৮০০ হাজার পাউণ্ড) এবং জরুরী তহবিল (বার্ষিক ১০০ হাজার পাউণ্ড) বিতরণের মাধ্যমে ভিসিএস (ভলান্টিয়ার এণ্ড কমিউনিটি সেক্টর) খাতে ১৫.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড প্রদান করবো।

কার ফ্রি জোনে নতুন সুবিধার নীতিমালাঃ

বারার হাউজিং ওয়েটিং লিস্টে থাকা লোকজনের সংখ্যা কমিয়ে আনা এবং ওভারক্রাউডিং সমস্যা মোকাবেলাসহ বাসিন্দাদের চলাফেরায় আরও

স্বাচ্ছন্দ্য আনতে, বিশেষ করে গাড়ি পার্কিং নিয়ে বাসিন্দাদের দুর্ভোগ লাঘবের কথা চিন্তা করে কাউন্সিলের পার্কিং পলিসিতে বৈপ্লবিক সংস্কার আনা হয়েছে।

৮ ডিসেম্বর শুক্রবার টাউন হলে আয়োজিত বিশেষ মিডিয়া ব্রিফিংয়ে এই সংস্কারের বিশদ বিবরণ তুলে ধরে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র বলেন, “পার্কিং পলিসি বা নীতিমালা কারো কারো কাছে কিছুটা কঠিন বা ঠাসাঠাসি মনে হতে পারে। কেবিনেট মিটিংয়ে অনুমোদন পাওয়া পার্কিং নীতির সংস্কারগুলি বারার অনেক বাসিন্দা এবং তাদের পরিবারের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশা করা করছি।”

মেয়র বলেন, পার্কিং নীতিমালায় আনা এই সংস্কারগুলি সহ, অন্যান্য উদ্যোগ দেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ টাওয়ার হ্যামলেটস্ বারায় ওভারক্রাউডিং সমস্যা (প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক রুমের ঘরে বেশি সংখ্যক লোকের বাস) কমাতে সাহায্য করবে। আমাদের এই বারায় বর্তমানে প্রায় ২৩ হাজার লোক আবাসনের অপেক্ষমাণ তালিকায় রয়েছেন?

তিনি বলেন, আগের পার্কিং নীতির কারণেই এই বারায় ওভারক্রাউডিং সমস্যা আরও তীব্র হয়েছে। বাসিন্দারা কার ফ্রি জোনে ঘরের জন্য বিড করছিলেন না এই কারণে যে, তারা সেখানে গেলে পারমিট ট্রান্সফার স্কিম (পিটিএস) এর অধিকারী হবেন না। নতুন সংস্কারের ফলে এখন থেকে বাসিন্দারা কার ফ্রি জোনের ঘরের জন্যও বিড করতে দ্বিধাবোধ করবেন না, যা ওভারক্রাউডিং সমস্যার সমাধানে কিছুটা হলেও সাহায্য করবে।

মিডিয়া ব্রিফিংয়ের সময় ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম মিয়া তালুকদার এবং হেড অব মেয়র অফিস এমি জ্যাকসন সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কেবিনেট মিটিংয়ে অনুমোদন পাওয়া পাকিং নীতির সংস্কারগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

আগের পার্কিং পলিসি অনুযায়ী, পিটিএস (পারমিট ট্রান্সফার স্কিম)-এর জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য একজন বাসিন্দার একটানা ১২ মাসের গাড়ির মালিকানা এবং একটি বিদ্যমান পারমিটের প্রয়োজন ছিল। নতুন সংস্কার অনুযায়ি এই নিয়ম বাতিল করা হয়েছে, যা অনেক বেশি নমনীয়তার সুযোগ দিয়েছি। যদি একটি পরিবারের গাড়ির মালিকানা থেকে বিরতি নেওয়ার প্রয়োজন হয়, কিংবা কার ফ্রি জোনের কোন ফ্লাটে চলে যায়, তাহলেও তারা পার্কিং পারমিটের অধিকার বজায় রাখতে পারবে।

× পুরানো নিয়মের অধীনে, যদি আপনার বিদ্যমান পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় এবং আপনি বারার কোন একটি কার ফ্রি জোনে বসবাস করেন, তাহলে ২৮ দিনেরই মধ্যেই পারমিট রিনিউ বা নবায়ন করতে হতো। নতুন নিয়মে এই ক্যাপ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

× আগের নিয়ম অনুযায়ি, কার ফ্রি জোন পারমিটগুলি শুধুমাত্র ৩ বা ততোধিক বেডরুমের ফ্লাটে বসবাসকারী পরিবারগুলোকে দেওয়া হত। নতুন নিয়মে সেটিকে ২ বেডরুমে কমিয়ে আনা হয়েছে।

× টাওয়ার হ্যামলেটস-এর ওভারক্রাউডিং সমস্যার আরেকটি অংশ হচ্ছে আন্ডার-অকুপেন্সি (অর্থাৎ ৩ বেডরুমের ঘরে ২ জন লোক বসবাস করে)। দুই বা ততোধিক বেডরুমের ফ্লুযাটের নতুন নিয়ম পরিবর্তন আন্ডার-অকুপেন্সি কমাতে সাহায্য করবে। কারণ বাসিন্দারা কার ফ্রি জোনে গেলেও তাদের গাড়ির পারমিট (পিটিএস) বহাল রাখার অধিকারী হবেন বলে নিশ্চিত হলে তারা কম বেডরুমের প্রোপার্টিতে স্থানান্তরিত হতে নিরাপদ বোধ করবেন।

× নতুন নিয়মের অধীনে, যদি কোনও বিদ্যমান পারমিট ধারক তাদের পিটিএস বাতিল করেন, তবে একই পরিবারে বসবাসকারী অন্য সদস্য এটির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

× যারা বারার বাইরে প্রাইভেট রেন্টেড বা টেম্পোরারি একোমোডেশনে বসবাস করেন তারা যদি কার ফ্রি জোনে চলে যান, তাহলে এখন টাওয়ার হ্যামলেটসের পিটিএস-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

মেয়রের নতুন ক্ষুদ্র অনুদান কর্মসূচির আওতায় ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতি বছর ৮০০,০০০ পাউন্ডের আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে।

এই প্রোগ্রামে ৫টি থিম থাকবে যার মধ্যে রয়েছেঃ

- মেয়র এবং ইয়াং মেয়র - ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট ফান্ড (যুব ক্ষমতায়ন তহবিল) এর সহযোগিতায় তরুণরা তাদের সমবয়সীদের জন্য প্রকল্প ডিজাইন, বিড এবং বিতরণে সহায়তা করা হবে

- মেয়রস্ পজিটিভ এক্টিভিটিস ফর ইয়াং পিপল (তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য মেয়রের ইতিবাচক কার্যকলাপ) এর আওতায় স্কুল ছুটির সময় নানান ধরনের ক্রিয়াকলাপ আয়োজন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

- কমিউনিটি ইভেন্টস্, যা কমিউনিটি গুলোকে একত্রিত করে এমন অনুষ্ঠান আয়োজন এবং আমাদের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য উদযাপন, জাতীয় ও আঞ্চলিক উৎসব গুলি আয়োজন করা ।

- মেয়রস প্রোগ্রাম - যা বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ওলডক্যাপাসিটি বিলডিং ডেলিভারি দেয়ার মত সাংগঠনিক সক্ষমতা অর্জনে স্থানীয় সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী হতে সহযোগিতা করা;

- কমিউনিটি চেস্ট - কমিউনিটি ইভেন্ট এবং ইভেন্টগুলোকে সহযোগিতা করার জন্য এটি একটি খুব ছোট অনুদান প্রকল্প।

নতুন এই স্মল গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম চালু করা প্রসঙ্গে নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “মেয়র হিসাবে, আমি গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস, কার্যক্রম এবং ইভেন্টসমূহ প্রদানের মাধ্যমে বাসিন্দাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সেক্টরকে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে দেখছি।”

তিনি বলেন, “আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় স্বেচ্ছাসেবী এবং কমিউনিটি সেক্টরকে সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং বিনিয়োগ করছে, যাতে এই সেক্টর আমাদের বাসিন্দাদের জীবনকে উন্নত করতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। এই কারণেই কাউন্সিলের বর্তমান প্রশাসন আমাদের কমিউনিটি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সহায়তার জন্য তহবিলের পরিমাণঞ্জপ্রতি বছর ১ মিলিয়ন পাউন্ড বাড়িয়েছে।

উল্লেখ্য, মেয়রের কমিউনিটি অনুদান কর্মসূচির (মেয়রস্ কমিউনিটি গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম) আওতায় এরই মধ্যে টাওয়ার হ্যামলেটসের জনসাধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণের জন্য ১১০টি প্রকল্প সরবরাহ করার জন্য ৮৬টি সংগঠন/ সংস্থাকে অর্থায়ন করা হয়েছে। অনুদানের একটি মূল লক্ষ্য ছিল কমিউনিটির সকল অংশের উপকৃত হওয়া নিশ্চিত করা।

ক্ষুদ্র অনুদান কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডের কম আয়ের ছোট সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা করা, যাতে বিস্তৃত সংস্থাগুলি কাউন্সিলের তহবিল লাভ করতে পারে এবং কমিউনিটির সকল অংশের সুবিধা নিশ্চিত করতে পারে।

অনুদান কর্মসূচি সমূহ এবং কীভাবে আবেদন করা যাবে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার জন্য কাউন্সিলের ভিসিএস (ভলান্টিয়ার এন্ড কমিউনিটি সেক্টর) টিম তথ্য ইভেন্টের একটি সিরিজ আয়োজন করবে।

শুক্রবার স্মল গ্র্যান্টস প্রোগ্রামের পাশাপাশি ইমার্জেন্সি গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম নামের আরেকটি অনুদান কর্মসূচি নতুনভাবে চালু করা হয়।

কোন সংস্থা যদি কখনো জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয় যেমন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা থেকে পুনরুদ্ধার, অত্যাবশ্যক জরুরী কাজের জন্য ভবন মেরামত বা স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেই সংস্থাকে আর্থিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য ইমার্জেন্সি গ্র্যান্টস প্রোগ্রাম নামে একটি অনুদান কর্মসূচি রয়েছে কাউন্সিলের।

নতুন করে পূণর্গঠিত এই জরুরি অনুদান কর্মসূচি চালু করা প্রসঙ্গে নির্বাহী মেয়র বলেন, এই অনুদান কর্মসূচিটি আগে থেকেই ছিল, তবে এটি এখন আরো উন্নত করা হয়েছে। যে সংস্থাগুলোর জরুরি সহায়তার প্রয়োজন তাদের জন্য তহবিল অ্যাক্সেস করতে এবং বারার বাসিন্দাদের জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভিসগুলো প্রদান করা চালিয়ে যাওয়া আরও সহজ করতে এই অনুদান প্রকল্পের জন্য ১০০,০০০ পাউন্ড বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে গিয়ে এই অনুদান প্রোগ্রামগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। এই অনুদান প্রোগ্রামগুলি সম্পর্কে জানতে কাউন্সিলের অফিসারদের সাথে কথা বলুন, যারা আপনাকে আরও তথ্য প্রদান করতে পারেন।

১২ মার্চ রমজান শুরু হতে পারে?

রমজান মাসে দেশটির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

রোজা কত ঘণ্টা : ২০২৩ সালের তুলনায় আগামী বছর আমিরাতে রোজার সময় কম হবে। আইএসিএডির তথ্য অনুযায়ী, পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন আমিরাতের মুসলমানরা ১৩ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ধরে খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকবেন। তবে মাসের শেষের রোজার সময় প্রায় ১৪ ঘণ্টায় পৌঁছাবে। এর আগে ২০২৩ সালে দেশটিতে ১৩ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট থেকে ১৪ ঘণ্টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত রোজার সময় ছিল।

রমজান কবে শেষ হবে: আইএসিএডির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে রমজান মাস ২৯ দিন হতে পারে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সেই অনুযায়ী, আমিরাতে রমজানের শেষ দিন হবে আগামী বছরের ৯ এপ্রিল।

২০২৪ সালে ঈদুল ফিতর কবে : রোজা শেষে বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় উৎসব ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়। ২০২৪ সালে ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দেশটির বাসিন্দারা লম্বা সরকারি ছুটি পাবেন। দেশটির সরকার ইতিমধ্যে ২৯ রমজান থেকে ৩ শাওয়াল (৯ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল) পর্যন্ত সরকারি ছুটি থাকবে বলে জানিয়েছে। এর সাথে শনিবার ও রোববার (১৩ ও ১৪ এপ্রিল) সাপ্তাহিক ছুটি যোগ হবে। ফলে আমিরাতের বাসিন্দারা পবিত্র ঈদুল ফিতরে ছয় দিনের ছুটি পাবেন।

উল্লেখ্য, আরব দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে যুক্তরাজ্যে রমজান শুরু হয়। সেই হিসেবে আমিরাতের হিজরি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যুক্তরাজ্যেও ১২ মার্চ রমজান শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে রমজান শুরু হওয়া নির্ভর করবে চাঁদ দেখার ওপর।

ভিক্টোরিয়ান যুগের বৈষম্য ফিরে আসছে বৃটেনে

সিএসজে’র গবেষণা। এর আগে সিএসজে’র গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বৃটেনের ওয়েলফেয়ার সিস্টেম সংস্কার করা হয়েছিল। চালু করা হয়েছিল ‘ইউনিভার্সাল ক্রেডিট’, যার অধীনে বৃটিশ সরকার সে দেশের কম আয়ের মানুষদের জন্য প্রতি মাসে একটি পেমেন্ট নির্ধারণ করে।

সিএনএন জানিয়েছে, সেই সিএসজে’র সাম্প্রতিক রিপোর্টে এবার উঠে এসেছে বৃটেনের ধনী ও গরীবের মধ্যেকার ভয়াবহ পার্থক্য। গত রোববার ৩০০ পাতার ওই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, বৃটেনের অর্থনৈতিক স্থবিরতা কীভাবে দরিদ্রদের জীবন কঠিন করে তুলছে। জীবন যাত্রার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্রতা মোকাবিলা করা যাচ্ছে না।

সিএসজে’র ডেপুটি পলিসি ডিরেক্টর সোফিয়া ওরিঙ্গার বলেন, আমরা আবিষ্কার করেছি যে বৃটেন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। দেশের সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিকঠাকমতো চালিয়ে নিতে পারছেন। কিন্তু আরেক অংশ আছেন যাদের পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা গ্রাস করেছে। তারা অপরাধপ্রবন এলাকায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

থিংকট্যাংকটি সতর্ক করে জানিয়েছে, বৃটেন এখন ভিক্টোরিয়ান যুগে ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে আছে, যেখানে এক দেশের মধ্যেই দুই জাতি সৃষ্টি হবে।

সে যুগে মূলধারার সমাজের সঙ্গে দরিদ্রপীড়িত ‘আন্ডারক্লাস’ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশাল ব্যবধান ছিল। সিএনএন জানিয়েছে, ১৯ শতকের শেষ ভাগগে বলা হয় বৃটেনের ভিক্টোরিয়ান যুগ। সে সময় ভয়াবহ সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল দেশটিতে। শ্রমিক শ্রেণিকে নির্মম জীবনযাপন করতে হতো। তাদের ছিল না পরিস্কার পানি, খাবারের সুযোগ। স্যানিটেশন ব্যবস্থা ছিল খারাপ। এমনকি কেউ তাদের জীবন মানের উন্নতি করবে সেই উপায়ও ছিল না।

সিএসজে’র নতুন রিপোর্ট বলছে, সেই যুগের মতোই আধুনিক বৃটেনেও দরিদ্রতা গেথে বসেছে। বাড়ছে পরিবার ভেঙে যাওয়া, মাদকাসক্তি, বেকারত্ব, ঋণ এবং পড়াশুনায় ব্যর্থতা বাড়ছে। বৃটেনের দরিদ্র এলাকাগুলোর বাস্তবতা ভয়াবহ কঠিন হয়ে উঠেছে। এই গবেষণাটি করতে ৬ হাজার বৃটিশের সঙ্গে কথা বলেছে সিএসজে, যাদের মধ্যে অর্ধেক দরিদ্রদের মধ্য থেকে এসেছেন। এছাড়া ৩৫০টিরও বেশি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছে তারা। ভ্রমণ করেছে বৃটেনের ২০টিরও বেশি শহরে।

কারাগার থেকে উধাও পুতিন বিরোধী নেতা নাভালনি?

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বিরোধী রুশ রাজনীতিক অ্যালেক্সি নাভালনিকে কারাগারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তার আইনজীবীরা। অ্যালেক্সি নাভালনি রাজধানী মস্কো থেকে ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত একটি কারাগারে বন্দি ছিলেন।

কিন্তু এখন তিনি কোথায় আছেন তা তারা জানেন না।

সহিংস কর্মকাণ্ড, অর্থায়ন এবং অন্যান্য অপরাধের দায়ে গত আগস্টে নাভালনিকে ১৯ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই দণ্ডের আগেই প্রতারণার অভিযোগে ১১ বছরের কারাভোগ করছিলেন তিনি। যদিও নাভালনি এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

নাভালনির সমর্থকদের দাবি, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমালোচনা করায় তাকে অবৈধ দণ্ডের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছে।

নাভালনির মুখপাত্র কিয়া ইয়ারমাস সোমবার মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) বলেছেন, নাভালনির খোঁজে দুটি কারাগারে যোগাযোগ করেছিলেন তার আইনজীবীরা। তবে ৪৭ বছর বয়সী নাভালনি এই দুই কারাগারের একটিতেও নেই বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, নাভালনি গত ছয়দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত তার খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন আইনজীবীরা।

নাভালনির মুখপাত্র আরও বলেছেন, সোমবার আদালতে ভিডিও লিংকের মাধ্যমে তার হাজির হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগের সমস্যার কারণে তিনি হাজির হতে পারেননি।

তিনি জানিয়েছেন, নাভালনিকে নিয়ে তারা অনেক চিন্তিত। কারণ গত সপ্তাহে কারাগারের ভেতর মাথাঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর কারারক্ষীরা দ্রুত তার কাছে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

এর আগে ২০২০ সালে নাভালনির শরীরে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ ওঠে। ওই সময় তাকে চিকিৎসার জন্য রাশিয়া থেকে জার্মানিতে নেওয়া হয়। সেখানে দীর্ঘদিন চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে ফের দেশে ফেরেন তিনি। এই বিষ প্রয়োগের জন্য রাশিয়ার সরকারকেই দায়ী করা হয়।

পুতিনের ক্ষমতার জন্য নাভালনিকে হুমকি হিসেবে দেখা হয়। তিনি পুতিনের বিরুদ্ধে রাশিয়ায় অসংখ্যবার বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করেছেন। এছাড়াও রুশ এলিট সমাজ ও ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দুর্নীতি ফাঁস করেছেন তিনি।

বিভিন্ন দেশের ৩০ ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ আমেরিকার

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : দুর্নীতিতে জড়িত বিভিন্ন দেশের কমপক্ষে ৩০ বর্তমান ও সাবেক বিদেশি কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এসব ব্যক্তি বিরুদ্ধে সরকারি পদ ব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন তার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে ১১ ডিসেম্বর পোস্ট করা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

এতে তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে ১১ ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে যেসব মানুষ দুর্নীতিতে যুক্ত তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

যেসব ব্যক্তি দুর্নীতিতে জড়িত তারা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা বিস্তৃত করার এক ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্মিলিতভাবে এসব ব্যবস্থা নেওয়ার মাধ্যমে দুর্নীতিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত জবাবদিহিতাকে উৎসাহিত করা হবে এবং এতে ভবিষ্যত দুর্নীতি রোধ হবে। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন 'টুলস' বা উপায় ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র।

এর অধীনে ২০২৩ সালে দুর্নীতিতে জড়িত কমপক্ষে ২০০ ব্যক্তি ও এনটিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেকোনও ধরনের দুর্নীতি মোকাবিলায় হাতে থাকা সব রকম উপায় বা টুলস ব্যবহার করবে যুক্তরাষ্ট্র এবং এ জন্য তারা মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে যাবে। এর মাধ্যমে অসৎ ব্যক্তিদের (ম্যালাইন অ্যাক্টর) জবাবদিহিতা উৎসাহিত করা হবে।

যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছেন আফগানিস্তানের সাবেক স্পিকার মীর রহমান রহমানি ও আফগান পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য আজমল রহমানি। উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ধারা ৭০৩১(সি)-এর অধীনে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারা বহুজাতিক দুর্নীতিতে জড়িত ছিলেন।

রহমানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রেক্ষিতে তার পরিবারের সদস্য জমিলা জুশান হাজি মোহাম্মদ হোসেন, তামানা মীর রহমান, ইয়ালদা মীর রহমান, লিনা মীর রহমান এবং তাহমিনা তাজালিও পড়েছেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয় মীর রহমানি, আজমল রহমানি এবং ৪৪টি সহযোগী এনটিটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার সাবেক সরকারি প্রসিকিউটর ডায়ানা কাজমাকোভিচের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তিনি বড় রকমের দুর্নীতিতে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। মাদক চোরাচালান থেকে শুরু করে অন্যান্য ফৌজদারি দুর্নীতি, অপরাধের অভিযোগ আছে।

ওদিকে নিষেধাজ্ঞা খেয়েছেন ডোমিনিক প্রজাতন্ত্রের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল জ্যাঁ অ্যালেন রড্রিগুয়েজ সানচেজ। রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের অবকাঠামো প্রকল্প এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বড় দুর্নীতিতে যুক্ত তিনি। ফলে নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা। এর মধ্যে আছেন তার স্ত্রী মারিয়া ইসাবেল পেরেজ স্যালেন্ট এবং অল্প বয়সী দুই সন্তান।

যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হাইতির সাবেক প্রধানমন্ত্রী, পরিকল্পনা ও বৈদেশিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী জ্যাঁ-ম্যাক্স বেলেরিভের বিরুদ্ধে। তিনি সরকারি পদ ব্যবহার করে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। হাইতি সরকারের সততাকে বাধাগ্রস্ত করেছেন। নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছেন তার স্ত্রী মরিয়ম এস্টেভেজ ডাঃ বেলেরিভে, কন্যা ডায়ানা জেনিফার বেলেরিভে এবং জেসিকা বেলেরিভে। এছাড়া নিষেধাজ্ঞা খেয়েছেন দেশটির সাবেক সিনেটর নেনেল ক্যাসি, তার স্ত্রী ক্যাথেরিন ক্যাসি চেরি এবং অল্প বয়সী এক শিশু।

আরও নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন হাইতির সাবেক সিনেটর হারভে ফোরকান্দ। লাইবেরিয়ায় নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন দেশটির অর্থ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রী স্যামুয়েল তোয়ে, সিনেটর আলবার্ট কাই এবং ইমানুয়েল নুকিয়ে। মার্শাল আইল্যান্ডের পরিবহন ও যোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রী কেসাই নোটের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে সেখানকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সিনেটর মাইক হাফেরটির বিরুদ্ধেও।

যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে হোয়াইট হাউসের বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : ইসরাইল-হামাসের যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানাতে হোয়াইট হাউসের বাইরে হানুক্কা মোমবাতি জ্বালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি প্রগতিশীলদের সংগঠন 'ইফনটনাউ' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জানিয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আয়োজনে হানুক্কা অনুষ্ঠানে শত শত লোক অংশ নিয়েছিল।

পোস্টে আরো লিখেছে, 'বাইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি নেতাদের স্থায়ী যুদ্ধবিরতির সমর্থনের জন্য আমরা এখানে আছি। গাজায় আমাদের নামে গণহত্যা বন্ধ করুন।'

দায়িত্বশীল প্রবক্তারা জায়নবাদের সাথে ইহুদি ধর্মকে বিপজ্জনকভাবে মিশ্রিত করার জন্য বাইডেন প্রশাসনকে দায়ী করেন। তারা জোর দিয়ে বলেন, সকল ইহুদি জনগণ ইসরাইলি সরকারের নীতিগুলোকে সমর্থন করে না। ইসরাইলের সকল সমালোচনা ইহুদিবিরোধী নয়।

বাইডেন নিজেকে জায়নবাদী হিসেবে বর্ণনা করেন। সোমবার রাতে হানুক্কা ইভেন্টের সময় তিনি বলেন, ইসরাইলের প্রতি তার সমর্থন 'অপ্রতিরোধ্য'।

পতিতাদের পেছনে দুহাতে টাকা ওড়ান বাইডেনের 'নষ্ট ছেলে'

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : রাষ্ট্রীয় আইনে শ্রদ্ধা, নারী সমাজের প্রতি সম্মান কিংবা নৈতিক চরিত্র কোনোটাই মজবুত নয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের (৮১) পুত্র হান্টার বাইডেনের (৫৩)। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার আমল থেকেই (২০০৯-২০১৭) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাদপীঠে থাকা বাবা বাইডেনের রাজনৈতিক প্রভাবেই কি বখে গেছেন হান্টার বাইডেন? এই প্রশ্নই এখন মুখে মুখে ঘুরছে দেশটির ঘরে ঘরে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৯- টানা ৩৬ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার রাজ্যের সিনেটর ছিলেন বাইডেন।

বাবার এই অধিক ক্ষমতার উত্তাপেই কি পুড়ে গেছে হান্টার বাইডেনের চরিত্র? সম্প্রতি মার্কিন গণমাধ্যমগুলোতে হান্টার বাইডেনের পর্নো আসক্তি, সেক্স ক্লাব ও পতিতা বিলাসের পেছনে দুহাতে টাকা (ডলার) উড়ানোর খবর চাউর হতেই ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে চারদিকে।

বছরের পর বছর সরকারের লাখ লাখ ডলার কর ফাঁকিতে ব্যবসা করে গেছেন হান্টার। এ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে মার্কিন নাগরিক সমাজ। কিন্তু 'হোটেলে হোটেলে পতিতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছবিসহ তার নষ্ট চরিত্রের আদ্যোপান্ত' শিরোনাম হতেই 'ইমেজ' সংকটে পড়েছেন বাবা বাইডেন। সামনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন- চোখে সরষে ফুল দেখছেন ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক শিবিরও। ডেইলি মেইল, ফক্স নিউজ, বিবিসি।

হান্টার বাইডেনকে এবার ৯টি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এতে কর ফাঁকির তিনটি অপরাধ ও ৬টি অপকর্মের সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি আদালতে ফৌজদারি অভিযোগগুলো দায়ের করেছেন মার্কিন জেলা আদালতের অ্যাটর্নি ডেভিস ওয়েইস।

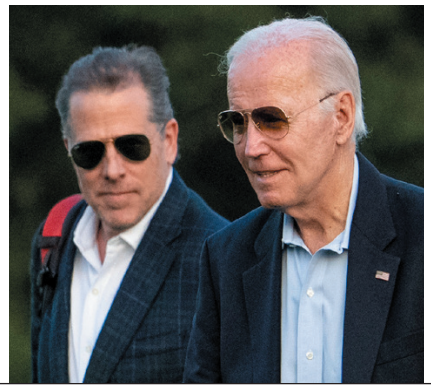

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকতে লাখ লাখ ডলার খরচ করেছেন হান্টার বাইডেন। সব মিলিয়ে ৮ লাখ ৭২ হাজার মার্কিন ডলার ব্যয় করেছেন। নিজের নষ্ট জীবনের পেছনে মোটা অঙ্কের ডলার ঢাললেও, এ সময়ে ১৪ লাখ ডলার কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। ফেডারেল কৌঁসলিরা অভিযোগ করেছেন, হান্টার বাইডেন কর পরিশোধ না করে সেসব অর্থ দিয়ে নোংরা কাজে লিপ্ত ছিলেন। বলেছেন, কর দেওয়ার পরিবর্তে দেহব্যবসা, অনলাইন পর্নোগ্রাফি, বিলাসবহুল গাড়ি, মাদক, এসকর্ট, দামি পোশাক ও ব্যক্তিগত প্রসাধনী কেনার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন।

শুধু ২০১৮ সালেই হান্টার প্রাপ্তবয়স্ক বিনোদন খাতগুলোতে ১ লাখ ডলার খরচ করেছেন বলে অভিযোগ এসেছে। 'পতিতা বিলাস' লালসা চরিতার্থে মাত্র দুই রাতেই খরচ করেছেন ১১ হাজার ৫০০ ডলার। একটি অনলাইন পর্নোগ্রাফি ওয়েবসাইটে ২৭ হাজার ৩১৬ ডলার ব্যয় করেছেন। অভিযোগে আরও প্রকাশ করা হয়েছে, হান্টার বিলাসবহুল হোটেল, ফ্লাইট এবং গাড়ি ভাড়ার জন্যও হাজার হাজার ডলার খরচ করেছেন।

গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির চেয়েও ভয়াবহ : ইইউ

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি 'বিপর্যয়কর, প্রলয়ঙ্করী।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি যে ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছিল, গাজায় তার চেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। এমন মন্তব্য করেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) শীর্ষ কূটনীতিবিদ যোশেপ বরেল।

তিনি সোমবার বলেন, 'পশ্চিম তীরে চরমপন্থী বসতি স্থাপনকারদের সহিংসতায়ও' ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আতঙ্কিত। তিনি জেরুসালেমে আরো ১,৭০০ বাড়ি ইউনিট নির্মাণের ইসরাইলি সরকারের সিদ্ধান্তেরও নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ব্রাসেলস মনে করে, এটি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।

হামাসের আক্রমণটির কারণে গ্রুপটিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় স্থান পাওয়ার উপযুক্ত- এমন কথা উল্লেখ করে বরেল বলেন যে বেসামরিক মৃত্যু এবং বেসামরিক সম্পত্তি ও অবকাঠামো ধ্বংসের আলোকে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর অভিযানও আনুপাতিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে।

তিনি বলেন, মানুষের দুর্ভোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য নজিরবিহীন চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে।

তিনি বলেন, মোট মৃত্যুর ৬০ থেকে ৭০ ভাগ হচ্ছে বেসামরিক মৃত্যু। আর ৮৫ ভাগ লোক অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত।

তিনি বলেন, গাজার ভবন ধ্বংস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নগরীগুলো যে ধরনের ধ্বংসের মুখে পড়েছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি।

তীব্র হচ্ছে ইসরাইল-হিজবুল্লাহ পালটাপালটি হামলা

ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে লড়াইয়ের পাশাপাশি লেবাননের রাজনৈতিক ও সামরিক গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর সাথে ইসরাইলের পালটাপালটি হামলার মাত্রা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

রোববার হিজবুল্লাহ লেবাননের দক্ষিণ সীমান্তের কাছে ইসরাইলের সামরিক অবস্থানগুলোতে বিস্ফোরক ভর্তি ড্রোন ও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এর জবাবে দক্ষিণ লেবাননের বেশ কয়েকটি শহর ও গ্রাম ইসরাইলি বিমান হামলায় কেঁপে ওঠে।

৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলের হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহ ও ইসরাইল পরস্পরের সীমান্তবর্তী লক্ষ্যস্থলগুলোতে পালটাপালটি হামলা চালাচ্ছে। এর আগে ২০০৬ সালে ইসরাইল ও হিজবুল্লাহর মধ্যে হওয়া মাসব্যাপী এক যুদ্ধের পর থেকে এটিই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হওয়া সবচেয়ে তীব্র । তবে এ হামলা মূলত দুই দেশের সীমান্ত এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

লেবাননের আইতারুন শহরে ইসরাইলি বিমান হামলায় পাঁচটি বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আরো বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে স্থানীয় কর্মকর্তা আলি হিজাজি জানিয়েছেন। রয়টার্সকে তিনি বলেন, 'আল্লাহ রক্ষা করায় হামলায় কেউ মারা যায়নি। তিন নারী ও দু'জন পুরুষ আহত হয়েছে।'

এ বিষয়ে ইসরাইলের সেনাবাহিনী রয়টার্সের জানানো মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

রয়টার্সের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহর জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক হাসান ফাদাল্লাহ জানিয়েছেন, ইসরাইলের বিমান হামলা 'নতুন করে সহিংসতা বাড়িয়েছে', হিজবুল্লাহ 'নতুন ধরনের আক্রমণ' চালিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

এর আগে ইসরাইলের সেনাবাহিনী জানিয়েছিল, 'আকাশপথে সন্দেহজনক লক্ষ্যবস্তু' লেবানন সীমান্ত অতিক্রম করেছে আর সেগুলোর মধ্যে দু'টিকে বাধা দেয়া হয়েছে। এ হামলায় ইসরাইলের দুই সেনা 'মাঝারি মাত্রার জখম' হয়েছে আর অন্য বেশ কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছে।

এর জবাবে ইসরাইলের জঙ্গি বিমানগুলো 'লেবাননের ভূখণ্ডে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যস্থলগুলোতে ধারাবাহিক ব্যাপক হামলা চালিয়েছে বলে জানিয়েছে তারা। লেবানন সীমান্তের কাছে ইসরাইলের বেশ কয়েকটি এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সতর্কতা জানিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বাসিন্দারা পরিষ্কার নীল আকাশে দুটি যুদ্ধবিমান উড়ে যেতে দেখেছেন, সেগুলো পেছনে ধোঁয়ার সাদা রেখা রেখে যায়।

হিজবুল্লাহর বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরইলে তাদের হামলার লক্ষ্য গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন জানানো। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু সতর্ক করে বলেছেন, হিজবুল্লাহ পূর্ণ যুদ্ধ শুরু করলে বৈরুতকে 'গাজায়' পরিণত করা হবে।

সবচেয়ে বড় মুসলিম হাইস্কুলের অর্থায়ন বন্ধ করছে ফ্রান্স

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ের (হাইস্কুল) অর্থায়ন বন্ধ করে দিচ্ছে দেশটির সরকার। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এক কর্মকর্তা গত সোমবার জানান, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষাপদ্ধতির কারণে বিদ্যালয়টির বরাদ্দ বন্ধ করা হচ্ছে।

যদিও কয়েকটি মানবাধিকার সংগঠনের দাবি, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের ওপর বিস্তৃত দমন-পীড়নের অংশ হিসেবে ফরাসি সরকার এমন উদ্যোগ নিয়েছে।

বিদ্যালয়টির নাম প্রাইভেট স্কুল অ্যাভেরোয়েস। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের লিলে শহরে এর অবস্থান। ফরাসি ভূখণ্ডের প্রথম মুসলিম বিদ্যালয় হিসেবে ২০০৩ সালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। এখানে আট শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে।

২০০৮ সালে ফরাসি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে বিদ্যালয়টি। এর আওতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিদ্যালয়টিতে ফ্রান্সের নিয়মিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হয়।

গত অক্টোবরে বিদ্যালয়টি নিয়ে রয়টার্সে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, মুসলিম বিদ্যালয়টি গুরুতর প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যায় ভুগছে। সেই সঙ্গে ফরাসি মূল্যবোধের সঙ্গে যায় না, এমন কিছু বিদ্যালয়ে শেখানো হচ্ছে। ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় দপ্তর এমনটাই জানিয়েছে।

তবে বিদ্যালয়টির সঙ্গে চুক্তি বাতিলের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় দপ্তরের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক এরিক দুফোর রয়টার্সকে বলেন, সরকারি বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হতে পারে।

ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সে সবচেয়ে বেশি মুসলমানের বসবাস। স্থানীয় মুসলমানদের অনেকেই মনে করেন, দেশটির পরিবেশ তাঁদের জন্য দিন দিন প্রতিকূল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ২০১৫ সালে রক্তক্ষয়ী জঙ্গি হামলার পর থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই জটিল হয়েছে।

গত সেপ্টেম্বরে ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী দেশটির সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলিম নারীদের আবায়া পরা নিষিদ্ধ করেন। এ নিয়ে তখন ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়েছিল।

চিন্তায় বাইডেন, ভোট দেবে না আরব, মুসলিমরা

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় পুরোটা জুড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছবি। আর তাতে ঘন লাল হরফে লেখা সুস্পষ্ট বার্তা : 'তিনি আমাদের ভোট পাবেন না।'

পত্রিকাটির নাম আরব আমেরিকান নিউজ। মিশিগানের ডিয়ারবর্ন থেকে প্রকাশিত দ্বিভাষী এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় গত সপ্তাহে এটিই ছিল প্রধান খবর। সেখানে বসবাসরত বিপুলসংখ্যক আরব-ভাষাভাষী লোকজনের বার্তাটি ছিল এমনই।

বাইডেন যখন ২০২৪ সালে আবার নির্বাচনে জয়ের জন্য লড়ছেন, তখন আরব ও মুসলিম আমেরিকান ভোটাররা তাকে কিভাবে দেখছে, সেটা এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে।

অনেক ফিলিস্তিনি, আরব এবং মুসলিম আমেরিকান গাজায় ইসরাইলের যুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের 'অটল' সমর্থনে হতাশা প্রকাশ করেছে। তাদের হতাশা লাঘব করার চেষ্টা বাইডেন প্রশাসন করেছে। বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মুসলিম ও আরবদের মন জয় করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের নীতি পরিবর্তিত না হওয়ায় তাতে লাভ হয়নি কিছুই। অনেকে এমনও বলেছে, প্রয়োজনে ডোনালড ট্রাম্প আবার ক্ষমতায় আসুক, তবুও যেন বাইডেন বিদায় নেন।

গত মাসে আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউটের পরিচালিত এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, আরব আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে বাইডেনের প্রতি সমর্থন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাত্র ১৭ ভাগ বলেছে, তারা বাইডেনকে সমর্থন দেবে। অথচ ২০২০ সালে বাইডেনের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল ৫৯ ভাগ।

একইভাবে গত সপ্তাহের এনবিসি নিউজ জরিপে দেখা যায়, যদি আজ ভোট হয়, তবে

সুইয়িং স্টেট মিশিগানের মাত্র ১৬ ভাগ আরব ও মুসলিম জবাবদাতা বাইডেনকে ভোট দেবে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইসরাইলের প্রতি বাইডেনের সমর্থনের কারণে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। কয়েকটি পর্যায়ে তার নেয়া পদক্ষেপ আরব ও মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করেছে।

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের একেবারে প্রথমেই ইসরাইলের প্রতি বাইডেন 'অটল সমর্থন' ঘোষণা করেন। অথচ গাজায় ন্যূনতম মানবিক সহায়তা নিয়ে তিনি কিছুই বলেননি।

এরপর ইসরাইলে রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে ইসরাইলকে আরো ১৪ বিলিয়ন ডলার প্রদান করার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেছেন। আবার ফিলিস্তিনিদের হত্যা নিয়ে যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হচ্ছিল, তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করে তিনি আরেক দফা আরব আমেরিকানদের ক্ষুব্ধ করেন।

অধিকন্তু, ১৪ অক্টোবর শিকাগোর কাছে ওয়াদিয়া আল-ফায়ুম নামের ছয় বছরের এক ফিলিস্তিনি-আমেরিকান শিশুকে হত্যা এবং তার মাকে মারাত্মক আহত করার ঘটনায় তিনি অ্যান্টি-সেমিটিজম নিয়ে এসেছিলেন। এটি আরব মুসলিমদের ক্ষোভ আরো বাড়িয়ে দেয়।

বাইডেন এবং তার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ভোট না দিয়ে কাকে বেছে নেবে আরব মুসলিমরা?

কারণ রিপাবলিকানরা আরো বেশি ইসরাইলপন্থী। গত সপ্তাহে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা যুক্তরাষ্ট্রে ফিলিস্তিনিদের প্রবেশ বন্ধ করে একটি বিল উত্থাপন করেছে। এমনকি যারা ১ অক্টোবরের পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে, তাদেরকেও বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে।

রিপাবলিকানদের এ ধরনের কট্টর অবস্থান সত্ত্বেও অনেক আরব মুসলিম আল জাজিরাকে বলেন যে আমরা 'দুই শয়তানের মধ্যে ছোটটিকে' বেছে নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের ভোট দিতাম। কিন্তু এতে গাজার মৃত্যুর সংখ্যা কমেনি।

মারিয়া হাবিব নামের এক লেবাননি আমেরিকান বলেন, তারা আর ভোট পাবে না। যা হবার হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে মূলত এই কারণে ভোট দিতাম যে আমাদের কাছে এর চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু এখন সেটাও শেষ হয়ে গেছে।

একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম বিকাশ ও অবলুপ্তি

আবদুল মান্নান

নানা রকমের অনিশ্চয়তা, দেশীয় ও বিদেশীয় ষড়যন্ত্র, দেশের রাজনীতি নিয়ে কিছু বিদেশি রাষ্ট্রদূতের অশোভন দৌড়ঝাঁপ, বিশেষ করে একটি দেশের পরাক্রমশালী দূতের দাপাদাপি মোকাবেলা করে অবশেষে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের ট্রেন চলতে শুরু করেছে। অবশ্য কিছু পণ্ডিতজন ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছেন, ট্রেন ছাড়লে কী হবে, তা লাইনচ্যুত হওয়াটা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। এই লাইনচ্যুতি ঘটানোর জন্য আওয়ামী লীগবিরোধী যুদ্ধে বিএনপির সঙ্গে থাকা দলগুলোর কয়েকজন নেতা লাইনচ্যুতির দিন-তারিখও ঠিক করে দিয়েছেন। এই সব দলের মধ্যে আছে একটি 'মেরামত' পার্টি।

এমন অদ্ভুত নামে ডাকার কারণ হচ্ছে, এই দলটি নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে 'রাষ্ট্রের সকল কলকবজা' আগে 'মেরামতের বন্দোবস্ত' করতে চায়, তারপর নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করবে। এরা প্রতিদিন এই দাবি নিয়ে জনাদশেক ভাড়াটে মানুষ নিয়ে ঢাকার রাজপথ কাঁপায়। বর্তমানে দেশে যে ধরনের রাজনীতি চলছে, তার একটি বড় প্রাপ্তি হচ্ছে এমন একাধিক সার্কাস পার্টির আবির্ভাবের ঘটনা। নির্বাচন কমিশনে এই সব দলের কোনো নিবন্ধন নেই।

এদের মধ্যে কিছু আছে স্বঘোষিত বামপন্থী দল। শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এই দলগুলোর কিছু কমরেড নেতা এখন উগ্র ডানপন্থীদের সঙ্গে নিয়মিত একই মঞ্চে উঠে মাইক নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে গত রাজ্যসভার নির্বাচনে তৃণমূলকে হটাতে 'রামপন্থী আর বামপন্থী'রা এক হয়েছিল বলে শোনা যায়। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে বাংলাদেশেও তেমনটি ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম বিকাশ ও অবলুপ্তি বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আগামী ২৯ জানুয়ারির আগে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন বাধ্য। ২৯ জানুয়ারি বর্তমান সংসদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ১৯৯১-৯৬ ও ২০০১-০৬ মেয়াদে সেনা শাসক জিয়া প্রতিষ্ঠিত বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতকে নিয়ে দেশ শাসন করেছে। প্রথম দফায় মাগুরা ও ঢাকা-১০ আসনের দুটি উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের জেতাতে দলীয় নেতাকর্মীরা একেবারেই খোলামেলাভাবে যে ভয়াবহ কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিলেন, খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ তা দেখে রাতের অন্ধকারে মাগুরা থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এরপর সংসদে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই সিদ্ধান্তে উপনিত হয় যে বিএনপি সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। নির্বাচন করতে হলে ১৯৯১ সালে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত তিন জোট যে দলনিরপেক্ষ নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থার কথা বলেছিল এবং বাস্তবায়ন করেছিল, তা ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তা যদি না হয়, তাহলে ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠেয় সংসদ নির্বাচন সব দল বর্জন করবে। স্বাভাবিক কারণেই বিএনপি এই প্রস্তাব মানতে নারাজ ছিল। বিএনপিপ্রধান ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, পাগল আর শিশু ছাড়া কোনো মানুষ নিরপেক্ষ হতে পারে না । সবার বর্জনের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যে নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ১৬২টি আসনে প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'নির্বাচিত' হন, আর ১৬টিতে কোনো প্রার্থীই ছিলেন না। সেই একটি অসমাপ্ত সংসদে অনেকটা তড়িঘড়ি করে নির্বাচনকালীন সরকার পরিচালনা করার জন্য একটি 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকার ব্যবস্থা বিএনপি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে এক মাসের মাথায় সংসদ ভেঙে দেয়।

পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং বিএনপির নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে দেশ পরিচালনা করে। এরপর ২০০১ সালে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। সেই ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য শপথ নেওয়ার পরপরই তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান বিভিন্ন ধরনের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড শুরু করেন। তাঁর সেই সময়ের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি একটি দলের হয়েই কাজ করছিলেন। তারই সূত্র ধরে ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত বিজয় লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রায় সমানসংখ্যক ভোট পেয়ে মাত্র ৬২টি আসনে জয়ী হয়। অন্যদিক বিএনপি ও তাদের মিত্র ইসলামের লেবাসদারীরা ২২৪ আসনে বিজয় লাভ করে।

যেহেতু বিএনপির জন্ম সেনাছাউনিতে, সেহেতু দলটি কখনো একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক দল হয়ে উঠতে পারেনি। বলা যেতে পারে, জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী শিশুর মতো বিএনপি নানা গলদ নিয়ে সব সময় পথ চলেছে। দলে কখনো প্রকৃত রাজনীতিবিদদের কদর ছিল না। কদর ছিল পেশাজীবী আর সামরিক-বেসামরিক আমলাদের। একটি রাজনৈতিক দলকে জনসমর্থন হারানো বা অন্য কোনো কারণে যে ক্ষমতার বাইরেও থাকতে হয়, তা তাদের ব্যাকরণে নেই। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই তারা পরবর্তী মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার জন্য নানা ফন্দিফিকির শুরু করে। নিজেদের বশংবদ কিছু মানুষকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন সাজায়। ভোটার তালিকায় সোয়া কোটি ভুয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করে। নিজেদের একজনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা করার জন্য বিচারকদের বয়স বৃদ্ধি করে। পরিস্থিতি যা হওয়ার, তা-ই হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সারা দেশে বিএনপির এই সব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে আসে এক-এগারোর সরকার। তারা আবার সংবিধান লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দীর্ঘায়িত করতে করতে দুই বছর অতিক্রম করার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। আবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আরেকটি গণ-অভ্যুত্থান ও ২০০৮ সালের নির্বাচন। সাতচল্লিশ-পরবর্তীকালে এই দেশে যতগুলো গণ-আন্দোলন হয়েছে, তা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হয়নি, যতক্ষণ সেই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সম্পৃক্ত হয়নি। বর্তমানে যেসব দল সরকারবিরোধী আন্দোলন করছে, তারা বিষয়টি মনে রাখলে ভালো হতো।

১৯৯৬ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ২০১১ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিপন্থী বলে বাতিল করে দেন। বিএনপি তা মানতে নারাজ। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি সেই নির্বাচনকে বানচাল করতে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সারা দেশে এক ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালায়। পুড়িয়ে মারে এক শর বেশি নিরপরাধ মানুষকে। কয়েক শ কোটি টাকার জনসম্পদ ধ্বংস করা হয়। এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার জন্য বিএনপির চেয়ারপারসন গুলশানে তাঁর নিজ কার্যালয়ে সামরিক কায়দায় একটি কমান্ড পোস্ট খুলেছিলেন। সব বাধা অতিক্রম করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দেশে দশম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা বিএনপি ও তার মিত্ররা বর্জন করে। বলতে গেলে সেই থেকে বিএনপির অবলুপ্তির শুরু হয়। এরই মধ্যে একটি দুর্নীতি মামলায় বিএনপিপ্রধান খালেদা জিয়ার ১৭ বছর সাজা হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতায় তিনি কারাগারে না থেকে বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে আছেন, যদিও তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে এই মুহূর্তে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে তাঁর পুত্র তারেক রহমান বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে মোট ৭৮ বছরের দণ্ড মাথায় নিয়ে লন্ডনে পলাতক আছেন। দলের গঠনতন্ত্রে না থাকলেও তিনি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তবে তিনি বাবার হাতে প্রতিষ্ঠিত, মায়ের হাতে বিকশিত বিএনপি নামক দলটির বিলুপ্তি ঘটাতে যা যা করা দরকার, তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করছেন বলে তাঁর নিজের দলেরই অনেকের ধারণা। এ কারণে দলের অনেক সিনিয়র নেতা এরই মধ্যে দল ত্যাগ করে আগামী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন।

২০১৪ সালের ব্যর্থ আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি। তবে তাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূলত কাজ করেছে পর পর দুইবার নির্বাচনে অংশ না নিলে নিবন্ধন হারানোর অশঙ্কা। সেই নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপিকে নেতৃত্ব ধার করে নিয়ে আসতে হয় বঙ্গবন্ধুর একসময়ের স্নেহধন্য তাঁরই মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ড. কামাল হোসেনকে। সেই নির্বাচনে জামায়াতের ২২ জন সদস্যকে ধানের শীষ মার্কায় নির্বাচন করতে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মনোনয়নের তালিকা আসে লন্ডনে পলাতক দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছ থেকে। এই নির্বাচনে তাঁর জন্য মনোনয়ন বাণিজ্যের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। প্রতি আসনে কমপক্ষে দুজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। কোনো কোনোটিতে চারজনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। প্রায় কোনো আসনেই ছিল না দলের কোনো পোস্টার বা কর্মী। ফলাফল যা হওয়ার, তা-ই হয়েছে। এই নির্বাচনে মাত্র সাতটি আসনে বিএনপির প্রার্থীরা জয়ী হন। তখন তারা বলে যে দিনের ভোট রাতে হয়েছে, যদিও এ ব্যাপারে এই পর্যন্ত তারা কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। নির্বাচনে জয়ী হয়েও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম তারেক রহমানের নির্দেশে শপথ নেননি। আসলে তারেক রহমান একজন দণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তো দেশের কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন। তাঁর মায়ের অবস্থাও একই রকম। এমন যখন অবস্থা, তখন কেন তারেক রহমান তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত বিএনপির হাল পরিবারের বাইরে মেনে নেবেন? আসলে বিএনপিকে এই মুহূর্তে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ের নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়, তার পরও বিএনপির নির্বাচনে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। মির্জা ফখরুল বা অন্য কেউ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, তা কেন তারেক রহমান মানবেন? এক বছর আগেই বিএনপির অন্য ছয়জন সংসদ সদস্য তারেক রহমানের নির্দেশে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। তা যদি না হতো আগামী নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা যদি একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে চাইতেন, তাঁদের দু-একজনকে সেই সরকারের সদস্য করতে পারতেন। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা বিএনপির পাঁচজন সংসদ সদস্যকে নির্বাচনকালীন সরকারের সদস্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা খালেদা জিয়া প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সে সময় বিএনপি সংসদে ছিল।

২০২৪ সালের নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও তার লক্কড়ঝক্কড় মিত্ররা শেখ হাসিনা হটানোর এক দফা আন্দোলনের নামে অবরোধ ও হরতালের ডাক দিয়ে চলেছে, যাতে সাধারণ মানুষ তেমন একটা গা করছে না। জীবনযাত্রা মোটমুটি স্বাভাবিক। মাঝেমধ্যে কোনো শরিক নেতা বাংলার মানুষকে আহ্বান করছেন, তারা যেন এই সরকারের পতনের আন্দোলনে শরিক হয়। কিন্তু তাঁদের কথা কেউ শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। আর যা-ই হোক, দশ-বিশজনের ঝটিকা মিছিল করে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আগুন দিয়ে, রেলের ফিশপ্লেট তুলে, প্রকাশ্যে পিটিয়ে পুলিশ হত্যা করে, সাংবাদিক পিটিয়ে, হাসপাতালে হামলা করে আর যা-ই হোক, বিএনপি তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না। দলের ১৫ জন কেন্দ্রীয় নেতা ও ৩০ জন সাবেক সংসদ সদস্য জানুয়ারির নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। একাধিক নেতা রাজনীতি থেকেই অবসর নিয়েছেন। ৭ জানুয়ারি নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনে হয়তো একাধিক সাবেক বিএনপি নেতা জয়ীও হতে পারেন। কিন্তু সংসদে থাকবে না বিএনপি নামক কোনো দল। ২০১৪ থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত বিএনপির মতো একটি রাজনৈতিক দলের জন্য দীর্ঘ সময়। বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো তৃণমূল থেকে উঠে আসা কোনো দল নয়, যে দলের প্রাণভ্রমর বঙ্গবন্ধুর মতো প্রবাদপুরুষকে হত্যা করার পরও ২১ বছর পর সেই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরই কন্যা শেখ হাসিনা। তেমন কেউ কি বিএনপিতে আছে? তা তো মনে হচ্ছে না। তাহলে তারেক রহমানের হাতেই কি বিএনপি বিলুপ্ত হচ্ছে? ভবিষ্যতেই এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে। - লেখক : বিশ্লেষক ও গবেষক

গাজা যুদ্ধ শেষে যে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের জন্ম হবে

মোহাম্মদ আবু রুম্মান

গাজার বাড়িঘর ও অবকাঠামো ধ্বংস হওয়ায় ১৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত।

গাজা যুদ্ধ শেষে মধ্যপ্রাচ্য দেখতে কেমন হবে, তা নিয়ে আগে থেকে পুরোপুরিভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অবশ্য এ সংঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের জন্ম দেখতে পাচ্ছেন। গাজা যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফল কী হতে যাচ্ছে, সেটা আমরা এখনো জানি না। এ যুদ্ধে একপক্ষীয় মহাবিপর্যয়ের তথ্যপ্রমাণ বেড়েই চলেছে। এ পর্যন্ত ১৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাঁদের অধিকাংশ নারী ও শিশু। গাজার বাড়িঘর ও অবকাঠামো ধ্বংস হওয়ায় ১৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত।

মধ্যপ্রাচ্যের 'নতুন চেহারা'কে আমরা বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু ও শরণার্থীর স্রোত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এটি ১৯৪৮ সালের মতো করে নাকবা সৃষ্টির চেষ্টা, সেই ঘটনায় বাস্তুচ্যুতদের উত্তরসূরিরা এখন গাজার শরণার্থীশিবিরগুলোতে বাস করে। আমরা এখন আবার আরেকটি গণবাস্তুচ্যুতির মুখোমুখি। গাজার এ পরিস্থিতি সিরিয়া যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয়। সিরিয়া যুদ্ধের কারণে, জনাকীর্ণ শরণার্থীশিবির ও অমানবিক পরিবেশে বিপুলসংখ্যক বাস্তুচ্যুত মানুষ বাস করতে বাধ্য হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এখন বাস্তুচ্যুত মানুষের নতুন প্রজন্মের জন্ম হচ্ছে। জর্ডানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, জর্ডানিদের তুলনায় সিরিয়ান শরণার্থীদের জন্মহার বেশি। তুরস্ক, লেবানন, জর্ডান, ইরাক ও মিসরে নিবন্ধন করা সিরীয় শরণার্থীর সংখ্যা ৫০ লাখের বেশি। সিরিয়ার ভেতরেও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা লাখ লাখ। তাঁদের অধিকাংশকে বিরুদ্ধ পরিবেশ ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে।

ইয়েমেন যুদ্ধও মধ্যপ্রাচ্যে শরণার্থী সংকট উসকে দিয়েছে। এ যুদ্ধে ৪৫ লাখ মানুষ তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের কারণে গত দুই দশকে শরণার্থীর স্রোত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে নিতে হয়েছে। এ তালিকায় এখন গাজার বাস্তুচ্যুত মানুষ যুক্ত হচ্ছেন। এ যুদ্ধে একেকটা পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য মারা যাওয়ায় মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মও তৈরি করবে।

ঘরবাড়ি-বসতি থেকে উচ্ছেদের এই বাস্তবতা চরমপন্থা, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ও আক্রোশের জন্ম দেবে। এই বাস্তবতা অসন্তুষ্ট তরুণদের ইসলামিক স্টেটের মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোতে যুক্ত হওয়ার প্ররোচনা জোগাবে।

গাজা যুদ্ধ শেষে যে 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের' জন্ম হবে, সেখানে অরাষ্ট্রীয় ও আধা রাষ্ট্রীয় খেলোয়াড়দের ভূমিকা বাড়বে। এ যুদ্ধ নিশ্চিতভাবেই হামাসের (হামাসকে যুক্তরাজ্যসহ আরও কিছু দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন বলে) মতো সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। লেবাননের হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনের হুতিদের ভূমিকা আরও বাড়বে। গাজা যুদ্ধ আরও যেসব গোষ্ঠীর জন্য সুযোগ তৈরি করে দেবে, তার মধ্যে সিরিয়ার হায়াত তাহিরির আল-শাম ইন ইদলিব, কুর্দিনিয়ন্ত্রিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের মতো সংগঠন রয়েছে। আমরা এ ধরনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর উত্থানের বিপরীতে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর শক্তি ক্ষয় হতে দেখব।

অরাষ্ট্রীয় ও আধা রাষ্ট্রীয় এসব সংগঠনের উত্থান হলে আরব জাতিরাষ্ট্র ধারণা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এর ফলাফল হবে মারাত্মক। এতে জাতিগত, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক নানা গোষ্ঠীর পুনর্জন্ম হবে। মধ্যপ্রাচ্যের সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর বিভাজন ও ভাঙন ডেকে আনবে।

আন্তসীমান্ত সম্পর্কে পরিবর্তন আসবে, ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বাড়বে। আঞ্চলিক যুদ্ধের ধরনও পরিবর্তন হতে আমরা দেখব। শহর অঞ্চলে যুদ্ধ বাড়বে। এ ছাড়া প্রক্সি যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, প্রোপাগান্ডা ও অপতথ্যের বিস্তার হতে দেখব।

একই সঙ্গে গাজা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণে মধ্যপ্রাচ্যের কৌশল-নীতিগত গুরুত্বের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যে চীন ও রাশিয়া তাদের প্রভাব তৈরি করছিল, যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। গাজা যুদ্ধ সেই নীতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনতে পারে।

মোহাম্মদ আবু রুম্মান ইউনিভার্সিটি অব জর্ডানের রাজনীতি বিষয়ে সহযোগী অধ্যাপক

মিডল-ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে

নবিজির প্রিয় খাবার

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

মাংস ও রুটি : নবি (সা.) রুটি দিয়ে উট, বকরি ও মুরগির গোশত (বিশেষত রানের অংশ) খেতে অনেক পছন্দ করতেন। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, 'রাসূল (সা.)-এর সামনে বকরির সামনের উরু পরিবেশন করা হলো। তিনি তা খুবই পছন্দ করতেন। অতঃপর তিনি তা থেকে দাঁত দিয়ে কেটে খেলেন' (শামায়েলে তিরমিযি : ১২৫)।
লাউ : নবি (সা.) লাউ খেতে অনেক পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, 'লাউ হলো জান্নাতি খাবার'। আবার কখনো লাউকে উত্তম খাবারও বলেছেন। হজরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, 'নবি (সা.) লাউ খুবই পছন্দ করতেন। একবার তার সম্মুখে খানা পরিবেশন করা হলো অথবা তিনি কোনো দাওয়াতে গিয়েছিলেন (রাবির সন্দেহ)। আমার যেহেতু জানা ছিল, তিনি লাউ খুব পছন্দ করেন, তাই (তরকারির মধ্য থেকে) বেছে বেছে তার সামনে লাউ পেশ করলাম' (শামায়েলে তিরমিযি : ১১৮।
খেজুর : খেজুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী খাদ্য বললেও হয়তো ভুল হবে না। সে যুগে আরব ছিল সবচেয়ে বেশি খেজুর উৎপাদনশীল দেশ। আর রাসূলের প্রিয় খাদ্য তালিকায় খেজুর ছিল অন্যতম। হজরত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, 'নবি (সা.) কাঁচা খেজুরের সঙ্গে শসা খেতেন' (শামায়েলে তিরমিযি : ১৪৬), হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'নবি (সা.) তাজা খেজুরের সঙ্গে তরমুজ খেতেন' (শামায়েলে তিরমিযি : ১৪৭)।
মিষ্টি ও মধু : নবি (সা.) মিষ্টিদ্রব্য ও মধু অনেক বেশি পছন্দ করতেন। হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) 'মিষ্টিদ্রব্য ও মধু বেশি পছন্দ করতেন' (শামায়েলে তিরমিযি : ২২১)।
সিরকা : সিরকা একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাদ্য। কারণ সিরকার মধ্যে বেশকিছু উপকারিতাও রয়েছে; যেমন- কফ ও পিত্ত দূর করে এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। রাসূল (সা.)ও সিরকা পছন্দ করতেন এবং তরকারিগুলোর মধ্যে উত্তম বলেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি!' (শামায়েলে তিরমিযি : ১১৩)।
জয়তুন : জয়তুন একটি বরকতময় ফল। আল্লাহতায়ালা কুরআনে কারিমে সূরা তীনের মধ্যে জয়তুন ফল নিয়ে কসমও করেছেন। রাসূল (সা.)ও জয়তুন তেল খাওয়া ও মালিশের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। হজরত আবু আসীদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জয়তুন তেল খাও এবং তা মালিশ কর। কারণ, তা বরকতময় বৃক্ষ থেকে উৎপন্ন' (শামায়েলে তিরমিযি : ১১৭)।

নিজেকে তুচ্ছ ভাবাই মনুষ্যত্ব

সৈয়দ শাহাদাত হুসাইন

বর্তমান পৃথিবীতে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তির মূল কারণ, নিজের পথ ও মতকে সম্মানিত ভেবে অন্য মানুষের পথ ও মতকে তুচ্ছ করা, জাহান্নামি বলা, মন্দ লোক মনে করা।
ফলে মানুষ নিজের মত ও পথকে সঠিক মনে করে বহু দলে বিভক্ত হচ্ছে, মানুষে মানুষে হানাহানি, মারামারি, জুলম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আমানত খেয়ানতে লিপ্ত হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষ নিজেকে মুত্তাকি মনে করে অন্যকে তুচ্ছ ভাবে; যা সম্পূর্ণভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদিস লঙ্ঘন করা।
অথচ মহান আল্লাহ বলেন, যারা বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য থেকে, ছোটখাটো অপরাধ বা গুনাহ্ করলেও তোমার রবের ক্ষমা অপরিসীম। আল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে ভালো জানেন। যখন তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা ভ্রূণরূপে মাতৃগর্ভে অবস্থান কর। অতএব, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই ভালো জানেন, মোত্তাকি কে (আল কুরআন : ৫৩:৩২)।
আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মুত্তাকি কে এটা আল্লাহ ভালো জানেন। নবি-রাসূল ও মুমিনগণ নিজের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ভীত থাকতেন যা ছিল বিনয়তা ও পরহেজগারিতা।
আল্লাহতায়ালা সব সৃষ্টিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একদল জান্নাতে যাবে অন্যদল জাহান্নামে যাবে যা পূর্বনির্ধারিত। জগৎ সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগে এ বিভক্তি হয়ে গেছে। মানুষ এ পৃথিবীতে তার তকদির অনুসারে আমল করে। তাই রাসূল (সা.) বলেন, পৃথিবীতে একজন মানুষও নেই যার জান্নাত অথবা জাহান্নাম নির্ধারণ হয় নাই। মানুষ কোনো আমলের কারণে জান্নাতে যাবে না বরং মানুষ জান্নাতে যাবে আল্লাহর রহমতে।
রাসূল (সা.) বলেন, 'শুধু হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর ও দুর্ভাগা মানুষের কাছ থেকেই রহমত ছিনিয়ে নেওয়া হয়' (জামে আত তিরমিজি, হাদিস ১৯২৩)। অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন 'একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনের ওপর হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোনো ব্যক্তি নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে' (সুনান আবু দাউদ ৪৮৮২)।
আল্লাহ নিজে নম্র, তাই তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার দরুন এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার দরুন দান করেন না; আর অন্য কোনো কিছুর দরুনও তা দান করেন না, (সুনান আবু দাউদ ৪৮০৭) ।
নবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নম্র আচরণ থেকে বঞ্চিত সে প্রকৃত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত, সূত্র, সহিহ মুসলিম : ৬৪৯২ মান: সহিহ। নবি (সা.) আরও বলেছেন, তোমরা নম্র হও এবং কঠোর হয়ো না। শান্তি দান কর, বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না, (সহিহ বোখারি ৬১২৫)।
অন্যের দোষ গোপন করার মধ্যে রয়েছে নিজের কল্যাণ। নবি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি (অন্য কারও) গোপনীয় দোষ দেখতে পেয়েও তা গোপন করল সে যেন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জীবনদান করল, (সুনান আবু দাউদ ৪৮৯১)। মৃত ব্যক্তিদের বদনাম করা উচিত নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমাদের কোনো সঙ্গী মারা গেলে তাকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও এবং তার সম্পর্কে কটূক্তি করো না, (সুনান আবু দাউদ ৪৮৯৯)।
কারও পাপ দেখে পাপী বলে কটাক্ষ করা উচিত নয়। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, বনি ইসরাইলের মধ্যে দুব্যক্তি ছিল। তাদের একজন পাপ কাজ করত এবং অন্যজন সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকত। যখনই 'ইবাদতে রত ব্যক্তি, অপর ব্যক্তিকে দেখত তখনই তাকে খারাপ কাজ পরিহার করতে বলত। একদিন সে তাকে পাপ কাজে লিপ্ত দেখে বলল, তুমি এমন কাজ হতে বিরত থাক।
সে বলল, আমাকে আমার রবের ওপর ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার ওপর পাহারাদার করে পাঠানো হয়েছে? সে বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবেন না অথবা তোমাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর দুজনকেই মৃত্যু দিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি 'ইবাদতগুজারি আবেদ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমার সম্পর্কে জানতে? অথবা তুমি কি আমার হাতে যে ক্ষমতা আছে তার ওপর কি তুমি ক্ষমতাবান ছিলে?
এবং পাপীকে বললেন, তুমি চলে যাও এবং আমার রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করো। আর আবেদ ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ বললেন, তোমরা একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সে এমন উক্তি করেছে যার ফলে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে গিয়েছে (আবু দাউদ ৪৯০১)।
ওই আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, কোনো মানুষ অন্য মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, মন্দ ধারণা করা, পাপী বা জাহান্নামি ভাবা বা বলা উচিত নয়। যার যার আমল তার তার। কেউ কারও কর্মের জন্য দায়বদ্ধ নয়। মানুষ উপদেশ দিতে পারে কিন্তু হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর। সুতরাং প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করাই শ্রেয়।

ইসলামে বিজয় দিবসের গুরুত্ব

মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম আবদুল্লাহ

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ থেকে এই দিনে মুক্তি লাভ করেছিল বাংলার মানুষ। এ বিজয় শুধু আনন্দের নয়, এ বিজয় পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তিলাভের বিজয়। স্বাধীনতার বিজয় নিয়েও রয়েছে ইসলামের ভাবনা। বিজয় দিবস উদযাপনে ইসলামে কোনো বিরোধিতা নেই; বরং দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও বিজয় উদযাপনে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও তারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই ইসলামের নির্দেশ।
আমাদের প্রিয় নবী সা: ইসলাম প্রচারের কারণে নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেছিলেন মদিনায়। দীর্ঘ ১০ বছর নির্বাসিত জীবন কাটানোর পর সফলতার সাথে নিজ মাতৃভূমি মক্কানগরী স্বাধীন করেন। অর্জন করেন মহান স্বাধীনতা ও বিজয়।
দশম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের পর তিনি আনন্দ উদযাপন করেছেন। বিজয়ের প্রথম আনন্দে তিনি আদায় করেছেন আট রাকাত নফল নামাজ। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতায় তিনি এত বেশি খুশি হয়েছিলেন, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। বিজয়ের আনন্দে নবীজী সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'যারা কাবাঘরে আশ্রয় নেবে, তারা নিরাপদ। এভাবে মক্কার সম্ভ্রান্ত কয়েকটি পরিবারের ঘরে যারা আশ্রয় নেবে, তারা যত অত্যাচার-নির্যাতনকারীই হোক, তারাও নিরাপদ।' এই ছিল প্রিয় নবী সা:-এর মক্কা বিজয়ের আনন্দ উৎসবের ঘোষণা।
বিজয় দিবস উদযাপনে প্রিয় নবী সা:-এর একটি যুগোপযোগী হাদিস তুলে ধরছি। রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহর পথে এক দিন ও এক রাত (দেশের) সীমানা পাহারা দেয়া এক মাসব্যাপী রোজা পালন ও মাসব্যাপী রাত জাগরণ করে সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি কল্যাণকর। এই অবস্থায় যদি ওই ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে; তবে যে কাজ সে করে যাচ্ছিল, মৃত্যুর পরও তা তার জন্য অব্যাহত থাকবে। তার রিজিক অব্যাহত থাকবে, কবর ও হাশরে ওই ব্যক্তি ফেতনা থেকে মুক্ত থাকবে।' (মুসলিম)
দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রহরা ও বিজয় দিবসে তাসবিহ, ক্ষমাপ্রার্থনা ও আনন্দ উৎসবও দেশের প্রতিটি নাগরিকের আবশ্যকীয় কাজ। এ বিজয় দিবসে দেশের জন্য আত্মদানকারী সব শহীদের জন্য দোয়া করা ঈমানের একান্ত দাবি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন- 'হে নবী! যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে; আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দিনে প্রবেশ করতে দেখবেন। তখন আপনি আপনার পালনকর্তার তাসবিহ তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমা ও তাওবাহ কবুলকারী।' (সূরা নাসর)
সুতরাং, বিজয় দিবসে মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং দেশের জন্য আত্মদানকারী সব শহীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব। মুসলমানদের উচিত ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণের মাধ্যমে বিজয় দিবস উদযাপন করা।
লেখক : তরুণ আলোচক ও গবেষক

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৫	৬:১৫	৭:৫৭	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
শনিবার	১৬	৬:১৬	৭:৫৭	১২:০১	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
রবিবার	১৭	৬:১৭	৭:৫৮	১২:০২	২:০৬	৩:৫৫	৫:৩২
সোমবার	১৮	৬:১৮	৭:৫৯	১২:০২	২:০৭	৩:৫৫	৫:৩২
মঙ্গলবার	১৯	৬:১৯	৮:০০	১২:০৩	২:০৭	৩:৫৬	৫:৩৩
বুধবার	২০	৬:২০	৮:০০	১২:০৩	২:০৮	৩:৫৬	৫:৩৩
বৃহস্পতিবার	২১	৬:২১	৮:০১	১২:০৪	২:০৮	৩:৫৬	৫:৩৩

ফুটবলার আমিনুল কি ভয়ঙ্কর অপরাধী?

আসিফ নজরুল

আমি ফুটবল-ভক্ত মানুষ। ফুটবলের সোনালি দিনে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতাম। এখনো ফুটবলের জগতের বড় কোনো খবর থাকলে পড়ে দেখি। তবে কিছুদিন আগে হঠাৎ যা দেখলাম, তা কোনো দিন না জানলে ভালো হতো। ফেসবুকে দেখি, হ্যান্ডকাফ পরা ফুটবলার আমিনুলের ছবি। ২৮ অক্টোবর ঘটনায় নাশকতার দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, আদালত তাঁকে রিমান্ডে দিয়েছেন আট দিনের জন্য। এরপর তাঁকে আবারও তিন দিন রিমান্ডে নেওয়া হয়।

কোন আমিনুল তিনি? বাংলাদেশের ফুটবলে সর্বোচ্চ সাফল্য পাওয়া দলের নায়ক তিনি। ২০০৩ সালে প্রথমবারের মতো (এবং এখন পর্যন্ত শেষবারের মতো) সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। ফাইনাল খেলায় টাইব্রেকারে দুটি শট ঠেকিয়ে দিয়ে বাংলাদেশকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন আমিনুল। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন, এরপর এবং যত দূর মনে করতে পারি, তাঁর নৈপুণ্যের কারণে বিদেশের কিছু ক্লাবেও খেলার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এখন সেই আমিনুলকে আদালতে আনা হয় হ্যান্ডকাফ পরিয়ে, পুলিশের কাছে রিমান্ডে দেওয়া হয় বারবার। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ–২৮ অক্টোবর তিনি পুলিশকে আক্রমণ, ধ্বংসযজ্ঞ, নাশকতার মতো ভয়ংকর অপরাধ করেছেন বিএনপির একজন নেতা হিসেবে। আমিনুল কি এসব অপরাধ করতে পারেন? হয়তো পারেন। আবার তিনি কি অপরাধ না করেও রাজনৈতিক কারণে মামলার শিকার হতে পারেন? এটিও অবশ্যই হতে পারে। ২৮ অক্টোবর ঘটনার আগে-পরে মামলার নামে যা হচ্ছে, তা বিবেচনায় নিলে দ্বিতীয়টি হওয়ার আশঙ্কা কোনোভাবে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

কিন্তু তবু আমিনুলের পরিণতি নিয়ে আমাদের অধিকাংশ মূলধারার পত্রিকার কোনো অনুসন্ধান, এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত নেই। ফুটবলার হিসেবে দেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনা মানুষটির গ্রেপ্তারে কিছু গণমাধ্যম বরং শিরোনাম করেছে 'বিএনপি নেতা আমিনুল গ্রেপ্তার'। একটি পত্রিকা লিখেছে 'নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে অন্য অনেক নেতার মতো এই মুহূর্তে তাঁরও স্থান কারাগারে।'

এ দেশে এখন বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ময়লার গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে, আন্তর্জাতিকভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাছ চুরির মামলা হয়, সিনিয়র সম্পাদকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। সমাজে এর কিছু না কিছু প্রতিবাদ হয়, এসব নিয়ে আলোচনা হয়, উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আমিনুলের ক্ষেত্রেও তা হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় দেখে মামলা, গ্রেপ্তার আর বিচারিক প্রক্রিয়ায় সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না। আমিনুলের বিরুদ্ধে পুলিশ এসব অভিযোগ এনেছে সত্যি, কিন্তু তিনি নাশকতায় 'জড়িয়েছেন' এটি কি আমরা কেউ বলতে পারি? কোনোভাবেই পারি না। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ভ্রান্তিগুলো ব্যাখ্যা করি। কখনো বিএনপির শাসনামলে রাজনৈতিক দমন-পীড়নের সময়ে মাশরাফির মতো কেউ গ্রেপ্তার হলে তিনি নাশকতায় জড়িত–কোনো পত্রিকা কি এটি বলবে? বা বিষয়টি কি অধিকাংশ গণমাধ্যম এড়িয়ে যাবে? আমার ধারণা, তারা এ রকম করবে না। আমিনুলের ক্ষেত্রেও তা-ই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমিনুলের খেলোয়াড়ি জীবন ছিল নিষ্কলুষ। অন্য কারও মতো জুয়া বা বাজি খেলার অভিযোগ, জোচ্চুরি, অপরাধী চক্রের সঙ্গে সম্পর্ক দূরের কথা, খেলোয়াড়ি জীবনে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ পর্যন্ত কখনো ছিল না তাঁর বিরুদ্ধে। বাংলাদেশকে বিরল সম্মান এনে দেওয়া এই ক্রীড়াবিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সারবত্তা নিয়ে তাই অন্তত ক্রীড়াবিদ ও সাংবাদিকদের প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল।

২.

আমার মনে পড়ে, আমার প্রিয় দল আবাহনীর (এবং বাংলাদেশের) চার তুখোড় ফুটবলার সালাউদ্দিন, চুন্নু, আনোয়ার ও হেলাল–এরশাদের সামরিক শাসনামলে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। মোহামেডানের বিরুদ্ধে খেলায় একটি গোলের দাবিতে এই খেলোয়াড়েরা রেফারিকে উত্তেজিতভাবে ঘিরে ফেললে ওই উত্তেজনা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। বহু দর্শক মাঠে ঢুকে পড়েন, অনেকে আহত হন। এ ঘটনার দায় আবাহনীর চার ফুটবলারের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পর সারা বাংলাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় তাঁদের সংবাদ প্রকাশিত হতো, ফুটবলার, ক্রীড়া সাংবাদিকসহ বহু মানুষ ও গোষ্ঠী এই প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। সামরিক আদালতে কারাদণ্ড পাওয়ার পরও তাঁদের কিছুদিন পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

নিশ্চয়ই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এই চার ফুটবলার তো আমিনুলের মতো দলের রাজনীতিতে অংশ নেননি, তাঁদের সঙ্গে আমিনুলের ঘটনা কেন তুলনীয় হবে? এই প্রশ্ন অবান্তর হবে এই বিবেচনায় যে রাজনীতি করা যেকোনো নাগরিকের মতো একজন ক্রীড়াবিদেরও সাংবিধানিক অধিকার, মাশরাফি বা সাকিব তো বটেই; বাংলাদেশের অনেক ফুটবলারও অবসরের পর (যেমন টুটুল, চুন্নু, গাফফার, আরিফ হোসেন জয়) দলীয় রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট হয়েছেন। আমিনুলের ক্ষেত্রেও এটি অপরাধ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

আমিনুলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় বরং হতে পারে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে। আমরা তখন বিশ্বাস করেছিলাম দর্শকদের মধ্যে মারামারির ঘটনার দায় আবাহনীর চার ফুটবলারের হতে পারে না। আমরা কি এখনো প্রশ্ন তুলতে পারি না আমিনুলের বিরুদ্ধে পুলিশের ওপর হামলা বা নাশকতার অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য কি না?

৩.

আমিনুল গ্রেপ্তার হয়েছেন, জামিনবঞ্চিত হচ্ছেন এমন একটি সময়ে যখন বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গায়েবি মামলা হচ্ছে, নির্বিচার শত শত ব্যক্তিকে আসামি করা হচ্ছে, আরও শত শত অজ্ঞাতনামা আসামি উল্লেখ করে তাঁদের যে কাউকে মামলায় জড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের না পেলে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, মুখোশ পরে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, এমনকি হত্যা করা হচ্ছে। এসব বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। নির্বাচন ও রাজনীতির মাঠ থেকে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে এভাবে বিতাড়িত করার নজির বাংলাদেশে আগে কখনো দেখা যায়নি। এসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করলে এমন অভিযোগ তোলার অবকাশ রয়েছে যে সরকার ইচ্ছেমতো নির্বাচন করার জন্য সর্বাত্মক দমননীতি প্রয়োগ করছে এবং এটি করার হাতিয়ার হিসেবে পুলিশের পাশাপাশি গোটা ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে ব্যবহার করছে। এই দমননীতি এতই বাছবিচারহীন হয়ে পড়ছে যে এ জন্য মামলার শিকার হচ্ছেন বা দণ্ড পাচ্ছেন, ইতিমধ্যে মৃত, গুমের শিকার ব্যক্তি, প্রবাসী এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধীরাও।

এই প্রেক্ষাপট মনে থাকলে আমরা কীভাবে আমিনুলের কারাবাসে নির্লিপ্ত থাকতে পারি? একই ধরনের নাশকতার মামলায় বিএনপির নেতাকে জামিন পেতে এবং মুক্তিলাভ করা মাত্র আগামী নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার কথা আমরা জানি। কিন্তু নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সমঝোতা ছাড়াই শুধু বিচারিক বিবেচনায় আমিনুল বা বিএনপির হাজারো অন্তরীণ নেতা-কর্মী কি জামিন পেতে পারেন না? তাঁদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো বানোয়াট হলে তাঁরা কি এ জন্য আরও কোনো প্রতিকার আশা করতে পারেন না?

৪.

এ দেশে এখন বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিকের বিরুদ্ধে ময়লার গাড়ি পোড়ানোর অভিযোগ ওঠে, আন্তর্জাতিকভাবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাছ চুরির মামলা হয়, সিনিয়র সম্পাদকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়। সমাজে এর কিছু না কিছু প্রতিবাদ হয়, এসব নিয়ে আলোচনা হয়, উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আমিনুলের ক্ষেত্রেও তা হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় দেখে মামলা, গ্রেপ্তার আর বিচারিক প্রক্রিয়ায় সরকারের হস্তক্ষেপ নিয়ে আমাদের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন–ভিন্নমত আর উদ্বেগ সমাজ থেকে উঠে গেলে শুধু নির্বাচনব্যবস্থা নয়, গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্ষমতাসীন দলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়। দেশে তখন মানবাধিকার আর আইনের শাসন বলে কিছু থাকে না।

আজ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। এই দিনে অন্তত এসব বিষয় নিয়ে আমাদের গভীর আত্মানুসন্ধানের তাগিদ থাকা উচিত। আমরা কি এটি জানি না?

আসিফ নজরুল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক

গাজা হত্যাযজ্ঞে যুক্তরাষ্ট্রের লাইসেন্স

ফয়সাল জে. আব্বাস

আরবিতে একটা কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি- 'পাপের চেয়ে যখন অজুহাত অধিকতর কুৎসিত হয়ে ওঠে'। গত শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলে একটা ভোটাভুটি হয় গাজায় দ্রুত যুদ্ধবিরতি বিষয়ে। এর বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ভোট দেয়। ওই বিরোধিতার ছুতো হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যে কথাটি বলেছে, সেটি শুনেই আমার ওই আরবি প্রবাদটি মনে পড়েছে।

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাম্বাসাডর রবার্ট উড নিরাপত্তা কাউন্সিলকে বলেছেন, এ সংক্রান্ত খসড়া রেজুলেশনটি 'বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত'। যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্য দিয়ে হামাস আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে- যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল সরকারের এ অফিসিয়াল অবস্থানও তিনি তখন পুনর্ব্যক্ত করেন। কিন্তু এখানে বলতে হয়, সত্যিই যদি কোনো কিছু 'বাস্তবতাবিবর্জিত' হয়ে থাকে, তা হলো যুক্তরাষ্ট্রের এ অবস্থান। বিশেষত ইসরায়েলকে ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য গোলাবারুদ বিক্রি করার অনুমোদন দেওয়ার লক্ষ্যে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করা এবং এ সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশনা প্রদানে স্বরাষ্ট্র বিভাগকে প্ররোচিত করার পর থেকে এ কথা বলাই যায়।

পরিহাস হলো, গাজার যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো এবং ইসরায়েলের জন্য এই জরুরি সাহায্যের ঘটনা এমন সময়ে ঘটল যখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন জনসমক্ষে বলেছেন, 'বেসামরিক লোকদের রক্ষা করার উদ্দেশ্য এবং গৃহীত পদক্ষেপ'- এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। এ সময় তিনি গাজায় ইসরায়েলি হামলায় বিপুলসংখ্যক বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর জন্য দেশটির সমালোচনাও করেন। প্রশ্ন হলো, এই একই বিভাগ থেকে কীভাবে এ ধরনের সাংঘর্ষিক ঘোষণা আসতে পারে, যেখানে ট্যাঙ্কে ব্যবহারের জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যে ১৪ হাজার রাউন্ড গোলাবারুদ ইসরায়েলকে সরবরাহের কথা বলা হয়েছে! তবে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হলে হামাস অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে- এ বক্তব্য আরও বেশি 'বাস্তবতাবিবর্জিত'।

প্রথমত, যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল হামাসকে অধিকতর শক্তিশালী হতে বাধাগ্রস্ত করতে মরিয়া হয়ে উঠত, তাহলে তারা হামাসকে 'ক্রমশ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন থেকে একজন অংশীদারের পর্যায়ে উন্নীত করা' থেকে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ১৬ বছর আগেই থামাত। সম্প্রতি দ্য টাইমস অব ইসরায়েল পত্রিকা নেতানিয়াহুর পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বৈধ কর্তৃত্বকে অস্বীকার করার দীর্ঘকালীন নীতি গ্রহণ এবং গাজায় হামাসকে শক্তিশালী করার তীব্র সমালোচনা করে এই বক্তব্য তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয়ত, যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৭ হাজার ৭০০ বেসামরিক নারী ও শিশু নিহত হয়েছেন, তা অব্যাহত রেখে হামাসকে আরও দুর্বল করা যাবে- কীভাবে একজন মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে তা আমার বোধগম্য হয় না। উল্লেখ্য, এ কথা বলে আমি হামাসের পক্ষ নিচ্ছি না। পুনরায় বলছি, বেসামরিক ব্যক্তিকে সুচিন্তিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করা কিংবা হত্যা করাকে কোনো কিছুই বৈধতা দিতে পারে না। এটা অক্টোবরের ৭ তারিখের আগে হোক বা পরে। এই রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কেবল হামাসই সমবেদনা পাচ্ছে এবং সমমনা গোষ্ঠীর উত্থান ঘটছে। চারপাশের তথ্য-প্রমাণ থেকে ঘটনার কারণ সহজে বোঝা যায়। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড পরিচালনা, উৎখাত ও বেসামরিক অবকাঠামোর ক্ষতিসাধন ছাড়া এসব গোষ্ঠীকে পরাভূত করা যাবে না। সুতরাং এসব নারকীয় কাণ্ডের মাধ্যমে হামাস নির্মূলের ইসরায়েলি লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। এসব কারণে দ্রুত যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুমোদনের বিরুদ্ধে একমাত্র দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো প্রদান ইসরায়েলকে আরও হত্যাকাণ্ডের লাইসেন্স দিয়েছে বলে মনে করি। যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের অবস্থান তাদের ঘোষিত মূল্যবোধ ও ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সমালোচনা করার সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক। একই কারণে এটিও হাস্যকর যে, স্বনামধন্য পিবিএস চ্যানেলের উপস্থাপক নিক স্কিফরিন সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজপুত্র ফয়সাল বিন ফারহানকে গাজা যুদ্ধ নিয়ে সৌদি সরকারের দ্বিচারিতা সম্পর্কে সাহস করে প্রশ্ন করতে পারবেন। সৌদি সরকার জনগণকে বলছে এক কথা; ভেতরে ভেতরে ভাবছে ভিন্ন কিছু। যদি এ ক্ষেত্রে কোনো ভন্ডামি থাকে, তাহলে এটি সুস্পষ্ট- এসব ঘটনার কারিগর ওয়াশিংটন। এ ধরনের কোনো কিছুর আশঙ্কা থাকলে স্কিফরিনের উচিত একই প্রশ্ন তাঁর নিজের প্রশাসনকে জিজ্ঞেস করা। এ ছাড়া আমেরিকার দেওয়া হত্যার এই লাইসেন্স কেবল ফিলিস্তিনিদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে না, গাজার ভেতর ও বাইরে যুক্তরাষ্ট্রের এই ভেটো ভবিষ্যতে চরমপন্থি একটি প্রজন্ম সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং যুদ্ধ থামাতে হবে এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি রাষ্ট্রের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের পথ উন্মোচনের পথ বের করতে হবে। সৌদি রাজপুত্র ফয়সাল পিবিএসকে বলেছেন, 'যুদ্ধবিরতি'র মধ্য দিয়ে এসব উদ্যোগের সূচনা ঘটে। তবে তাঁর মতে, বর্তমানে এটি 'দুর্ভাগ্যবশত একটি নোংরা শব্দ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, কোনো সুস্থ মাথার লোক এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটাতে (যুদ্ধবিরতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে) পারে বলে তিনি মনে করেন না।

ফয়সাল জে. আব্বাস: প্রধান সম্পাদক, আরব নিউজ থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

জাতিসংঘে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ

দেশ।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলসহ ১০ দেশ বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। আর ২৩ দেশ ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল। যদিও সাধারণ পরিষদে পাশ হওয়া এই রেজ্যুলেশনটি মানা বাধ্যতামূলক নয়, তার পরও এটি বৈশ্বিক মতামতের সূচক হিসাবে কাজ করে থাকে।
সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটির পর সৌদি আরবের জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত আবদুল আজিজ আলওয়াসিল এক মন্তব্যে বলেছেন, আমরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই খসড়া প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন, যা সবেমাত্র বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা গৃহীত হয়েছে।
গাজায় দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। এ হামলায় ১৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন গাজার ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ।
এর আগে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে ১৩ সদস্য দেশ যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল, যুক্তরাজ্য ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর পরই সাধারণ পরিষদের ভোটাভুটির পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
এবারের প্রস্তাবে গাজায় দ্বিতীয় দফা যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিল আমিরাত।

বিশ্বের ৪৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাজ্য-কানাডার

ক্যামেরন বলেছেন, সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে পদদলিত করে বিশ্বের কোথাও এমন অপরাধী ও নিপীড়ক সরকারকে তাঁরা বরদাশত করবেন না।
ডেভিড ক্যামেরন আরও বলেন, তিনি বিষয়টি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৭৫ বছর পর যুক্তরাজ্য ও তার মিত্ররা নিরলসভাবে তাদের পিছু নেবে, যারা মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করবে।
যুক্তরাজ্য-ঘোষিত নিষেধাজ্ঞার তালিকায় বেলারুশের বিচার বিভাগের ১৭ জন সদস্য রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আন্দোলনকারী, সাংবাদিক ও অধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রসিকিউটররাও আছেন।
যুক্তরাজ্যে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ইরানের আছেন পাঁচ ব্যক্তি। হিজাব আইন আরোপ ও প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা নিষেধাজ্ঞায় পড়েছেন। কম্বোডিয়া, লাওস ও মিয়ানমারে মানব পাচারের জন্য নয়জনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্য।
কানাডা সরকার চেচনিয়ায় এলজিবিটিকিউ অধিকার লঙ্ঘনের জন্য দায়ী রাশিয়ার চার ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ ছাড়া তারা মিয়ানমারের জান্তাপ্রধানকেও নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিমানের সীটের নিচে ও টয়লেটে ৩৪ কেজি সোনা

সোনার চালানটি আটক করা হয়। এ সময় প্রাথমিকভাবে জড়িত সন্দেহে নয়জনকে আটক করা হলেও পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসাবাদের পর পাঁচজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর চারজনকে আটক দেখানো হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলার বড়ধামাই এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (৩৮), সিলেটের দক্ষিণ সুরমার কামালবাজারের মোঃ সানু মিয়া (৩৫), হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের মোঃ আক্তারুজ্জামান (৪০) ও একই উপজেলার চাঁদপুর গ্রামের মিসফা মিয়া (৪৯)।
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গিয়ে জানা যায়, দুবাই থেকে আসা ফ্লাইটটিতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিমানবন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। এ সময় বিমানের যাত্রীরা নিজ নিজ আসনে বসা ছিলেন। বিমানে তল্লাশি করে কয়েকটি আসনের নিচ থেকে স্কচটেপ প্যাঁচানো অবস্থায় সোনার বার উদ্ধার করা হয়। পরে বিমানের শৌচাগার তল্লাশি করে লুকিয়ে রাখা আরও সোনার 'ডিম' উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে ২৮০ সোনার বার ও ৬টি ডিম আকারের সোনার বল জব্দ করা হয়। সোনার বারগুলোর ওজন ৩২ কেজি ৬৪৮ গ্রাম এবং বলগুলোর ওজন দেড় কেজির বেশি।
সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমসের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদুল করিম বলেন, এ ব্যাপারে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সিলেট বিমানবন্দর থানায় মামলা করা হবে।
ওসমানী বিমানবন্দর কাস্টমসের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সোনার চালান পাচারের খবর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে গেছে এমন তথ্য পেয়ে চোরাচালানকারীরা সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে থাকতে পারেন। পাচারকারীরা সোনা গলিয়ে বল বানিয়েও নিয়ে এসেছিলেন। সেগুলো বিমানের শৌচাগারে রাখা ছিল। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। তিনি আরও বলেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে এক যাত্রী এক সপ্তাহ আগেও সিলেটে এসেছিলেন। এ ছাড়া ওই যাত্রীর মাসে কয়েকবার দুবাই যাতায়াতের তথ্য আছে।
এদিকে কাস্টমস গোয়েন্দা বিভাগের পাঠানো খুদে বার্তায় জানানো হয়, সিলেট বিমানবন্দরে চার যাত্রীর কাছ থেকে এবং বিমানের টয়লেট থেকে ৩২ কেজি ৬৫ গ্রাম সোনা (২৮০টি বার) এবং ৬টি ডিম (লিকুইড গোলড ১.৫ কেজি) জব্দ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলছেন আফগান যোদ্ধারা

তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর তাঁদের অনেকেই নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হন। এসব সেনাদের অনেকে পাকিস্তানে পালিয়ে যান। এখন পাকিস্তানও বলছে, আফগান শরণার্থীদের বিতাড়িত করা হবে।
আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সাবেক সদস্যদের গোপন একটি নেটওয়ার্কের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের বরাতে বিবিসি খবরটি প্রকাশ করেছে। বিতাড়িত হতে যাওয়া কয়েকজন আফগান সেনাসদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছে বিবিসি। তাঁরা বলছেন, তালেবানশাসিত আফগানিস্তানে ফিরে যাওয়াটা তাঁদের জন্য নিরাপদ নয়। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন, যুক্তরাজ্য আশ্রয় না দিয়ে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুক্তরাজ্যের সাবেক এক জেনারেলও বলেছেন, এসব আফগান যোদ্ধাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে না নিতে পারলে তা হবে যুক্তরাজ্যের 'বিশ্বাসঘাতকতা'।
সম্প্রতি খবর বেরিয়েছে, জ্যেষ্ঠ ব্রিটিশ কূটনীতিক ও সামরিক সদস্যরা ঝুঁকিতে থাকা আফগান নাগরিকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, তবে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর এরপরই পাকিস্তানে পালিয়ে থাকা এসব আফগান সেনার আতঙ্ক বেড়েছে।
'এটা বিশ্বাসঘাতকতা': ২০২১ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন পার্লামেন্টে বলেছিলেন, আফগান বিশেষ বাহিনীর যোদ্ধাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিতে যুক্তরাজ্য যথাসাধ্য কাজ করবে।
১২ বছরের বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন জেনারেল রিচার্ড ব্যারনস। বিবিসি নিউজনাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'এসব সেনাকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে না পারাটা যুক্তরাজ্যের জন্য অসম্মানের। কারণ, এর মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে হয় জাতি হিসেবে আমরা ধোঁকাবাজ, নয়তো অযোগ্য।' তিনি আরও বলেন, 'এর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এটা বিশ্বাসঘাতকতা। আর এ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে যেসব মানুষ একসময় আমাদের হয়ে কাজ করেছিলেন, তাঁদেরই এখন হয় মরতে হবে, নয়তো কারাগারে থাকতে হবে।'
২০২২ সালের মার্চে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো একটি গোপন চিঠিও হাতে পেয়েছে বিবিসি। ওই চিঠিতে আফগানিস্তানের ৩২ সাবেক গভর্নর, কৌঁসুলি ও কর্মকর্তাকে জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা প্রদানের আবেদন করা হয়েছিল। তাঁরা সবাই ২০০৬ থেকে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে হেলমান্দ প্রদেশে অভিযানের সময় যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রকে সহযোগিতা করেছেন। যুক্তরাজ্যের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কূটনীতিক ও সামরিক সদস্য চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন।
বিশেষ বাহিনীর ২০০ সেনার বেশির ভাগের মতোই এই ৩২ কর্মকর্তাও যুক্তরাজ্যে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। আফগান রিলোকেশনস অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এআরএপি) কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। যুক্তরাজ্য সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত এবং যাঁরা আফগানিস্তানে যুক্তরাজ্যের সরকারি বিভাগের হয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের জন্য কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়ে থাকে।
তবে ওই ৩২ কর্মকর্তা ও সেনাদের বেশির ভাগেরই আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অন্যরা এক বছরের বেশি সময় ধরে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন।
আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর সাবেক সদস্যদের গোপন একটি নেটওয়ার্কের সংগ্রহ করা তথ্য বলছে, বছরের শেষ নাগাদ পাকিস্তান থেকে প্রায় ২০০ আফগান সেনাসদস্য বিতাড়িত হতে পারেন। এ তথ্য বিবিসিকে জানানো হয়েছে। এর সংখ্যা যাচাই করা বিবিসির পক্ষে সম্ভব হয়নি, তবে জ্যেষ্ঠ ব্রিটিশ কূটনীতিক সূত্র বলেছে, এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে যথাযথ হিসাব।
'আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি': পাকিস্তান থেকে আফগান বিশেষ বাহিনীর যে সেনারা বিতাড়িত হওয়ার ঝুঁকিতে আছেন, তাঁদেরই একজন আলী। তিনি এআরএপি কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাজ্যে আশ্রয়ের আবেদন জানান, তবে সুফল পাননি। তিনি বিবিসিকে বলেন, তাঁর মনে হয়েছে যুক্তরাজ্য তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং ছুড়ে ফেলেছে।
পাকিস্তানে একটি এক কক্ষের ঘরে থাকেন আলী। তিনি যুক্তরাজ্যের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাগুলো বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা দিনুরাত একসঙ্গে ছিলাম। প্রশিক্ষণের সময় আমরা এক তাঁবুর নিচে ঘুমিয়েছি, একই পাত্র থেকে খাবার তুলে খেয়েছি। অভিযানের সময় আমরা ব্রিটিশদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছি, যেন আমরা একই পরিবারের সদস্য।'
আলী কমান্ডো ফোর্স ৩৩৩ নামের একটি এলিট ইউনিটের সদস্য ছিলেন। আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্য এ দলটি গড়ে তুলেছিল। তাদের আবার আফগান টেরিটরিয়াল ফোর্স ৪৪৪ নামের একটি সহযোগী দল ছিল। এটি 'দ্য ট্রিপলস' নামে পরিচিত ছিল। দ্রুতই তারা তাদের সক্রিয়তা, সততা ও সাহসিকতার জন্য সুনাম অর্জন করেছিল।
প্রায় ১২ বছর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থাকা জেনারেল স্যার রিচার্ড ব্যারনস বলেন, যুক্তরাজ্যসমর্থিত সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে দ্য ট্রিপলস সম্মুখসারিতে লড়াই করেছে। ব্রিটিশ সেনাদের পাশাপাশি তাঁরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেছেন।
২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করে তালেবান। আফগানিস্তানে তখন পর্যন্ত হাতে গোনা যে কয়েকটি সেনা দল টিকে ছিল, তার একটি সিএফ৩৩৩। ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের সুরক্ষা দিতে আলী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে রাজধানী কাবুলের ব্যারন হোটেলে চলে যান। ব্রিটিশ পাসপোর্টধারীদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছিলেন তিনি।
তবে আলী নিজেই পালানোর জন্য উড়োজাহাজে উঠতে পারেননি। পরে তিনি স্থলপথে পাকিস্তান চলে যান। আলীর ধারণা ছিল, প্রায় দুই দশক ধরে যে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, তারা হয়তো শিগগির সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে, তবে তাঁর সে ধারণা ভুল ছিল।
আলী আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা কখনো ভাবিনি যে বীরদের ছুড়ে ফেলা হবে। আমরা সব ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমরা মুক্ত মত ও মানবজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। এরপর সব উল্টো হয়ে গেল। এটা সত্যিই হতাশার।'
পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এখন অনথিভুক্ত আফগানদের বিরুদ্ধে ধরপাকড় চালাচ্ছে। যাঁরা ধরা পড়ছেন, তাঁদের বিতাড়িত করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।
পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে আলী বলেন, 'আমি কাজ করতে পারি না। পুলিশের ভয়ে স্ত্রী ও পাঁচ সন্তান নিয়ে একটি কক্ষে আছি। তিন মাস ধরে আমি নিজেই নিজেকে গৃহবন্দী করে রেখেছি।' যুক্তরাজ্য বলছে, তারা ইতিমধ্যে কয়েক হাজার আফগানকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে।
'আমরা হুমকিতে আছি' : হেলমান্দের গ্রামসির জেলার গভর্নর ছিলেন মোহাম্মদ ফাহিম। সম্মুখসারি থেকে তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছিলেন তিনি। ২০০১ সালের আগপর্যন্ত গ্রামসির ছিল তালেবানের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।
অজ্ঞাত একটি এলাকা থেকে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফাহিম বলেন, 'গভর্নর থাকাকালে আমরা কয়েকজন তালেবান নেতাকে গ্রেপ্তার করেছি। তাঁরা জানতেন, আন্তর্জাতিক বাহিনীর পক্ষে আমরা লড়াই করছি, সুতরাং সত্যিকার অর্থে আমি হুমকিতে আছি।'
ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা রিচার্ড ব্যারনস বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে লজ্জিত। কারণ, আমি মনে করি আমরা তাঁদের একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর তা আমরা পূরণ করিনি।'এআরএপি কর্মসূচিটি ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত হয়।
ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, আফগানিস্তানের মানুষদের আশ্রয় দিতে যুক্তরাজ্যের যে লক্ষ্য সাধারণ প্রতিশ্রুতি ছিল, তা তারা পূরণ করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৪ হাজার ৬০০ মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।
মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, ব্যক্তিভেদে আলাদা আলাদা করে এআরএপি আবেদনগুলো মূল্যায়ন করা হয়। চাকরির ভূমিকা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে যোগ্যতা নির্ধারণের সুযোগ এখানে নেই।
তবে সবকিছুর পরও আলী ও ফাহিম দুজনই মনে করেন, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরা যেসব কাজ করেছেন, তার জন্য গর্ব বোধ করেন তাঁরা।
ওই সময়ের একটি স্মৃতির কথা উল্লেখ করে আলী বলেন, ঠান্ডার মধ্যে ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনীর এক কমান্ডার নিজের কম্বল তাঁর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। আলী বলেন, 'এটা আমার জন্য এক মধুর স্মৃতি। তবে পরে যা কিছু ঘটেছে, তা খুব হতাশার।' সূত্র : প্রথম আলো

৫৩তম মহান বিজয় দিবস

মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছর বাংলাদেশ সরকার দিবসটি উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এবারও রাষ্ট্রিয়ভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
তবে শুধু বাংলাদেশের ভেতরেই বিজয় দিবসের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ থাকেনা। ১৬ই ডিসেম্বর এলে বিজয়ের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের দেশে দেশে। যেখানেই বাঙালির বসবাস, সেখানে ওড়ে লাল সবুজের পতাকা। দিবসটি পালিত হয় পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো যুক্তরাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডন, যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, যুক্তরাজ্য বিএনপিসহ বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন দিবসটি উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হবে।
সাপ্তাহিক দেশ পরিবারের পক্ষ থেকে যুক্তরাজ্যের প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রতি বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। ৫৩তম বিজয় দিবসে প্রবাসীদের অনেক চাওয়া পাওয়া রয়েছে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক দেশে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন, একজন প্রবাসীও যেন সেই সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন। নিজের মাতৃভূমিতে গেলে যেন অহেতুক হয়রানীর শিকার না হোন। কোনো দাপ্তরিককাজে অফিসে গেলে তাঁকে যেন প্রবাসী হিসেবে তাচ্ছিল্য করা না হয়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারি হিসেবে তাঁকে যথাযথ মুল্যায়ন করা হয়।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS

Legal Aid (Family, Housing & Crime)

Our contact: 07576 299951

Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দর থেকে উদ্ধার

বিমানের সীটের নিচে ও টয়লেটে ৩৪ কেজি সোনা

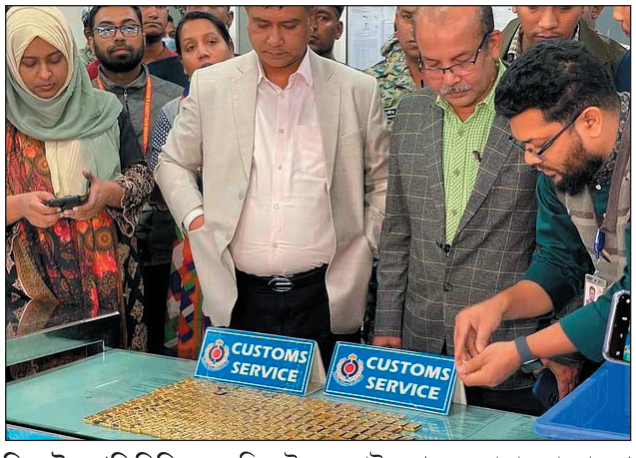

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট থেকে প্রায় ৩৪ কেজি সোনার চালান আটক করা হয়েছে। বার ও বল আকারে থাকা এসব সোনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উড়োজাহাজের যাত্রীদের আসনের নিচে এবং শৌচাগারের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা ছিল। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও শুল্ক গোয়েন্দা বিভাগ এ সোনার চালান আটক করে।

গত ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার সকাল ৮টা ৫৩ মিনিটে বাংলাদেশ বিমানের বিজি-২৪৮ নম্বর ফ্লাইট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করলে

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বের ৪৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাজ্য-কানাডার নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বিশ্বের ৪৬ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের সম্পদ জব্দের বিষয়ে ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। পাশাপাশি দায়ীদের বিরুদ্ধে ভ্রমণনিষেধাজ্ঞারও ঘোষণা দিয়েছে লন্ডন। একই ইস্যুতে কানাডা সরকার সাত ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

মানবাধিকারবিষয়ক জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সমন্বিত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার এই ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য ও কানাডা।

সমন্বিত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র একই দিন ১৩টি দেশের ৩৭ ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা ও ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

জাতিসংঘে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ

যে ১০ দেশ ভোট দিলো প্রস্তাবের বিপক্ষে

দেশ ডেস্ক, ১৫ ডিসেম্বর : গাজায় যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি ভোট পাশ হয়েছে। মঙ্গলবারের প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পক্ষে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্কসহ মোট ১৫৩টি দেশ ভোট দেয়। ১৯৩ সদস্যবিশিষ্ট জাতিসংঘের ১০টি সদস্যদেশ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয়। দেশগুলো হলো–যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল, অস্ট্রিয়া, গুয়াতেমালা, লাইবেরিয়া, নাউরু, পাপুয়া নিউ গিনি,

প্যারাগুয়ে, মাইক্রোনেশিয়া ও চেক রিপাবলিক। ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকে যুক্তরাজ্য, ইউক্রেন ও আর্জেন্টিনাসহ ২৩টি দেশ। খবর আলজাজিরার।

অবরুদ্ধ গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভোটাভুটি ব্যর্থ হওয়ার পর মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের ভোটে পক্ষে ভোট দিয়েছে দেড় শতাধিক

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ALAM PROPERTY MAINTENANCE LTD

YOUR 24/7 HOME SOLUTION FOR HOME EFURBISHMENTS, PLUMBING, HEATING, ELECTIRCAL, ROOFING, PAINTING & MORE

- প্লাম্বিং এবং হিটিং
- বয়লার সার্ভিস
- সেন্ট্রাল হিটিং পাওয়ার ফ্লাস
- ইলেকট্রনিকস
- নতুন ছাদ প্রতিস্থাপন
- কার্পেন্টিং
- ডাবল গ্লেজিং উইন্ডোজ
- তালা মেরামত ও প্রতিস্থাপন
- লফট এন্ড এক্সটেনশন
- কিচেন এন্ড বাথরুম মেরামত
- পেইন্টিং ও ডেকোরেটিং
- গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি মেরামত
- গ্যাস ও ইলেকট্রিক সার্টিফিকেট

আজই যোগাযোগ করুন 07957 148 101

Editor: Taysir Mahmud

Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP

Telephone:
0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876

Email:
info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk